Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Varta

BENGALI & ENGLISH

Vol. VIII May, 1960 No. 1

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শীঘ্রই প্রকাশ লাভ করিতেছে—

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী

একাদশ ভাগ

লেখিকা—শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবী

মূল্য—আড়াই টাকা মাত্র।

শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য জীবনের কয়েকটি বৎসরের ঘটনাবলী লইয়াই এই ভাগের রচনা। নানা অলৌকিক সূক্ষ্ম দর্শনের কথা, পণ্ডিচেরীতে শ্রীমায়ের সহিত সাক্ষাৎকার, রমণাশ্রমে রাত্রিবাস, প্রভাসে শ্রীকৃষ্ণের দেহরক্ষার স্থানে গিয়া মায়েরও শরীর ত্যাগের উপক্রম, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হইতে সূক্ষ্মদেহী মহাপুরুষের মাকে অনুগমন ও দ্বারকায় মহামিলন, বৃন্দাবন আশ্রমে শিব প্রতিষ্ঠা, সূক্ষ্মে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সহিত মায়ের সাক্ষাৎকার এবং ওয়াল-টেয়ার, বেজওয়াদা, গুণ্টুর, মাদ্রাজ, কুম্ভকোণম্ তাঞ্জোর, রামেশ্বরম্, মাদুরা, কন্যাকুমারীকা, ত্রিবাঙ্কুর, পুনা, মহীশূর, বম্বে, জুনাগড়, পোরবন্দর, রাজকোট, মোরভি ও ভাবনগর প্রভৃতি নানাস্থানে মায়ের ভ্রমণলীলা কাহিনী এই ভাগে স্থান লাভ করিয়াছে।

[অক্টোবর, ১৯৫২—ডিসেম্বর, ১৯৫৩]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Notice.

All subscribers to note that with effect from 1st March, 1960 no receipts are being issued for subscriptions for the magazine received by Money Orders or V. P. Money Orders. Receipts will be issued in future only for amounts received cash in our office at Varanasi.

K. BOSE
Managing Editor,
"Ananda Varta"

15. 4. 60.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Ananda Vārtā

A quarterly journal dealing mainly with the divine life and teachings of Shree Shree Ma Anandamayee and with other religio-philosophical topics.

Board of Editors

Mahamahopadhyaya Sri Gopinath Kaviraj, M.A., D. Litt.

Kumari Lalita Pathak, M.A.

Kumari Padma Misra, M.A., Acharya.

Kumari Bithika Mukerji, M.A., D. Phil.

Sri Atmananda.

Sri Sailesh Brahmachari.

Sri Amulya Kumar Dutta Gupta, M.A., B.L.

Sri K. Bose—*Managing Editor.*

Annual subscription (postage free) India—Rs. 5·00

Foreign—Rs. 6·00 or 10 shillings or dollars 1·25 only.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

GENERAL RULES

1. The magazine is published in three separate editions—Hindi-English ; Bengali-English and purely English—in the beginning of the months of May, August, November and February. The year begins from May.

2. Subscriptions are always payable in advance. Foreign subscriptions may be sent either by International Money order or Postal order.

3. Subscriptions to be sent to :—

The General Secretary, Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, (U.P.)

4. All correspondence regarding 'Ananda Varta' should mention without fail the subscription number and be addressed to :—

The Managing Editor, "Ananda Varta", Shree Shree Ma Anandamayee Ashram, Bhadaini, Varanasi, (U P.).

5. Complaints about non-receipt of the magazine should be sent *latest by the second week of the month of publication.*

6. Any change of address should be intimated to the Managing Editor at the earliest possible opportunity.

7. Subscribers are requested not to "dishonour" any issue of the magazine sent by V. P. P., as this entails a considerable loss to the Ashram fund. They may kindly inform us *beforehand* if they desire to discontinue subscribing to the magazine.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Contents.

Bengali Section.

		Page
1.	মাতৃবাণী	1
2.	"মাতৃ কথামৃত"—নীলমণি	3
3.	অন্তর্যোগ—অনির্বাণ	6
4.	যেমন বাজাও তেমনি বাজে	10
5.	শ্রীভগবানের স্বরূপ ও কৃত্য (দ্বৈত শৈবমত)—মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্	26
6.	আনন্দম্—শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি	33
7.	মাতৃসঙ্গে সত্যনিল	34
8.	পুরাতন স্মৃতি—স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ	39
9.	ক্ষণিক্—শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী	49
10.	শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ—শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল	53

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Contents

English Section

		Page No.
1.	Matri Vani	1
2.	Conversations with Sri Sri Ma Anandamayee— Prof. B Ganguly	5
3.	What mother is not—Vijaianand ...	11
4.	Mother—D. Padmanabhan, I. C. S. (Retd.)	23
5.	Mother Anandamayee : A Votary of Divine Love —Dr. Chou Hsiang Kuang, Ph. D.	27
6.	In quest of God and Sad-Guru—P.M. Verma, M.A.	33
7.	New Diary Leaves—Atmananda ...	40
8.	From the life of Sri Sri Ma Anandamayee— Dr. Bithika Mukerjee, M. A., D. Phil.	45
9.	Matri Lila	52

Printed & Published by K. Bose for
Shree Shree Anandamayee Sangha, Varanasi,
at the Kamala Press, Godhowlia, Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Om Ma

We have much pleasure to announce that the 65th Birthday Celebration of Shree Shree Ma will be held from 2nd to 14th May, 1960 at Vile Parle, Bombay.

It is expected that Ma will grace the occasion by Her Divine presence.

All are cordially invited to attend and participate in the celebration.

President,
Shree Shree Anandamayee Sangha

Birthday—2nd May, Monday, 1960
Tithi-Puja—13th May, 1960, Friday night
(14th May according to Calendar)

Those who intend to come and attend the celebrations from outside Bombay City are requested to intimate to the undermentioned address. Arrangements for lodging will be made for the period of celebration only.

Swami Paramananda
C/o Sri B. K. Shah
9. Ghod Bunder Road,
Vile Parle, Bombay-24.

উজাড় করে দিলো, [illegible]

করেন জান ? তিনি তোমার অল্পত্ব পূর্ণ করে দেন। আর তখন চাইবার পাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

at the Kalika Press, Godhowlia, Varanasi.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ĀNANDA VĀRTĀ

"অমর আত্মা—অমর-পন্থী স্বয়ম্—আপনাতে আপনি।"

VOL. VIII] BIRTHDAY NUMBER, MAY, 1960. [NO. 1

—মাতৃ-বাণী—

"তোমাদের জন্যই এই শরীরের যা কিছু বলা চলা কাজকর্ম্ম ঘোরাফেরা। তোমাদের জন্যই এই শরীরটাকে দিয়ে যখন যা হয় তোমরা করিয়ে নেও।"

* * * *

"জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম তাঁকে সমর্পণ করার চেষ্টা করা দরকার। ভোরবেলা জাগরণের পর হতে নিদ্রার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই ভাবটি রাখতে চেষ্টা করা। এইরূপ করতে করতে ক্রমশঃ মনে আসবে যে লোভ ক্রোধ ইত্যাদি সব খারাপ জিনিষ তাঁকে কি করে দেব? তিনি যে আমার কত প্রিয়—আপন জন। প্রিয়জনকে কি খারাপ জিনিষ দেওয়া যায়? এই ভাবতে ভাবতে আর খারাপ কাজ করাই চলবে না। তারপর তোমার যতটুকু শক্তি সবই যখন তাঁর চরণে উজাড় করে দিলে, নিজের বলে আর কিছুই রইল না, সেই শুভ মুহূর্ত্তে তিনি কি করেন জান? তিনি তোমার অল্পত্ব পূর্ণ করে দেন। আর তখন চাইবার পাইবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই বাকী থাকে না। যে মুহূর্ত্তে তোমার এই সমর্পণ সেই মুহূর্ত্তেই নিত্য যা প্রকাশিত অখণ্ড পূর্ণত্ব তার প্রকাশ।"

* * * *

"এই শরীরের ত কোনও সংকল্পাদি নেই। সেজন্য দীক্ষা দেওয়া বা কিছু সে সব দিকই নেই। তবে এই শরীরটা হয়ত আপন মনে আছে। হঠাৎ কত সময় বীজ বা সন্ন্যাসের মন্ত্র সব মুখ দিয়ে বের হয়ে আসছে। তখন হয়ত কেউ শুনে নিল। আবার হয়ত অন্য ভাবেও কেউ কোনটা পেয়ে তাই ধরে নিচ্ছে। এমন এমন ঘটনা হচ্ছে যে সাধারণ লোকে একেবারে স্থির করে নেবে যে নিশ্চয়ই পূর্ব্বের কিছু ঠিক ছিল। কিন্তু কিছুই কিন্তু না। যা হওয়ার তাই হয়ে যাচ্ছে। কেমন জান? যেমন মাটি ত আছেই। গাছ থেকে একটি ফল পড়ে তার থেকে গাছ উঠল। কেউ বীজ কিন্তু লাগাল না। বীজ লাগালেও যেমন গাছটি হত আপনি ফলটি পড়েও ঠিক তেমনই গাছটি হবে। সেই গাছে ফল ফুলও একই রকম হবে। অথচ কারও ঐ রকম আগ্রহ বা সংকল্প নেই। এই রকমই আর কি।"

* * * *

"এই শরীরটা অনেক সময়ই নিজেকে গোপন রাখে ব্যবহারে কথায়। এই হল আসল কথা। তার হয়ত দরকার। তাই হয়ে যাচ্ছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মাতৃ-কথামৃত"

নীলমণি

প্রঃ—সকলে আনন্দের দিকে যায় কেন ?

উঃ—প্রাকৃত জগতে সুখ ও দুঃখ দুইই আছে। পরমানন্দের দিকে সকলে যায় না। ক্ষণিক আনন্দের দিকে গেলে দুঃখ আসে। বিষয়ী লোকেরা তো মহাত্যাগী। কেননা তারা মহানন্দ ত্যাগ করে ক্ষণিক আনন্দ চায়।

প্রঃ—ভগবানকে পেলে কি কেউ return ticket চায় না ?

উঃ—সেখানে সে প্রশ্নই উৎপন্ন হয় না। সংসার সংশয়ের স্থান, আসা যাওয়ার স্থান। পরমধনের বা পরমধামের প্রাপ্তি হলে আর আসা যাওয়ার প্রশ্ন থাকে না।

প্রঃ—শ্রীমদ্ভাগবত-বর্ণিত অজামিল উপাখ্যানের উদ্দেশ্য কি ? শুধু কি শ্রদ্ধা-ভক্তির দ্বারাই হবে ?

উঃ—সকলেরই হতে পারে। নিজের সাধন কাজ করে যেতে হয়। কার যে কখন কি হবে তা বলা যায় না। হরিনামের শক্তি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত।

প্রঃ—আনন্দময়ী কাকে বলে ?

উঃ—তুমিই তো আনন্দময় বা আনন্দময়ী।

প্রঃ—এখন পর্য্যন্ত তো সে সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নি।

উঃ—নিত্য-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রয়েছে। এক আত্মাই তো আছে।

প্রঃ—কিন্তু বোধ হচ্ছে না তো।

উঃ—হ্যাঁ, তার জন্য চেষ্টা কর। দূর বোধ থেকে দুর্গতি হয়। আসা যাওয়া থাকে। এইজন্য গুরুর আশ্রয়ে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের চেষ্টা করা উচিত। চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলে বোধ হবে। সম্বন্ধ মানে—স্বয়ং আপনাতে আপনি সকলের সাথে বন্ধনযুক্ত হয়ে আছে। মা, বাবা, প্রভু, সখা ইত্যাদি বহু সম্বন্ধের মধ্য দিয়ে ঈশ্বর যুক্ত হয়ে আছেন। তুমিও সদা সর্ব্বদা নিত্যযুক্ত হয়ে আছ। তাঁকে জানবার জন্য পড়, চেষ্টা কর, সাধনা কর। আর তুমি যাই বল, সাদাসিধে একটা কথা,—সেই একই সম্বন্ধ এই শরীরটার সাথে আনন্দময়ীর। ছোটোর মধ্যে বড় আছে, বড়োর মধ্যে ছোট আছে। সিন্ধুর মধ্যে বিন্দু আছে, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু আছে।

প্রঃ—বলা হয় যে অণুপরমাণুতে অনন্তশক্তি আছে। কি ভাবে রয়েছে ?

উঃ—অণুপরমাণুরূপেতেই রয়েছে। যেমন বটের বীজে সমস্ত বৃক্ষ রয়েছে। সেইভাবে অণুরূপেতেই শক্তি আছে। শরীর সৃষ্ট হয় এক অণু পরিমাণ বিন্দু থেকে।

প্রঃ—বিজ্ঞান তবে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ উভয়ে প্রযুজ্য ?

উঃ—স্থূল ও সূক্ষ্মে সম্বন্ধ রয়েছে। স্থূলে সূক্ষ্ম রয়েছে, সূক্ষ্মে স্থূল রয়েছে। যে যেদিকে চলতে পারে, সেদিকেই সত্যের প্রকাশ পাবে। সবেতে সব রয়েছে। অখণ্ডভাবেই রয়েছে। বৃক্ষের সৃষ্টি, মনুষ্যের সৃষ্টি ইত্যাদি আলোচনা করলে দেখবে সকলের মধ্যে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ-গন্ধ রয়েছে, আবার সকলের মধ্যে চিন্ময় রূপ রয়েছে। সকলের একটা নিত্য অখণ্ড চিন্ময় রূপ রয়েছে। তাকে কেন্দ্র করে সব পরিবর্ত্তন ও প্রকাশ চলেছে। ভাগ করে ভোগ করলে পাপ-পুণ্য। নইলে অখণ্ড আনন্দ। শ্রেয় গ্রহণ কর, প্রেয় ত্যাগ কর। তবে স্থূল থেকে সূক্ষ্মে যাবে। ফুল থেকে গন্ধ পাবে। খণ্ড থেকে অখণ্ডে যাবে।

প্রঃ—বলা হয় শব্দ-ব্রহ্ম। শব্দ কানে শোনা যায়। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শব্দের supersonic wave কানে ধরা পড়ে না। শব্দ-ব্রহ্ম কি ? কানে শোনা এবং অশোনা শব্দ দুইই কি ?

উঃ—তুমি যে-কোনটা নাও; কোনওটা বাদ যায় না। বিদ্যুৎ চমকালে সাথে বজ্রের শব্দ হয়, যন্ত্রে বেজে ওঠে। অখণ্ড শব্দ রয়েছে। গতিমাত্রেই শব্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শব্দের অতীত সত্তাও আছে। ক্রিয়ামাত্রই শব্দ। জ্যোতিও শব্দেরই রূপ। ঘর্ষণে অগ্নি বেরুল, তাতেও শব্দ রয়েছে। অক্ষর—যার ক্ষরণ হয় না, তাই শব্দব্রহ্ম। অখণ্ডশব্দই শব্দব্রহ্ম।

প্রঃ—সাধারণ জীব কি সেই শব্দ শোনে ?

উঃ—যার যতটা মাপ সে ততটা শোনে। বিভিন্ন জীব বিভিন্ন শব্দ শোনে। মনের যোগ না থাকলে শব্দ শোনা যায় না। ঘুমন্ত ব্যক্তি সাধারণ শব্দও শোনে না। চঞ্চল মনে সূক্ষ্ম শব্দ ধরা যায় না। জীব যে বদ্ধ, গতি যে জগৎ। জীব-জগতের শোনা অখণ্ড শোনা হয় না। অখণ্ড শব্দ শোনার অধিকারী হলে শোনা যায়। যোগীরা ধরতে পারে। এই শরীরেই এমন ঘটনা বহু বার হয়েছে। বহু দূর দেশ থেকে মা ডাক শোনা গেছে। দূর বুদ্ধি না থাকলে স্থান ও কালের ব্যবধান থাকে না।

"যাঁকে ভাবলে সব ভাবনা থেকে মুক্ত হওয়া যায়, একমাত্র তাঁকেই ভাবা উচিত। তাঁর নাম ভজনে সর্ব্ব রোগ আরোগ্য হয়।"

"মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তর্যোগ

অনির্বাণ

১০

বলছিলাম, ধ্যানযোগের গোড়াতেই চিত্তের বৃত্তি আর ভাবের মধ্যে তফাত করতে শিখতে হবে। বৃত্তি বিক্ষিপ্ত, ভাব একরস। কিন্তু বৃত্তির বিক্ষেপ সত্ত্বেও একটা-না-একটা ভাব সব সময় চিত্তকে ছেয়ে থাকছেই—হয় আনন্দ, নয় অস্বস্তি, নয়তো অবসাদ। প্রাকৃত চেতনায় এগুলিই বৃত্তির পটভূমি। অপ্রাকৃত চেতনায় প্রকাশিত হয় শুদ্ধ ভাব। তার স্বরূপ হল অধ্যাত্মপ্রসাদ—অস্বস্তিও নয়, অবসাদও নয়।

ভাবেরও পিছনে আছে শূন্যতা। একরস প্রত্যয়ের সেই হল আশ্রয়। যেমন বৃত্তি নিরোধের দ্বারা শূন্যতায় পৌছন যায়, তেমনি ভাবের শুদ্ধি ও উদ্দীপন দ্বারাও পৌছন যায়। শূন্যতায় না পৌছন পর্য্যন্ত বস্তুলাভ সম্পূর্ণ হয় না। কিছুই যেখানে নাই, সেইখান থেকেই সব উছলে পড়ছে—এই বোধই পরম বোধ।

স্বভাবের নিয়মে চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়ে যেতে পারে—যেমন অবসাদে, আচ্ছন্নতায় বা ঘুমে। চিত্তের উন্মেষদশাতেও তা বৃত্তিশূন্য—যেমন শিশুর চিত্ত। কিন্তু এ সব চিত্তের প্রত্যেকটিতেই বিক্ষেপের বীজ থাকে। তাই বৃত্তিশূন্যতা স্থায়ী হয় না বা তার ফলে চেতনার উৎকর্ষ ঘটে না।

বিক্ষেপ চিত্তের মাঝে একটা আবর্ত্তের সৃষ্টি করে। আবর্ত্তের বাইরে যে মহাসমুদ্রের প্রশান্তি আছে তা তখন বোধে আসে না। এইটাই তমোগুণ বা আবরণ-শক্তির ক্রিয়া। প্রাকৃত বৃত্তিশূন্যতা তাই যোগভূমি নয়। যোগে বৃত্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না থাকলেও বোধ উদ্দীপ্ত থাকবে। সে বোধ অন্তরাবৃত্ত এবং আত্মনিষ্ঠ। সব সময় হুঁশে থাকা যুক্তচিত্তের একটা বিশেষ লক্ষণ।

* * * *

কিন্তু প্রাকৃত বৃত্তিশূন্যতাকেও যোগের কাজে লাগানো যেতে পারে। বৃত্তির স্পন্দন চলছে যখন, তখন যেমন হুঁশে আছি, তেমনি স্পন্দন মন্থর হয়ে থামবার মুখেও হুঁশে থাকব। মেঘ এসে আচমকা না ছেয়ে ফেললে দিনের আলো ধীরে ধীরেই নিবে আসে। আলো আর আঁধারের একটা সন্ধিক্ষণ থাকে। চেতনার আলো-আঁধারেরও এই নিয়ম। যেমন জাগ্রৎ আর নিদ্রার সন্ধিকাল। একটু চেষ্টাতেই এটাকে দীর্ঘ করা যেতে পারে। চিত্ত স্বভাবতই ঘুমের সময় বৃত্তিশূন্যতার দিকে ঝোঁকে। এই ঝোঁকটাকে রয়ে সয়ে আসতে দিতে হয়। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেবানো নয়, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বুকে মিলিয়ে যাওয়ার মত করে ঘুমিয়ে পড়া। শিশু যেমন মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে।

না, উপমাটা পূর্ণ হল না। শিশু ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু মা জেগে থাকেন। মায়ের জেগে থাকার আশ্বাস হয়তো শিশুর মাঝে আছে, কিন্তু তার বোধ তার মাঝে স্পষ্ট নয়। যোগনিদ্রায় এই বোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নিদ্রা যেন মায়ের যোগিনীহৃদয়। গভীর নিশীথে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু লক্ষ তারার অপলক দৃষ্টি নিয়ে নিস্তব্ধ আকাশ তখনও জেগে আছে। ঐ আকাশই মায়ের হৃদয়। ওখানে ঘুমানোর অর্থই হল ঐ পরম প্রশান্তির মাঝে জেগে ওঠা। জেগে ওঠা ধীরে ধীরে। যেমন সন্ধ্যার আঁধারকে তরল করে চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্না ফোটে, তেমনি করে।

নিদ্রার অর্থ প্রলয় নয়, অজানার রাহুগ্রাস নয়। জাগ্রতের স্তব্ধতা দিয়ে নিদ্রাকে চিনি। তাই তাকে আবাহন করে আনি, তার মাঝে চেতনাকে প্রসারিত করে দিই, বিছিয়ে দিই মায়ের যোগিনীহৃদয়ে।

* * * *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমনি করে ঘুমেরও রূপান্তর ঘটানো যায়। যোগীরা বলেন, নিদ্রা পাঁচ রকমের—তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী এই তিনটি গুণময়ী নিদ্রা, তারও পরে আছে অপ্রাকৃত গোপীনিদ্রা, আর যোগনিদ্রা। ঘুমিয়ে আশ মিটছে না, ঘুমের পরও জড়ত্ব কাটছে না, মনটা বোবা হয়ে গেছে—এ হল তামসী নিদ্রার ফল। ভাল ঘুম হল না, নানা হিজিবিজি স্বপ্নে রাত কেটে গেল, জেগে উঠেও চিত্তে একটা ছটফটানির ভাব—এটা রাজসী নিদ্রার লক্ষণ। আর স্বপ্নশূন্য পরিপূর্ণ নিদ্রা, অল্প সময়ের জন্য হলেও তাতেই একটা পরম তৃপ্তি, জেগে ওঠাটা যেন ভোরের আকাশে উষার আলো ফোটার মত—এটা হল সাত্ত্বিকী নিদ্রা। এ নিদ্রা সম্ভব হতে পারে, যদি তাকে মায়ের যোগিনীহৃদয়ের ভাবনার দ্বারা আবাহন করে আনতে পারি।

'নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ'—এইটি হল সাধনার সূত্র। ধ্যানের মাঝে জোর করে বৃত্তি-নিরোধ করতে চাই, কিন্তু ঘুমের মাঝে বৃত্তি-নিরোধ তো আপনা হতেই হয়ে যাচ্ছে। নিদ্রাকে আমি স্বচ্ছন্দে প্রবর্তিত করতে পারি না বলেই চেতনা তার মাঝে অন্ধতমিস্রায় ডুবে যায় বা অবাঞ্ছিত বিক্ষেপে উদ্‌বেজিত হয়ে ওঠে। অথচ নিদ্রার লক্ষ্য প্রশান্তি, চিত্তের মহাকারণে প্রবোধন। এই মহাকারণই মা, উপনিষদের ভাষায় যিনি সর্বেশ্বরী সর্বযোনি আনন্দভুক্।

নিদ্রা এই মায়েরই আবাহন। এও একটা যোগ, যোগাঙ্গগুলিকে এরও মধ্যে সুকৌশলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শবাসনে নিষ্পন্দ হয়ে শুয়ে প্রযত্ন-শৈথিল্যের দ্বারা দেহবোধকে লঘু বাষ্পের মত ছড়িয়ে দাও। তারপর শ্বাসের প্রতি কিছুক্ষণ লক্ষ্য রাখ, শ্বাস মৃদু, পরিপূর্ণ এবং ছন্দোময় হ'ক। সেই সঙ্গে হংস-বীজের তালে তালে জপ চলুক। এইটি প্রাণায়াম। সঙ্গে সঙ্গে অনন্তশায়ী নারায়ণের ভাবটি নিজের উপর আরোপ কর। শয্যা নয়, অনন্তজ্যোতির্ময় কারণসমুদ্র। মেরুদণ্ডটি একটি বিদ্যুন্ময় স্পর্শবোধ হয়ে তার মাঝে ভাসছে। সমস্ত চেতনা গুটিয়ে আসছে হৃদয়ে। সেখান থেকে অনির্বচনীয় স্পর্শ স্রোত হয়ে উজিয়ে চলছে কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে, মস্তকে, মহাশূন্যে। উপরে নীচে ডাইনে বাঁয়ে নিরালম্ব আকাশের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহারিক্ততা। মা নামছেন, যোগনিদ্রারূপে হৃদয় হতে উত্তরবাহিনী প্রাণগঙ্গা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন মূর্ধন্যচৈতন্যের পানে। এইটি প্রত্যাহার এবং ধারণা।

* * * *

এমনি করেই নিদ্রার রূপান্তর ঘটে। অবোধের মাঝে বোধ জাগে। অনির্বচনীয় অব্যক্তের বোধ। উপনিষদের ঋষি তাকে বলেন সম্প্রসাদ, কিনা চেতনার জ্যোছনামধুর স্বচ্ছতা। এ হল মায়ের আনন্দরূপ—বালিকার মত। নিদ্রা তখন শুদ্ধ সত্ত্বময়ী। জ্যোছনা গাঢ়তর হয়, জাগে ভাবের উল্লাস, চিৎসমুদ্রে ঢেউ ওঠে। মা তখন কিশোরী। নিদ্রা গোপীনিদ্রা। আবার চেতনার বিস্ফোরণও ঘটে, আকাশে জ্বলে ওঠে মহাসূর্য। মা তখন তরুণী সাবিত্রী। নিদ্রা যোগনিদ্রা। এমনি করে, 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।'

সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটে। বলি, তোমাকে ডাকবার সময় পাই না। একদণ্ড সুস্থ হয়ে বসে তোমায় ডাকব, তার সময় কই। তাই তোমায় ভুলে থাকি।

কিন্তু মা ভোলেন না। প্রতিদিন নিশীথের গভীরে আমার কর্মব্যস্ত ভাবনামুখর জগতের প্রলয় ঘটান, পরম মমতায় টেনে নেন তাঁর যোগিনীহৃদয়ের অতলে। হৃদয়ে হৃদয়, 'জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা' উত্তরবাহিনী। আমি যদি নাও জানি, মা জানেন।

আর কিছু না দিতে পারি, যদিঘুমটিও তাঁকে দিতে পারতাম, যদি বলতে পারতাম, 'আমার শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করি তোরি ধ্যান!'

—ক্রমশঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যেমন বাজাও তেমনি বাজে"

অধ্যাপক ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র দত্ত, এম-এস-সি, ডি-ফিল

দশম সংযম সপ্তাহ অনুষ্ঠিত হবে আগড়পাড়া আশ্রমে। গঙ্গার তটে বাঁধা হয়েছে সুন্দর প্যাণ্ডেল। পূর্ব্ব থেকেই সব ব্রতীরা এসে জড় হয়েছেন ভারতের বিভিন্ন দিক থেকে। ধনী-নির্ধন পণ্ডিত-মূর্খ—সমস্ত ব্রতীরাই মায়ের কাছে এসেছেন পরম ধনের আশায়, পরম জ্ঞানের পিপাসায়। আমিও নাম লিখিয়েছি সংযমী ব্রতীর দলে। মায়ের সামনে ব'সে তো ধ্যানের অভ্যাস করা যাবে প্রতিদিন দু'ঘণ্টা—মাকে তো দেখতে পাব অনেকক্ষণ ধরে,—আশ মিটিয়ে নেব নয়নের, বাসনা পূরিয়ে নেব হৃদয়ের।

দেখলাম মা যেখানে যান, সেখানেই প্রণাম করার জন্য ভিড় জ'মে যায় নারী-পুরুষের। মাকে পায়ে ছুঁয়ে প্রণাম করার আকুতি জানায় অনেক জন। কিন্তু বাহ্য স্পর্শের চেয়েও যে মর্ম্মের স্পর্শ বড়—আমি চাই সেই স্পর্শটি। মায়ের সঙ্গে কথা বলার ব্যাকুলতাও নেই আমার। কি কথা বলব আমি? তাঁকে দেখাই যে শোনা,—তাঁর নীরবতাই যে বাণী। অকথিত বাণী আর অগীত সংগীত তাঁর ধ্বনিত হচ্ছে উদার অম্বরে। সেই আনন্দের সুরধুনীতে যদি পারি অবগাহন করতে—সকল কথায় আসবে পূর্ণচ্ছেদ। তাই নীরব নিস্পন্দ হ'য়ে দূরে ব'সে ব'সে দেখছি মাকে। কিন্তু এই দেখাই কি দেখা? আসল দেখা হবে কবে?

৮ই নভেম্বর, ১৯৫৯। সংযম-সপ্তাহের প্রথম দিনের সুপ্রভাতটি—একটি নবাঙ্কুরিত উদ্ভিদে বনস্পতির সম্ভাবনার মতই আশার নবালোকে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠেছে। উষা-কীর্ত্তন সমাপ্ত হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। পার্শ্বেই প্রবাহিতা কূল-প্লাবিনী ভাগীরথীর কুলু-কুলু-নিনাদের সঙ্গে মিশে গেছে সেই সংগীত-তরঙ্গ। এমনি আরও কত আবহমান কালের আবহ-সংগীত গীত হচ্ছে বুঝি তরঙ্গিণীর তরঙ্গ-মালার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৃত্যের তালে তালে। সেই সাম-গীতি, সেই ওঙ্কার-ধ্বনি, সেই হর-হর-বোম্-বোম্। নিত্যকার সন্ধ্যা-উপাসনার জন্য অধিকাংশ ব্রতীরাই গিয়ে বসেছেন গঙ্গার তীরে। তেমনি করেই গায়ত্রী-মন্ত্র জপ করছেন তাঁরা; জপ করছেন তাঁরা তাঁদের আপন ইষ্ট-মন্ত্র, বীজ-মন্ত্র,—যেমন ক'রে অনাদি কাল ধ'রে ভারতের ঋষি, ভারতের ব্রহ্মচারী, ভারতের গৃহী, ভারতের সন্ন্যাসী গেয়ে এসেছেন সেই একের মন্ত্র। গেয়েছেন তাঁরা সেই একের মন্ত্র বিচিত্র সুরে;—গেয়েছেন, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,"—গেয়েছেন, "বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি,"—গেয়েছেন, "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্," গেয়েছেন কত মুসলমান পবিত্র আজান-ধ্বনি। কত সভ্যতার ভাঙ্গা-গড়ার ইতিহাস। সেই বৈচিত্র্যের প্রবাহকে একের মধ্যে বহন করে নিয়ে চলেছেন প্রবাহিণী ভাগীরথী। আশ্রমের বটুদা'-ও আরম্ভ করলেন বেদ-গান—তেমনি ক'রে, যেমন ক'রে সুর ক'রে গেয়েছিলেন ঋষিরা—এই তটিনীর পুণ্যতটে। ভাগীরথী কি উৎকর্ণ হ'য়ে শুনে নিলেন সেই গান, সেই হারিয়ে-যাওয়া, ভুলে-যাওয়া ভারতের বেদ-গীতি? সেই পুরাতন অথচ চির-নূতন সুর আবার গীত হল নূতন করে:—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম,
শান্তং শিবমদ্বৈতং ব্রহ্ম,
একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম,
আনন্দরূপমমৃতং ব্রহ্ম।

অপূর্ব্ব সেই সুর। পবিত্র গঙ্গার তটে সহস্র সহস্র বৎসরের ভারতবর্ষ যেন স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়াল—সেই সুরের সম্মোহিনী বন্ধনে।

চন্দনে চর্চ্চিত হয়েছে শত শত ব্রতীর ললাট। সুগন্ধ ধূপের গন্ধে আমোদিত হয়েছে চতুর্দ্দিক। মা এসে বসেছেন মঞ্চে, নারী-কণ্ঠের উলুধ্বনির মধ্যে। উদাস তন্ময় দৃষ্টিতে মা রয়েছেন তাকিয়ে ঐ পুণ্য-সলিলা,—ঐ অনন্ত কালের ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম সাধনার জীবন-প্রবাহের প্রতীকটির দিকে;—ব্রহ্মচারীর উপবীতের মত তপস্বী ভারতের কণ্ঠাবলগ্ন ঐ কলুশনাশিনী সঞ্জীবনী সূত্রের দিকে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই শাশ্বত কালের পবিত্র ভারতবর্ষের দিকে। আর যিনি দেখছেন তাকিয়ে, তিনি? তাঁর কণ্ঠে গীত হয়েছে বৈদিক ভাষায় স্তবমালা,—গীত হয়েছে তন্ত্রের মন্ত্রাবলি,—গীত হয়েছে কোরাণের পুণ্য "সুরা,"—তাঁর মধ্যে দেখেছি দ্বৈতবাদীর নিঃশেষ সমর্পণ,—দেখেছি অদ্বৈতবাদীর ব্রহ্মনির্ব্বাণ। বৈচিত্র্যের প্রবাহকে বহন করে এনেছেন প্রবাহিণী গঙ্গার মতই। শাশ্বত ভারতবর্ষের যেন দুইটি রূপ পরস্পরের মুখোমুখী। শুনছেন পরস্পরের হৃদয়ের সুর,—শুনছেন সেই একের মন্ত্র। অপূর্ব্ব এই দৃশ্য!

মায়ের শ্রীমুখের দিব্য দীপ্তির দিকে তাকিয়ে রয়েছি নিষ্পলক দৃষ্টিতে—নিষ্কিঞ্চনের শূন্য আধার নিয়ে। আর ভাবছি যিনি পূর্ণ, যিনি অসীম তিনি ধরা দিয়েছেন আমাদের অপূর্ণতার সীমায়। তাঁকে আমরা আবৃত করেছি আমাদেরই খণ্ডতার মেঘের আবরণে—অভেদকে ঢেকেছি ভেদের প্রাচীরে। তা'ছাড়া বিশ্ব-হৃদয় তাঁর পূর্ণ প্রভায় আলোকিত হল কৈ? আমাদের অন্তর্লোকের "বাদল হট্‌ল" না তো আজও! ভাবলাম, ঐ কূল-প্লাবিনী গঙ্গার হৃদয়ে রয়েছে যে এক গভীর বেদনা,—সাগরের প্রতি তাঁর যে অপরিসীম আকর্ষণ,—অসীমে ছড়িয়ে পড়ার জন্য তাঁর যে বিপুল আকুতি,—তাঁর জলধারায় তটরেখাকে অতিক্রম করার যে ব্যাকুলতা,—তাঁর তরঙ্গ-বাহুর দ্বারা উদার অনন্ত আকাশকে যে ব্যাকুলভাবে পেতে চাওয়া,—তারই মত এক বেদনাময় আকুতি রয়েছে বিশ্ব-প্লাবিনী করুণা-প্রবাহে।

ক্ষণেকের মধ্যে মায়ের মুখমণ্ডলে যেন দেখলাম বেদনার করুণ আভাস। যিনি নির্ব্বিকার ব্রহ্মেই অবস্থান করেন সর্ব্বদা, জ্ঞান-সরস্বতীর সরসী-স্বরূপ যাঁর অন্তর্লোক, তাঁর মধ্যেও যেন দেখলাম কোন্ এক বাঁধ-ভাঙ্গার আকুল আবেদন।

মনে পড়ল পণ্ডিচেরীর "মাদার" মায়ের চতুর্দ্দিকে দেখেছিলেন জ্যোতিঃ,—তার পরেই দু-পাশে দেখেছিলেন মেঘ। অনন্ত আলো যদিও ছড়িয়ে রয়েছে বিশ্ব-আকাশে, আমাদের ক্ষুদ্র দেশের ক্ষুদ্র মেঘ, ক্ষুদ্র আকাশকে ক'রে রাখে বেদনা-মলিন, তেমনি আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের আকাশকেও মলিন করেছে অজ্ঞানের অন্ধতা, অহং-এর মেঘ। তারই আভাস কি ফুটে উঠেছে মায়ের মুখমণ্ডলে—তারই ইঙ্গিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি দেখেছিলেন "মাদার" ? মা যে বলেন—"তোমরা যেমন বাজাবে, তেমনি বাজবে।"

শঙ্খ-নিনাদের সঙ্গে সমস্ত প্যাণ্ডেলটি সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেল। মায়ের মুখে ফুটে উঠল হাসির আভাস; প্রত্যূষের উষালোকের মত তা' স্নিগ্ধ ও অতল। করুণা-ঘন স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে মা তাকালেন ভক্তদের মুখের দিকে, যেন ঢেলে দিলেন অনন্ত অন্তর-রূপ পূর্ণকুম্ভের উজাড় করা আশীষ-বারি! মায়ের সঙ্গে চোখ বুজলেন ভক্তরা সব। বহির্বিশ্বের থেকে ছড়ান সূতোকে গুটিয়ে এনে অন্তর্লোকের যোগসূত্র হ'ল যেন প্রতিষ্ঠিত, ভক্ত আর ভগবানের। ... কত সংগ্রাম আর সাধ্য-সাধনা হল হৃদয়ের মেঘকে অপসৃত করতে। কিন্তু মেঘ যে সরেও সরে না, পানা-পুকুরের পানার মত ফিরে ফিরে আসে, ঢেকে দিতে। তবু এই মেঘ আর রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা—এও মন্দ লাগেনি। আশার আনন্দে উচ্ছল হল হৃদয়।

এক ঘণ্টা অন্তে সুমিষ্ট ভাগবত সংগীতের সঙ্গে সমাপ্ত হল ধ্যান-জপ। চোখ খুলে দেখলাম—মা-ও ধীরে ধীরে উন্মীলিত করছেন তাঁর প্রশান্ত নয়ন-যুগল। যেন উদ্‌ঘাটিত হল অনন্তের দ্বার। যেন রোদন-ভরা মেঘলা দিনের এক-পসলা বর্ষণের পর সদ্য-স্নাতা প্রকৃতির কাছে খুলে গেছে আলোক-স্নাত অসীম গগন। আমাদের হৃদয়ের আশার আনন্দের মত মায়ের মুখমণ্ডলেও দেখলাম—আনন্দে উদ্ভাসিত পরিতৃপ্তির মাধুর্য। মায়ের কথাই স্মরণ হল, "যেমন বাজাও তেমনি বাজে।"

সমবেতকণ্ঠে সুর-সংযোগে গীতা-চণ্ডী-উপনিষদাদি পাঠের পর আরম্ভ হল অধ্যক্ষ গৌরী শাস্ত্রীর ভাগবত আলোচনা। ... অনেক কথার উপসংহারে বললেন তিনি, "আমার মধ্যে যা-কিছু ক্লিন্ন, যা-কিছু মলিন, যা-কিছু মিথ্যা, যা-কিছু ভ্রান্তি, তা' শুধু আমারই। আর যা পবিত্র, যা সত্য, যা সুন্দর তা' তোমারই দান, মা।" —এই "আমি"-রূপ মেঘের ঢাকাতেই তো অন্ধকার। —সেই মেঘের ওপারে যে আলো, তাকি শুধু মায়ের দানই,—তা' যে স্বয়ম্প্রকাশ মা-ই স্বয়ং।

বেলা দু'টার সময় আবার জড় হয়েছি সভা-প্রাঙ্গণে। কীর্ত্তনাদির পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার ধুপ-ধুনায় আমোদিত চতুর্দিক। আবার চন্দনে চর্চিত হল ললাট। আবার মায়ের আশীষকোমল দৃষ্টি। আবার নিমীলিত নেত্রে মায়ের সঙ্গে ধ্যান, ৩টা থেকে ৪টা। মাঝে একবার চোখ খুলে দেখলাম, মা-ও অর্ধ-উন্মীলিত নেত্রে তাকাচ্ছেন চতুর্দিকে;—ধীর প্রশান্ত করুণ কোমল সে-দৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দিল শ্রীবুদ্ধের অবলোকিতেশ্বর মূর্তি,—বিশ্বের ব্যথিত তাপিতের দিকে তাঁর যেন করুণা-মাখা অবলোকন। সে দৃষ্টি যেন সেই বোধিসত্ত্বের মতই বলছে,—

"আকাশস্য স্থিতির্যাবদ্ যাবচ্চ জগতঃ স্থিতিঃ।
তাবন্মম স্থিতির্ভূয়াৎ জগদ্দুঃখানি নিঘ্নতঃ॥"

কিন্তু এবার যেন অন্তরের প্রদীপ-শিখাটি স্থির হয়ে এসেছে অনেক; যেন আনন্দের প্লাবন ব'য়ে আসছে হৃদয়ে; অন্ধকার যেন হাল্‌কা হয়ে এসেছে,—ঘোষিত হচ্ছে আলোকের জয়-ধ্বনি। "জয় জয় মা"—রবের সংগীতে ধ্যান হল সমাপ্ত। ধ্যানান্তে দেখি মায়ের মুখে অপূর্ব্ব দীপ্তি; প্রসন্নতার ঔজ্জ্বল্য—যেমন বাজাই তেমনি বাজেন তিনি।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। অস্তগামী সূর্যের রক্তিম আভা ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের ললাটে আর গঙ্গার বক্ষে। বিশ্ব-প্রকৃতি নিয়েছে অপূর্ব শ্রীময়ী লক্ষ্মীর রূপ। ভাগীরথীর দুই কূলে মন্দিরে মন্দিরে বেজে উঠেছে কাসর ঘণ্টা। বিশ্বরূপা লক্ষ্মীর আহ্বানে গৃহে গৃহে ধ্বনিত হচ্ছে কত না শঙ্খ। মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি অকল্পিত এক পরিবর্ত্তন। অপূর্ব্ব-রূপে শ্রীমণ্ডিতা হয়েছেন মা। অপূর্ব্ব মায়ের আনন্দোচ্ছল দৃষ্টি। অপূর্ব্ব এক দিব্যোজ্জ্বল দীপ্তি। বিশ্ব-লক্ষ্মী মা-আমাদের যেন একটি সূক্ষ্ম সুরের তন্ত্রী; সুন্দরী প্রকৃতির কোমল কর-স্পর্শে বেজে উঠেছেন যেন এক বিশ্ব-বিমোহন সুরে। সেই একই কথা ভাবি, "যেমন বাজাবে, তেমনি বাজবে"।

ভাগবত-ব্যাখ্যাতা সন্ন্যাসী বিষ্ণু-আশ্রম ভাষণ দিচ্ছিলেন কিছুক্ষণ আগে। বলছিলেন, "অতি দুর্লভ, অতি মূল্যবান্ এই মানব দেহ। কিন্তু এই মানবজীবন থেকেই একটি সিঁড়ি গিয়েছে উর্দ্ধে দেবত্বের দিকে, যাঁরা সংযমী তাঁরা চলেন সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সিঁড়িতে। আর একটি সিঁড়ি নেমে গেছে নিম্নে পশুত্বের দিকে—দাসত্বের দিকে, যারা অসংযমী তারা নামে সেই পথে।" মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্র-শিষ্য, বাগ্মী সাধক যোগেশ ব্রহ্মচারী তাঁর দৃপ্ত ভাষার মাধ্যমে অঙ্কিত করলেন বৈদিক ভারতের এক সুন্দর ছবি। যজ্ঞকে সার্থক করার জন্য তাঁরাও নিতেন কঠোর সংযম-ব্রত। এমনি করে ধর্ম্মালোচনা হল অনেক। সবাই সংযমকে দিলেন অশেষ মূল্য। দার্শনিক ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্মও বললেন অনেক—সংযমের প্রয়োজন সম্বন্ধে। মা তাই শুনছেন আর উৎফুল্ল হচ্ছেন আনন্দে। কিন্তু নূতন কথা বললেন শ্রীযুক্ত অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন,—"সংযম আমি বুঝি না, বুঝি না আমি তপস্যা। আমি শুধু জানি, মা-মা ব'লে ডাকতে,—শুধু মা-মা ব'লে কাঁদতে; কাদা মাখি বা নোংরা হই, মায়ের কোলেই ঝাঁপিয়ে পড়ব; মা-ই আমায় ধোয়াবেন, মোছাবেন;—আমি শুধু জানি মায়ের অংক-শরণ;—আমি শুধু জানি সমর্পণ।" সে-কথা শুনেও উদ্ভাসিত হ'ল মায়ের শ্রীমুখ—এক ঝলক আনন্দের প্রস্রবণে। "যেমন বাজাবে তেমনি বাজবে।"

সস্নেহে মা আবদার করলেন অরুণবাবুর কাছে—বর্ণনা করতে তাঁর এক বিশেষ অভিজ্ঞতা। সঙ্কুচিত হ'লেও, মায়ের আদেশ বলে, বলে চললেন অরুণবাবু অলৌকিক এক কাহিনী; 'ঋষিকেশের সংযম-সপ্তাহে আমিও ছিলাম একজন ব্রতী। মা এসে বসেছেন সামনের মঞ্চে। মৌন আরম্ভ হবে আর একটু পরেই। শরীরের মধ্যে অসহ্য এক উষ্ণতা বোধ করে, আমি চললাম গঙ্গায় স্নান করতে। স্নানান্তে নিজের ঘরে যেতে গিয়ে মনে হ'ল কোথায় যেন হারিয়ে ফেলেছি চাবিটি। ফিরে এসে চাবি খুঁজলাম সারা পথ আর গঙ্গার তটভূমি ধ'রে। হতাশ মনে কাঁদতে বসলাম গঙ্গারই পুণ্যতটে;—কাঁদাই যে আমার স্বভাব। এমন সময় দেখি পাহাড়ীদের অভিজাত-বংশীয়া ছোট্ট এক সুন্দরী মেয়ে, সামনে এসে জিজ্ঞাসা করল,—"কাঁদছো কেন?" বললাম, "ঘরের চাবি হারিয়ে ফেলেছি, মা।" মেয়েটি বললে, "বোধ হয় রাস্তাতেই ফেলেছ।" "খুঁজেছি অনেক মা, কিন্তু পেলাম তো না।" "তবে জলেই ফেলেছ।" বলেই সে নাম্‌ল জলে। ঋষিকেশের খরস্রোতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঙ্গার তটে শেওলা ঢাকা পিচ্ছল সেই বিপজ্জনক পাথর-শ্রেণীর উপর দিয়ে সচ্ছন্দে হেঁটে যেতে দেখলাম সেই মেয়েটিকে হাল্কা পদক্ষেপে। বড় একটি পাথর তুলে বার করল আমারই সেই চাবিটি। আমি বললাম, "ধন্যবাদ।" মেয়েটি তাকালো ক্ষুব্ধ অভিমানে,—"মা-ও বলছ, আবার ধন্যবাদও দিচ্ছ।" অনুশোচনা জাগলো মনে। কিন্তু আমায় অন্যমনস্ক করল সে তক্ষনি—কাদামাখা চাবিটি ধুয়ে নিতে ব'লে। চাবিটি জলে ডুবিয়েই, দেখি মাথা তুলে—অন্তর্হিতা হয়েছে সেই ক্ষুব্ধা মা-টি। ব্যথিত মনে এসে মায়ের কাছে, বললাম খুলে সব কথা। মা বল্‌লেন, "গঙ্গা-মা-ই এসেছিলেন পাহাড়ী মেয়ের রূপে।" আমি বললাম, "তিনি আমার খেলা-ঘরের চাবি দিয়ে গেলেন, কিন্তু আসল ঘরের চাবিতো মিল্‌লো না, মা। আর তিনি যখন এলেনই, সন্তানকে নিলেন না কেন সংগে?" সান্ত্বনা দিয়ে বললেন মা, "মা তো ছেলেকে নিয়ে যান না,—রেখেই যান খেলা দিয়ে;—শুধু কাঁদলেই আসেন তিনি।".....আমরা জানি বিশ্ব-জুড়ে শুধু এক মা-ই আছেন, তিনিই গঙ্গাতটে গঙ্গা-মা, কৈলাসে ভবানী, বৈকুণ্ঠে মহালক্ষ্মী,—তাঁকে যেমন বাজাও তেমনি বাজেন।

.....মাইক্রোফোনটির কি গোলমাল হয়েছে;—কি-একটা কথা ঘোষণা করতে গিয়ে ভীষণ শক খেয়ে পড়ে গেলেন কান্তিভাই চিৎপাত হ'য়ে ভয়ার্ত্ত শব্দ ক'রে। চোখ-মুখ বুজে ক্ষণেকের জন্য বোধ হয় জ্ঞানই হারিয়ে ফেললেন তিনি। সমস্ত সভাপ্রাঙ্গণটিতে যেন ফুটে উঠল একটি ভীত আর্ত্তনাদ—হায় হায় কি হল! বহু লোক ছুটে গেল কান্তিভাই-এর কাছে। কিন্তু কি করতে হবে? সবাই হতবুদ্ধি, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়! দুর্ঘটনার কৃষ্ণ ছায়া ঢেকে ফেলেছে সকলের অন্তর। মঞ্চে ব'সেছিলেন মা,—হাঃ-হাঃ ক'রে হেসে উঠলেন উচ্চ স্বরে। বললেন—"কিছু হয় নি, কিছু হয় নি, উঠিয়ে বসিয়ে দাও ওকে।" কয়েক জনে ধ'রে বসিয়ে দিলেন কান্তিভাইকে;—কিন্তু বসতে কি পারেন তিনি? একটা বাঁশের খুঁটির সঙ্গে হেলিয়ে দেওয়া হল তাঁর দেহটাকে। তাঁর মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশ থেকে আরম্ভ করে দেহের সমস্ত দক্ষিণ অর্ধটি হয়ে গেছে অবশ, আর এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করছেন তিনি। কিন্তু মা হেসেই চলেছেন হাঃ-হাঃ ক'রে। তাঁর উচ্চ হাসির ছোঁয়াচ লাগল সকলের হৃদয়ে। যেন বিরাট একটি কাল মেঘকে উড়িয়ে দিল দমকা হাওয়া;—প্রকাশ পেল চাঁদের হাসি, আলোর ঝক্‌মকি। সেই হাসিতে যোগ দিয়েছেন কান্তিভাই-ও, যোগ দিয়েছেন সবাই। কিন্তু কান্তিভাই-এর হাসি যেন সংগ্রামে হেরে যাচ্ছে, তাঁর দুঃসহ বেদনার কাছে। মা বল্‌লেন, "কিচ্ছু হয় নি, অন্যমনস্ক হ'য়ে যাও।" বলেই বলছেন "একটি মজার কথা বলব? কি বাবা, বলব তো? একেবারেই বাজে কথা কিন্তু!" বলেই আবার হাসতে লাগলেন মা সবাইকে নিয়ে,—"কিন্তু কাকে বলব, তাকাচ্ছেই না আমার দিকে।" কান্তিভাই চোখ খুললেন; তাঁর চোখে চোখ রেখে বলতে লাগলেন মা। একটু বলছেন, আর তার দ্বিগুণ হাসছেন। বললেন—"এক বিয়ে-বাড়ীতে বাদ্যকররা বাজনা বাজাচ্ছে। বাজাতে বাজাতে একটি অনভিজ্ঞ বাদ্যকর ঢাক নিয়েই প'ড়ে গেল চিৎপাত হয়ে। সব বাদ্যকররাই তো অপ্রস্তুত। কিন্তু সেই লজ্জাকে ঢাকার জন্য প্রধান বাদ্যকরের মাথায় এল এক বুদ্ধি। সে বললে, "আরে, কি-ই না এই সামান্য টাকার বিয়ে, তাতেই তুই চিত্রাঙ্গ বাজনা বাজাতে গেলি!" যাদের বাড়ীতে বিয়ে হচ্ছিল, তাদের অবস্থা ছিল না তেমন সচ্ছল। তারা ভাবল, 'আহা, আমরা যদি আরও বেশী টাকা ব্যয় করতে পারতাম, তবে না-জানি কি-সুন্দরই হত এই চিত্রাঙ্গ বাজনা!'.....তা' বাবা, তুমিও তেমনি চিত্রাঙ্গ বাজনাই দেখালে বটে!" বলেই হেসে উঠলেন মা উচ্চ স্বরে। সেই ছোঁয়াচে হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত সভাপ্রাঙ্গণটিকে আন্দোলিত ক'রে। মায়ের এই "ইলেক্‌ট্রিক্‌" হাসিই বুঝি ইলেক্‌ট্রিক্‌-শকের পরম ঔষধ! কিন্তু কান্তিভাই যেন আহত হলেন অভিমানে। ছেলের এমন ব্যথাতে মায়ের মুখে হাসি! মা বললেন, "আরে ওটাই-তো চাই; মায়ের উপর একটু অভিমান হোক, একটু রাগ হোক, একটু ক্ষোভ হোক—সেটাই যে ওষুধের কাজ করবে এখন!" ধীরে ধীরে সুস্থ হতে লাগলেন কান্তিভাই—জয় হল হাসিরই। অধ্যাত্মের ভূমি থেকে এই অপূর্ব্ব হাসির চিকিৎসকের ভূমিকায় নেমে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসতে দেখলাম আনন্দময়ী মাকে। তাই শুধু মনে হ'ল—তাঁকে যেমন ক'রে বাজাবে তেমনিই বাজবেন।

রাত্রের মৌনের পর মাতৃ-সঙ্গের সময় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হ'ল মায়ের সঙ্গে। মা বললেন, "কিছুই-তো আসছে না, বাবা,—যে যেমন বাজিয়ে নিবে, তেমনি বাজবে।"·····যোগেশ ব্রহ্মচারী শাস্ত্রজ্ঞ বাগ্মী ও তার্কিক। তর্ক আরম্ভ করলেন মায়ের সঙ্গে, মা তাঁকে তাঁর কথা দিয়েই হারিয়ে দিচ্ছেন আর হাসছেন খুব। মা হেসে হেসে বলছেন, "এই একবার হারলে ;·····এই দু'বার হারলে ;·····এই তিনবার হারলে ; ইত্যাদি।" সর্ব্বশেষে যোগেশ ব্রহ্মচারী প্রশ্ন করলেন, "মা, কেন তুমি সংযমাদি কষ্ট করাচ্ছ ভক্তদের ? তুমি কৃপা করলেই তো সব হয়ে যায়। এই যে প্যাণ্ডেলে এতগুলি আলো জ্বলছে, একটি সুইচ্ টেপার সঙ্গেই তো সব জ্ব'লে উঠেছে। তেমনি সুইচ্ টিপে দিলেই তো হয় মা,—কেন কষ্ট দিচ্ছ ?" মা বললেন, "সুইচ্ টেপা হয়েছেই বলতে পার,—কারণ এত মানুষের মধ্যে এদেরই তো জেগেছে ব্যাকুল ইচ্ছা ;—আলো জ্বলাই বাকী ; আলো যখন জ্বলবে তখন তো তাঁকে পাওয়াই হয়ে যাবে ;—তার পূর্ব্বের অবস্থাই চলছে এখন।"····· প্রশ্ন হ'ল, "শুধু সংযম-তপস্যার দ্বারাই কি পাওয়া যায় তাঁকে—তাঁর কৃপা না হ'লে ?" মা বললেন, "আসল কথা হচ্ছে তিনি তো স্বয়ংপ্রকাশ আছেনই—তপস্যা হচ্ছে শুধু বাদল হটানো—মেঘ সরানো।" মা হচ্ছেন তার্কিকের কাছে তার্কিক,—ভাবুকের কাছে ভাবুক। যেমন বাজানো যায় তাঁকে তেমনি বাজেন তিনি।·····

এসেছে সংসার-দুঃখ-তাপিতের দল, মায়ের কাছে ব'সে বুক জুড়াতে—কেঁদে জানাতে বেদনার কথা। সকলের কথাই শোনেন মা—শোনেন তাঁদের অভাবের অভিযোগ—বিছিয়ে দেন শান্তির আস্তরণ সকলের অন্তরে। এসেছে দরিদ্র ধনের কামনায়—এসেছে রুগ্ন আরোগ্যের আশায় ;—এসেছে ধনী প্রতিষ্ঠার কামনায় ;—এসেছে অশান্ত শান্তির কামনায় ;—সবাইকেই গ্রহণ করছেন মা তাঁর করুণা-ভরা দৃষ্টির প্রসন্ন প্রশান্তির স্নিগ্ধ ছায়ায়। এসেছে সাধু—এসেছে তপস্বী,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছে হতাশে, "কতই তো করলাম জপ-তপ, কিছুই তো দিলে না মা!" হেসে বলছেন মা, "মায়ের কাজ মা-ই করবেন, তাঁর কাজ নিয়ে তোমার চিন্তা কেন? তোমার কাজ তুমি করো না।" বসন্তের দক্ষিণ মলয় স্পর্শে ফুল ফুটবেই সময়ে। তোমার কাজ জল ঢালা গোড়ায়, তা তুমি ঢেলেই যাও রোজ। ··· প্রশ্ন এল এক সন্দিগ্ধ সাধকের কাছ থেকে, "জপেই সিদ্ধি, না আরও কিছু আছে মা?" মা হাসছেন আর বলছেন,··· "প্রেমময়ের সঙ্গে কি ব্যবসায়ের সম্পর্ক? এই করলে এই তিনি দেবেন? তুমি তাঁকে শুধু ভালবাস, ভালবেসেই নাম কর। যাঁকে ভালবাস তাঁর নামে কত আনন্দ! পাওয়ার কথা না ভেবে শুধু প্রেম দাও আর নাম কর।"····· এসেছে সংস্কার-পন্থী যুবক দল, প্রশ্ন করছে, "বলির প্রথা কি খারাপ নয়? বলি কি উঠিয়ে দেওয়া উচিত নয়?" মা বললেন, "শাস্ত্র কি বলে, সে কথা এ শরীর বলে না, তবে আসল বলি হচ্ছে অন্তরের পশুত্বের বলি, বাইরের পশু-বলি শুধু তারই প্রতীক। ভিতরের পশুত্বের বলি দিতে পারলে বাইরের পশু বলির প্রয়োজন থাকে না। সেই বলি আর উঠিয়ে দিতে হবে না, উঠেই যাবে।" সব কিছুতেই যে দেখতে হবে একই প্রাণের সাড়া—এক প্রাণেরই উৎস থেকে উৎসারিত জীবন্ত জীবন;—কৃত্রিম সংস্কার সাধন শুধু অচল অহঙ্কারের বোঝা;—সহজ পরিণতিতেই হবে স্বচ্ছন্দ পরিবর্ত্তন।····· প্রশ্ন আসল এক গৃহী যোগীর কাছ থেকে, "ভগবৎ সাধনার জন্য কি সংসার ত্যাগ প্রয়োজন?" মা বললেন, "ত্যাগ 'করা' যায় না, ত্যাগ 'হ'য়ে' যায়। গাছের থেকে পুরাণো পাতাগুলো যেমন ঝ'রে পড়ে, তেমনি ঝরে পড়া চাই স্বচ্ছন্দে। ঝরার আগেই পাতাগুলি জোর ক'রে ছিঁড়ে নিলে ক্ষতিই হয় গাছের। ত্যাগ না হ'তে ত্যাগ করলে, জঙ্গলে গিয়েও সংসারই ভাববে। আর ত্যাগ হ'য়ে গেলে সংসার আর জঙ্গল তো একই হ'য়ে যায়।" কৈশোরের পরিণতিতে যেমন দেহের যৌবন, তেমনি অন্তর্লোকের যৌবন যখন আসে—প্রেমের প্রবল প্লাবনে তখন ভেঙ্গে যায় সব বাসনার বাঁধ।····· প্রশ্ন আসল দার্শনিকের কাছ থেকে, "শাস্ত্রে ভগবৎ কৃপার উপরও জোর দিয়েছে, আবার তপস্যার উপরও জোর দিয়েছে—কৃপা ও তপস্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সামঞ্জস্য কোথায় ? কর্ম্মফল সবাই মানে ;—তবে কি সাধকের কর্ম্মফল হিসাবেই মোক্ষ দেন ভগবান ?" মা-ও উত্তর দেন দার্শনিক বোধের ভিত্তি থেকে, "তাঁর তো কর্ম্মের বন্ধন নেই। আসল কথা হচ্ছে, তিনি তো স্বয়ংপ্রকাশ। মাঝে পরদা শুধু—যেন বাদল। বাদল আসছে আবার যাচ্ছে। তপস্যা হচ্ছে বাদল হটানরই অবস্থা। চেষ্টার দ্বারা যা অর্জ্জিত হয় তাতো অনিত্য বস্তু। নিত্য যা তা' স্বয়ংপ্রকাশ, চেষ্টার পূর্ব্বেও আছেন পরেও আছেন।" শুধু পরদা সরানো, শুধু বাদল হটানো, শুধু মালিন্যের অপসারণ—তারই নাম সাধনা।..... প্রশ্ন এল এক সংশয়ীর কাছ থেকে, "ভাল-ও জানি মন্দ-ও জানি, কিন্তু অনুসরণ করি মন্দটা, কেন মা ?" মা বললেন, "আদৎ বা সংস্কার ; ঐ যে বলা হয়েছে বহু জন্ম অতিক্রম ক'রে মনুষ্য জন্ম। তাদের তো স্বভাব-বশে চলা।..... কর্ম্মফল তো ভোগ করতেই হবে। তবে, তপস্যা—যাকে বলি তাপ সহা তার দ্বারা ধীরে ধীরে ভোগ ক্ষয়ে যায়।" সোনার মালিন্য কি ক'রে ঘুচবে, উত্তাপের বিশুদ্ধির স্পর্শ ছাড়া ? স্বভাবের সংস্কার কি ক'রে কাটবে, তপের তাপ দিয়ে না করলে নিখাদ ?... আবার কোন্ এক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর প্রশ্নের উত্তরে বলছেন মা, "সবই তুমি—তোমাতেই সব। এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি। বলা হয়, ভগবানের পাশ ফেরার জায়গা নেই !... তুমিই সব—নিত্য, অনিত্য,—গতি, স্থিতি,—সাকার, নিরাকার,—ব্রহ্ম বল, মন বল—সবই তুমি। গতিকে, জগৎকে মিথ্যা বলা হয় কেন ? কারণ তাতো অস্থায়ী, পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু তাও তো সেই একই, তুমিই। ফাঁক নেই কোথাও। তুমিই সব জেনো,—তোমাতেই সব। যা' তা'।"... এমনি করে, যার হৃদয়ের যে পিপাসা, তাকে সেই রসই দিচ্ছেন তিনি ;—তাঁকে যে যেমন বাজাচ্ছে, তেমনি বাজছেন তার কাছে।

এমনি করে একের-পর-এক সাতটি দিন-ই গেল কেটে—মায়ের সঙ্গে সাধনে ভজনে। উপবাসের কষ্ট, সংসারের প্রলোভন, স্বার্থের দ্বন্দ্ব—সমস্ত রইল স'রে—আনন্দ-পথ-যাত্রীদের যাত্রা-পথ থেকে। মনে হয়েছিল এক দিব্য-জগতের আনন্দ-লোকে আমাদের বাস ;—তার কেন্দ্রে রয়েছেন মা আনন্দময়ী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগড়পাড়ার আশ্রমটি আজ সর্ব্ব-ভারতীয় কেন্দ্র। দেখলাম, ভারতবর্ষের (এবং পাশ্চাত্যের-ও) কত যোগী, কত তপস্বী, কত জ্ঞানী আর কত গুণী সমবেত হয়েছেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন তাঁদের মত, বিভিন্ন তাঁদের পথ। যোগীদের মধ্যে অনেকেই এক-একটি বড় সম্প্রদায়ের নেতা—শত শত তাঁদের শিষ্য। সবাই এসে মিলেছেন মায়ের কাছটিতে। মনে হল ভারতবর্ষের বিচিত্র ধারার অধ্যাত্ম জাগরণের কেন্দ্রে রয়েছেন মা। অথবা সমুদ্রে যেমন মিলিত হয় বিচিত্র পথগামী তটিনীসমূহ, মায়ের মধ্যে এসে মিলেছে তেমনি অনন্ত আধ্যাত্মিক ধারা। সবাই পা'ন আপন-আপন ইষ্ট-পথের প্রেরণা। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" —যে যেমন বাজায় তেমনি বাজি আমি।

সবাই বসে দেখছেন মাকে—দেখছেন তাঁদের আপন মনের রঙ দিয়ে। কিন্তু কোন্ দেখা-টি সবার শ্রেষ্ঠ? ...কোন্ এক ভক্ত কি প্রশ্ন করেছিলেন দেবদর্শন সম্পর্কে। মা তার কি উত্তর দিতে গিয়ে নিজের শরীর দেখিয়ে বলেছিলেন কথাপ্রসঙ্গে, "যেমন তুমি দেখছ এই শরীরটিকে।" —বলেই বললেন আবার, "অবশ্য দেখছ না, দেখা যায় না সহজে।" প্রশ্ন হ'ল, "কি হ'লে দেখা যাবে, মা?" মা হাসলেন খিল-খিল ক'রে, যেমন ক'রে বাজিকর নিজেকে অদৃশ্য ক'রে হাসতে থাকে কালো পর্দ্দার আড়াল থেকে। বললেন, "আপনাকে আপনি দেখ, তবেই সব দেখতে পাবে।"

... যোগেশ ব্রহ্মচারী দেখেছেন মায়ের মধ্যে, তাঁর পরমগুরু বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মহাভাবসমূহ। তিনি বলেন, তাইতো তিনি ছুটে আসেন রোজ মায়ের কাছে।

... দার্শনিক ডাঃ রমা চৌধুরী মায়ের মধ্যে দেখছেন যেন শাশ্বত ভারতবর্ষের মূল ধারাটি—সেটি হচ্ছে সাম্য—বিচিত্রের মধ্যে একত্বের সুর—সেটি হচ্ছে ভূমার সুর,—সেটি হচ্ছে আনন্দের সুর—"আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।" "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংবিশন্তীতি।" তাঁরই স্বামী ডাঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী দেখছেন মহামায়ার মাতৃরূপা মহাশক্তিকে। অসুর-দলনী মহাদেবীরই স্তব করলেন তিনি। এই জ্ঞানী দম্পতিকে দেখলাম কত গান রচনা করে এনে অর্ঘ্য দিলেন মাকে। পুষ্পার্ঘ্যের সঙ্গে করলেন চরণ-বন্দনা। সাদরে গ্রহণ করলেন তা মা।

আর এক ভক্ত এসেছেন। দার্শনিক ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম। ভারতের দুঃখিত-তাপিতের হয়ে জানাচ্ছেন ক্রন্দিত হৃদয়ের আবেদন—"আজ জগদ্ধাত্রীপূজার অষ্টমী তিথিতে, পূতসলিলা ভাগীরথীর তটে—তোমার প্রিয় এই সোম-বারটিতে আমাদের এক বিশেষ মিনতি মা। কৃপা ক'রে এসেছ যখন মা, অসুর-দলনের ব্রত নিয়ে—কৃপা কর মা। ভারত আজ ভীষণ অকল্যাণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে; ক্রমশঃই ঘনঘোর অন্ধকার ঘনতর হ'য়ে আসছে; দলন কর মা আমাদের অন্তরের অসুরকে।" ...তাঁর এই ব্যাকুল কান্নার সঙ্গে সভাস্থ প্রায় সবাই কেঁদে ফেলেছিলেন সেদিন। যেন সকলের হৃদয়ের রুদ্ধ আবেগই সেদিন উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রকাশ পেল ডাঃ ব্রহ্মের মুখ দিয়ে। মায়ের মুখে ফুটে উঠল করুণা-ভরা বেদনার ছাপ। যেমন বাজাবে তেমনি বাজেন তিনি।

এসেছেন মহাভারত ব্যাখ্যাতা অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্ত্তী। মা তাঁর নাম দিয়েছেন "চলন্ত মহাভারত"। ব্যাকুলভাবে তিনি প্রার্থনা জানাচ্ছেন মায়ের কাছে, —মা, আমি ধন চাই না, ঐশ্বর্য্য চাই না, বাড়ি-গাড়িতে আমার কামনা নেই; আমার শুধু কামনা মা—এই কথা-বলার অধিকারটুকু—আমি শুধু দেশে দেশে শোনাতে চাই মহাভারতের কাহিনী—মহৎ আদর্শের কথা। এই মহৎ অধিকারটুকুই আমার প্রার্থনা মা—তোমার চরণে। এমন প্রার্থনা ক'জন করে; এমন পরোপকারের ব্রত চেয়ে নেয় কে? মায়ের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল উৎফুল্লতা, এগিয়ে বসলেন মা সস্নেহে। যেমন বাজাবে তেমনি বাজেন তিনি।

আবার দেখলাম অনেক ভক্তকে হৈ হুল্লোরের মধ্য দিয়ে, বাক্‌চাতুর্য্যের সাহায্যে নিজেকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে চাইছেন মায়ের চোখে। যদি মা ডেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নেন একবার, যদি কখনো শোনা যায় তাঁর শ্রীমুখের একটু মধুর সম্ভাষণ। ...আবার আর এক ভক্ত দেখলাম মায়ের; তিনি মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ—ভারতের এক শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তাঁর মুখে নেই শব্দ, তাঁর দৃষ্টি নেই বহির্জগতে। তাঁর মধ্যে যেন ফুটে উঠেছে রবীন্দ্রনাথের একটি গান—

"এবার নীরব ক'রে দাও হে তোমার
মুখর কবিরে।
তার হৃদয় বাঁশি আপনি কেড়ে
বাজাও গভীরে।

বিচিত্র ধরণের ভক্ত এসেছেন মায়ের। মায়ের স্নেহ-ভাণ্ডটি সবার জন্যই খোলা। তাঁকে যে যেমন বাজান তেমনি বাজেন তাঁর কাছে।

এবার বলি, বৃদ্ধ শিশু-অধ্যাপক অরুণ-প্রকাশের কথা। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় শিষ্য তিনি। তাঁর প্রতিটি কথাই যেন কাব্য। তাঁর নেই কোন পাণ্ডিত্যের বড়াই—নেই কোন প্রকাশের প্রচেষ্টা। মায়ের অনন্ত-বিস্তৃত অঙ্কে শিশুর মত সমর্পণ ক'রে দিয়েছেন তিনি নিজেকে। অতি সুন্দর ক'রে বলেন তিনি, "আমার নেই জ্ঞান, জ্ঞানই তো বেদ;—আমি জানি না কোনও বেদ, আমার আছে শুধু বেদনা।" আবার বলেন, "মা, আমার চাবি-কাঠি তো তোমার কাছেই রয়েছে; তুমি খুললেই খুলবে মা, তুমি বন্ধ করলেই বন্ধ হবে। তোমার কাছেই সমর্পণ করেছি, আমার সকল ভার।" মায়ের কোলের কাছে ঘেঁসে শিশুর মত বলছেন তিনি, "সত্যি বলছি মা, আমার নিজের বলতে কিছুই রাখি নি।" মায়ের কোলে এসে যখন শুয়ে পড়ে দুরন্ত ছেলে, মায়ের মুখে তখন যেমন ফুটে ওঠে এক নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ততা তেমনি ভাবই দেখলাম মায়ের। সস্নেহে সংক্ষেপে উত্তর দিলেন মা, "আচ্ছা"। যেমন সুরে বাজান যে-ছেলে, তেমন সুরেই বাজেন তাঁর কাছে।

মাকে দেখতে এসেছেন বৃন্দাবনের অন্ধ সন্ন্যাসী শরণানন্দজী। উলঙ্গ-প্রায় "কৌপীনবন্ত" তিনি। কিন্তু আশ্চর্য্য লাগে, যিনি অন্ধ, জগৎ যাঁর কাছে অন্ধকার মহানিশা, তিনি আবার দেখবেন কি ক'রে মাকে? কিম্বা তাঁর দেখাই কি সকলের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেয়ে সত্য দেখা? তিনিই কি দেখেছেন "আপনাকে।" শিশুর মত সরল তিনিও। দরিদ্রদের বস্ত্র আর সাধুদের কম্বল বিতরণ করলেন মা। মায়ের দেওয়া কম্বল মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন এ সাধু। কি উচ্ছ্বসিত আনন্দ তাঁর, মায়ের স্নেহের স্পর্শ পেয়ে। চর্ম্মচোখের দৃষ্টি তাঁর না থাকলেও মর্ম্মলোকের দৃষ্টিদ্বার উন্মুক্ত যে তাঁর। মা-ও দেখলাম, "পিতাজি, পিতাজি" ক'রে আসন ছেড়ে উঠে আসেন অন্ধ সাধুর কাছে। তাঁর দুইটি হাত ধ'রে সস্নেহে সোহাগে যেন উৎসারিত হয়ে পড়েন মা। যে যেমন বাজান তেমনি বাজেন তিনি।

সংযম-সপ্তাহের সাতটি দিন কেটে গেল—এল অষ্টম দিন। বাংলাদেশের অগণিত ভাবুক সন্তান সব ছুটে এসেছে আজ মাকে দেখতে দলে দলে—সহস্রে সহস্রে। মা-ও আজ নিজেকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েছেন পরম করুণায়। আজই যে শেষ দিন। কালই চ'লে যাবেন মা বাংলাদেশ ছেড়ে। কেউ মালা পরাচ্ছেন, কেউ চন্দনের টিপ দিচ্ছেন, কেউ সিঁন্দুর পরাচ্ছেন—কেউ মুকুট পরাচ্ছেন, কেউ ফুল দিচ্ছেন পায়,—সকলের সকল অত্যাচারই আজ সইছেন মা হাসিমুখে। উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম জনতা ছুটে চলেছে মায়ের কাছে—একটু প্রণাম করার জন্য। সেই জনতার স্রোতের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেল মাত্র কয়েক শত সংযমী ব্রতী। সেই উন্মাদ জনতার দিকে তাকিয়ে আমার শুধু মনে হয়েছিল,—বাঙালী-জাতির ভাব আছে, আবেগ আছে—নেই শুধু সংযম।

সংযম-সপ্তাহে যোগ দেওয়ার পূর্ব্বে একটু সংশয় ছিল মনে,—কেন এই নিয়মের শুষ্ক নিগড়, কেন এই অনাহারের কৃচ্ছ্রতা—সহজ জীবনের মধ্যেই কি পাওয়া যায় না সহজ সুন্দরকে—স্বভাবের আনন্দকে—স্বয়ম্প্রভ সত্যকে? কিন্তু সেই সংশয় আজ আমার কেটে গেছে। উপবাসের মধ্যেই আনন্দ-লোকের আলোকময় হাতছানি ধরা পড়েছে যেমন স্পষ্টরূপে, তেমন তো হয়নি আর কোন দিন। ডঃ ব্রহ্ম বলেছিলেন, উপবাস-কালে প্রাণবায়ু সুষুম্নায় প্রবাহিত হয়, সে কথার সত্যতায় বিশ্বাস হল মনে। আর মনে হল আবেগকে না করলে সংযত ও সংহত, অধ্যাত্ম জাগরণও হয় না যথার্থ পথে। তটিনীর তটরেখার বন্ধনকে না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানলে, জল-প্রবাহের প্রবাহিণী রূপই থাকতো না। সে হ'ত প্লাবন —জনপদ আর শস্যক্ষেত্রের ধ্বংসের কারণ। তটভূমির বন্ধনকে মেনে, সংযমকে মেনে, "শান্তম্"কে মেনে, তবেই না প্রবাহিণী পেয়েছে তার কল্যাণময় রূপ, পেয়েছে "শিবম্"-কে। সাগরকে পাওয়ার পূর্ব্বে, "অদ্বৈতম্"-কে পাওয়ার পূর্ব্বে, এইতো দুইটি স্তর— "শান্তম্" আর "শিবম্"—সংযম আর কল্যাণ, সত্য আর সুন্দর। মা-ও তাই সংযমের মূল্য দেন বেশী। উন্মাদ উচ্ছ্বাসের মধ্যে নেই সত্য। মায়ের পা-ছুঁয়ে প্রণাম করা যে বারণ, তারও মধ্যে পেলাম যেন সংযমেরই সঙ্কেত। আবেগের বাহ্য প্রকাশকে সংহত ক'রে প্রবাহিত করতে হবে অন্তর্লোকে। আমরা যদি পেতে চাই আমাদের "অদ্বৈত"-মাকে, "আনন্দ"-মাকে, আমাদের অন্তর্লোকে সর্ব্বপ্রথম পেতে হবে "শান্তম্"-রূপিণী মাকে ;—মানতে হবে সংযমকে, নিয়মের কঠিন নিগড়কে। পাত্রের কঠিন আবরণটুকু না-থাকলে, সে ধারণ করবে কি ক'রে রসের ধারাকে ? আনন্দের প্রস্রবণকে ?

"বাহিরে আদর না দেখাইয়াও যে মা, সেই খাঁটি মা আছে এবং থাকিবেও। তাহাকে সরাইয়া দিতে চাহিলেও সে যায় না।"

"মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের স্বরূপ ও কৃত্য (দ্বৈতশৈবমত)

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ, এম-এ, ডি-লিট্

দার্শনিকদিগের মধ্যে ভগবৎ-স্বরূপ সম্বন্ধে এবং তাঁহার কৃত্য সম্বন্ধে সকল দেশেই নানা প্রকার আলোচনা হইয়া থাকে। আমাদের দেশেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত রহিয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা দ্বৈতবাদী সিদ্ধান্ত শৈবাগম অনুসারে এই সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। বলা বাহুল্য শৈবগণ ভগবৎ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া উহার পরিবর্ত্তে শিব শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। আমরাও সেই রীতি অনুসারে এই প্রসঙ্গে শিব শব্দেরই প্রয়োগ করিব।

ইঁহারা বলেন, মূলে তিনটি তত্ত্ব বিদ্যমান রহিয়াছে। এই তিনটি তত্ত্বই পরমতত্ত্ব। ইহাদিগকে তাঁহারা রত্ন বলিয়াও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ইহাদের নাম :— শিব, শক্তি ও বিন্দু অথবা মহামায়া। বৌদ্ধগণ যেমন ধর্ম্ম বুদ্ধ ও সংঘকে রত্নত্রয় বলে তদ্রূপ এই সম্প্রদায়ের শৈবগণও উক্ত তিনটি পরমতত্ত্বকে রত্নত্রয় বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থায় শিব, শক্তি ও বিন্দুর পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। শিব চিৎস্বরূপ, শক্তিও চিদ্রূপা, কিন্তু বিন্দু অচিদ্রূপ। শক্তি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী এবং শিব স্বরূপে নিত্যসংবেত। কিন্তু ইহা কখনও সক্রিয় কখনও নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করে। শক্তি ক্রিয়াশীল হইলে উহার প্রভাবে অচিদ্রূপ বিন্দু ক্ষুব্ধ হয়। কিন্তু শক্তি যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন বিন্দুও তখন ক্ষোভহীন শান্ত থাকে। শক্তি নিষ্ক্রিয় থাকিলে শিব কেবল স্বপ্রকাশ-স্বরূপেই স্থিত থাকেন। তাঁহার আর কোন পরিচয় পাইবার উপায় থাকে না। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। শিবের স্বাতন্ত্র্যবশতঃই শক্তিতে ক্রিয়ার উন্মেষ হয়; এবং ক্রিয়ার উন্মেষ হইলেই বিন্দুতে চঞ্চলতা আসে এবং পরিণাম সংঘটিত হয়। বিন্দুর নামান্তর মহামায়া। চিদাকাশ এবং কুণ্ডলিনী শব্দ দ্বারা এই বিন্দুকেই লক্ষ্য করা হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া শুদ্ধ ও অশুদ্ধ জগতের সৃষ্টির সূচনা করে। ইহা কি জন্য হয় তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সূর্য্য হইতে যেমন রশ্মি অথবা কিরণ নির্গত হয় তদ্রূপ ক্ষুব্ধ বিন্দু হইতে কিরণমালা নির্গত হইয়া থাকে। এই মূল কিরণকে অথবা শক্তির ধারাকে কলারূপে আগমশাস্ত্রে বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রদীপের আলো চারিদিকে বিসর্পিত হইলেও যে আলো প্রদীপের অধিকতর নিকটবর্ত্তী তাহা তত উজ্জ্বল এবং যাহা প্রদীপের অপেক্ষাকৃত ব্যবধানে স্থিত তাহার উজ্জ্বলতা তত কম। প্রদীপের বিকিরণ শক্তি আপাততঃ সীমাবদ্ধ ধরিয়া নিলে প্রদীপের বিকিরণের একটা অন্তিম সীমা স্বীকার করিয়া নিতে হয়, যাহার ফলে প্রদীপের আলো ক্রিয়াশীল থাকে না। ঠিক সেই প্রকার বিন্দুকে প্রদীপ স্থানীয় ধরিয়া লইয়া কলাবর্গের বেষ্টনী চারিদিকে কল্পিত হইয়া থাকে। বিন্দু হইতে গণনানুসারে যেটি পঞ্চম কলা সেইটি অন্তিম কলা। এইটির নাম নিবৃত্তি, কারণ ইহার পর কলার বহিঃপ্রসরণ নিবৃত্ত হইয়া যায়। নিবৃত্তি কলা হইতে অধিকতর বিন্দু-সন্নিহিত কলার নাম প্রতিষ্ঠা কলা। প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা নিকটতর কলার নাম বিদ্যাকলা। বিদ্যার অন্তরঙ্গ কলা শান্তিকলা নামে প্রসিদ্ধ। সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী কলা, যাহা বিন্দুর সহিত অভিন্ন ভাবে বর্ত্তমান তাহার নাম শান্তাতীত কলা। এই পাঁচটি কলার সমষ্টি বিন্দু। বিন্দু ক্ষুব্ধ হইয়া জ্যোতি ও শব্দরূপে আত্মপ্রকাশ করে, কিন্তু এই জ্যোতি ও শব্দ ক্রমশঃ বহির্ম্মুখ হইতে হইতে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। প্রদীপের আলোর বহির্ভাগে যেমন ছায়া পরিদৃষ্ট হয় তেমনই অভিব্যক্ত বিন্দুর বহির্ভাগে ছায়ারূপা মায়া পরিদৃষ্ট হয়। বিন্দু যখন অব্যক্ত থাকে তখন এই আলো ও ছায়া উভয়ই অব্যক্ত থাকে। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা। কিন্তু সৃষ্টিকালে আলোর রাজ্য ও মায়ার রাজ্য পৃথক্ পৃথক্ ভাবে প্রতিভাসমান হইয়া থাকে। অবশ্য ইহাদের মধ্যে অবান্তর বিভাগও যে না আছে তাহা নহে। এখানে তাহা আলোচনা করিব না। আলোর রাজ্যটি মহামায়ার রাজ্য ; ছায়ার রাজ্যটি মায়ার রাজ্য। কিন্তু ছায়া ছায়া হইলেও তাহাতে আলোর আভাস আছে। তদ্রূপ মায়ারাজ্যেরও অন্তঃস্থলে মহামায়ার অংশ বিদ্যমান থাকে জানিতে হইবে। পূর্ব্বে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা হইয়াছে—মহামায়া বিক্ষুব্ধ হইয়া যে কলা-পঞ্চকে পরিণতি লাভ করে তন্মধ্যে তিনটি কলা অর্থাৎ নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা ও বিদ্যাকলা মায়ারাজ্যের অন্তর্গত এবং অপর দুইটি কলা যথা শান্তা ও শান্তাতীতা মহামায়া রাজ্যের অন্তর্গত। মহামায়া রাজ্য প্রথমে সৃষ্ট হয়; তাহার পর মায়ারাজ্যের সৃষ্টি হয়। মায়ারাজ্যের প্রশাসন করিবার জন্য মহামায়া রাজ্যের গঠন পূর্ব্বেই আবশ্যক হয়।

শ্রীভগবান্ আগম শাস্ত্রানুসারে সর্ব্বদা পঞ্চকৃত্যনিরত। তদনুসারে সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিগ্রহ বা তিরোধান ও অনুগ্রহ সর্ব্বদাই তিনি করিতেছেন। ইহা তাঁহার নিত্যকৃত্য অথচ তাঁহার স্বরূপের এমন একটা দিক আছে সেখানে তিনি কিছুই করিতেছেন এইরূপ বলা চলে না। দ্বৈত মতে জীব বা পশু অনাদি কাল হইতে মলের দ্বারা আচ্ছন্ন। যদিও জীব স্বরূপতঃ শিবত্বসম্পন্ন তথাপি এই মলের আবরণ বশতঃ সে নিজের শিবত্ব বিস্মৃত হইয়া জীব সাজিয়া এবং কর্ত্তৃত্ব ভাব গ্রহণ করিয়া শুভাশুভ কর্ম্ম করার ফলে ভোগের জন্য মায়িক জগতে বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন দেহে সংসারী সাজিয়া নিরন্তর সঞ্চরণ করিতেছে। এই ব্যাপারের মূলে তাহার আত্মবিস্মৃতিই কারণ; বস্তুতঃ এই বিস্মৃতির মূলে মলের আবরণ বা রোধশক্তি। ইহা পরমেশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ ঘটিয়া থাকে এবং তাঁহার ইচ্ছাবশতঃ অর্থাৎ অনুগ্রহের ফলে এই আবরণ যখন কাটিয়া যায় তখন জীব শিবত্ব লাভ করে। ইহাই তাহার পরামুক্তি। যতদিন ইহা না ঘটে ততদিন সে যে কোন অবস্থাতেই থাকুক তাহা চরম নহে। এই নিগ্রহ ও অনুগ্রহের মূলে শ্রীভগবান্ স্বয়ং এবং উভয়ের মধ্যে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের আবর্ত্তন চলিতেছে। মায়িক উপাদানে দেহ গ্রহণ করা—ইহাই সৃষ্টি, ঐ দেহের সংরক্ষণ—ইহাই স্থিতি, এবং মৃত্যুতে বা প্রলয়ে উহার নিবৃত্তি-ইহাই সংহার। দেহবীজ নষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত দেহ গ্রহণ বন্ধ হইতে পারে না। তাই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের আবর্ত্ত নিরন্তর ঘুরিতেছে। দেহবীজ নষ্ট হইলে অর্থাৎ অবিবেক ও অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে মায়িক দেহ গ্রহণের আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু জীবের পরম স্বরূপ যে শিবভাব তাহা তখনও উপলব্ধ হয় না, তাহার জন্য শ্রীভগবানের অনুগ্রহ শক্তির ক্রিয়া আবশ্যক হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানের স্বরূপ অর্থাৎ শিবস্বরূপ, বুঝিবার সুবিধার জন্য, তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে—(১) নিষ্কল, (২) সকল-নিষ্কল, (৩) ও সকল। শ্রীভগবান বা শিব নিরন্তরই এই ত্রিবিধভাবে অখণ্ডস্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। বিভাগ কল্পনা জীবের বুঝিবার সুবিধার জন্য। এই ত্রিবিধ বিভাগের সহিত চিৎশক্তির তিনটি অবস্থার এবং সঙ্গে সঙ্গে বিন্দুরও তিনটি অবস্থার কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। ভগবানের যেটি নিষ্কল স্বরূপ তাহা পরম অব্যক্ত। সেখানে শক্তি নিষ্ক্রিয় বলিয়া তাহার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না। বলা বাহুল্য, তখন বিন্দুও ক্ষোভহীন বলিয়া শান্ত। ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থাকালীন ভগবৎস্বরূপ। এতদ্ভিন্ন যেটি দ্বিতীয়াবস্থা—তাহা চিৎশক্তির উন্মেষ দশা—তখন শক্তি পূর্ব্বাবস্থার ন্যায় একেবারে মুকুলিত নহে এবং পরাবস্থার ন্যায় পূর্ণ বিকশিতও নহে। ইহারই নাম শক্তির উন্মেষ। তদ্রূপ বিন্দুও তখন অক্ষুব্ধ নহে এবং পূর্ণভাবে ক্ষুব্ধও নহে। এইটি বিন্দুর ক্ষোভোন্মুখ অবস্থা। এইটি পরম আনন্দের অবস্থা, যাহাকে ব্রহ্মানন্দ বলে তাহা এই অবস্থাতেই পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এখনও সৃষ্টি হয় নাই ; মাতার গর্ভে সন্তানের অবস্থানের ন্যায় এই অবস্থায় বিশ্বমাতার গর্ভে সমগ্র বিশ্ব অবস্থিত থাকে। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থাই প্রসবদশা। চিৎশক্তি তখন প্রবৃত্তি সম্পন্ন এবং পূর্ণবেগে ক্রিয়াশীল। বিন্দুও তখন ক্ষুব্ধ হইয়া সৃষ্টির উপাদানরূপে পরিণত হয়। এইটি পরমেশ্বরের বা শ্রীভগবানের সকলাবস্থা। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী ভোগাবস্থাটি ছিল সকল-নিষ্কল, আর পূর্ব্বাবস্থা যেটি সেটি নিষ্কল। অখণ্ড ভগবৎস্বরূপে এই তিনটি দশাই রহিয়াছে। একটি লয়ের অবস্থা—ইহা সৃষ্টির প্রাগবস্থা। একটি ভোগাবস্থা—ইহা সৃষ্টির গর্ভাবস্থা—ইহাকে পালনাবস্থাও বলে। একটি সৃষ্টির বিকাসাবস্থা—ইহাকে অধিকারাবস্থাও বলে। ভগবান স্বরূপতঃ ইহার প্রত্যেকটি। তাঁহাতে কোন বিরোধ নাই। জীবের বুদ্ধি ক্রম ধরিয়া এগুলি বুঝিতে চেষ্টা করে।

জীব তাহার সংসারাবস্থা কাটিয়া যাইবার পর দুইটি পৃথক্ পৃথক্ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইয়া থাকে। যে সকল জীব চিদাত্মক নিজ স্বরূপের জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতি ও মায়া হইতে পৃথগ্‌ভাবে কৈবল্যদশাতে অবস্থান করে তাহারা জন্ম-মৃত্যুর চক্র হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হয় বটে কিন্তু নিজের অন্তর্নিহিত শিবত্বের অনুভব প্রাপ্ত হয় না, কারণ এ সকল জীবে আণবমল কাটে না। যতদিন মলের পরিপাক না হয় ততদিন উহার কাটিবার সম্ভাবনা থাকে না। কিন্তু যে সকল জীব পক্কমলাবস্থা প্রাপ্ত হয় অথচ বিবেকজ্ঞানবশতঃ মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয় তাহারা অভিনব সৃষ্টির প্রারম্ভে শ্রীভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে। এই বিশেষ অনুগ্রহ প্রভাবে তাহাদের আণবমল ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা অব্যবহিত উত্তরক্ষণে শিবসাম্য লাভ করিতে পারে না তাহারা তাহাদের শুদ্ধ বাসনানিবন্ধন দুইটি অবস্থার মধ্যে যে কোন একটি লাভ করিয়া থাকে। কেহ কেহ ঐশ্বর্য্যের বাসনাবিশিষ্ট বলিয়া ঈশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত হয়—ইহারা পরমেশ্বরের স্থানাপন্ন পঞ্চকৃত্যকারী মহাপুরুষ। ইহারা পূর্ণশিবত্ব লাভ না করিলেও অধিকারী শিবরূপে গণ্য হইয়া থাকে। মায়িক জগতের সৃষ্টি প্রভৃতি ব্যাপার ইহাদেরই হস্তে ন্যস্ত থাকে। ইহাদের মধ্যে কেহ অধিকারী বা কর্ত্তা সাজিয়া গুরু ও ঈশ্বরের কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আবার অন্য কেহ গুরু ও ঈশ্বরের নির্দ্দেশবর্ত্তী থাকিয়া জীবের অনুগ্রহ ব্যাপারে করণস্থান প্রাপ্ত হয়। মন্ত্রেশ্বর ও মন্ত্র নামে তান্ত্রিকশাস্ত্রে ইহাদের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বুঝিতে পারা যায় যে মন্ত্রাত্মক দেবতা ও মন্ত্রপ্রযোক্তা গুরুরূপী ঈশ্বর, ইহারাও এক প্রকার জীবই, যদিও ইহারা পরমেশ্বর দ্বারা অধিষ্ঠিত হইয়া নিজ নিজ কৃত্যে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়। এই অধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরকেই আমরা সকল শিব বলিয়া পূর্ব্বে বর্ণনা করিয়াছি। এই সকল ঈশ্বরকল্প জীবের সংখ্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক।

কিন্তু যে সকল জীব অধিকার-বাসনা-সমাচ্ছন্ন নহে তাহারা বলপূর্ব্বক শ্রীভগবান কর্ত্তৃক জগৎ ব্যাপারে প্রেরিত হয় না। তাহারা শুদ্ধ পরমানন্দের ভোগবাসনা বিশিষ্ট বলিয়া শ্রীভগবান তাহাদিগের সেইরূপ আনন্দ ভোগের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ইহারা মায়িক জগতের দিকে বিমুখ হইয়া আত্মবিশ্রান্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ পূর্ব্বক অখণ্ড পরমানন্দ আস্বাদন করিয়া থাকে। এই আনন্দরস অনন্ত, অপার এবং অসংখ্য প্রকার বিশিষ্ট। যাহার বাসনা যে প্রকার সে স্বভাবতঃ সেই প্রকার আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই আস্বাদনও এক হিসাবে ক্ষোভমূলক, কারণ চিৎশক্তির ক্রিয়োন্মেষ অবস্থাতে অক্ষুব্ধ বিন্দু যখন ক্ষোভের দিকে উন্মুখ হয় তখনই এই প্রকার আস্বাদন সম্ভবপর হয়। ইহাও একজাতীয় ভোগবাসনা, ইহা মায়ার অতীত এমন কি অধিকার ভূমিরও অতীত, তথাপি ইহা বাসনা। এই বাসনা থাকে বলিয়াই আনন্দের, এমন কি স্বরূপানন্দেরও আস্বাদন ঘটে। ইহাই আত্মারামাবস্থা। উপনিষদে যে আত্মমিথুন অবস্থার কথা বলা হইয়াছে ইহা তাহাই। কিন্তু যখন এই ভোগবাসনা চরিতার্থ হইয়া যায় তখন আর এই স্বরূপানন্দও ভাল লাগে না। আনন্দ তখনও থাকে বটে, কিন্তু বাসনা থাকে না বলিয়া তাহার আস্বাদন হয় না। এই আনন্দের অবস্থায় এই সকল মুক্ত শিব-কল্প জীব শ্রীভগবানের সকল-নিষ্কল স্বরূপের দ্বারা অধিষ্ঠিত থাকে। কিন্তু বাসনা যখন পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন চিৎশক্তিও নিষ্ক্রিয় হয় এবং মহামায়া বা বিন্দুতেও ক্ষোভ উঠে না। ইহাই আনন্দাতীত শান্তির অবস্থা—ইহা লয়াবস্থা, পরশিবের স্থিতির অবস্থা, যাহার নামান্তর নিষ্কল দশা। সে জীব তখন প্রকৃতই শিব—কর্ত্তারূপে অধিকারী শিব নহে অর্থাৎ ঈশ্বর নহে এবং ভোক্তারূপে সদাশিব নহে, কিন্তু পূর্ণশান্ত ও স্বরূপস্থিত। বিন্দু নিত্য বলিয়া বিন্দুর অতীত অর্থাৎ লয়াবস্থার অতীত কোন অবস্থা আত্মারূপী শিবের প্রাপ্য নহে।

কিন্তু অদ্বৈত দৃষ্টিতে আত্মা এই অবস্থাত্রয়ের ঊর্দ্ধে সাক্ষাৎ পরমশিব দশা প্রাপ্ত হইতে পারে। এই ভাবে দেখা যাইতেছে, পরমেশ্বরের স্বরূপ সচ্চিদানন্দ—তাঁহার শক্তি সচ্চিদানন্দরূপা এবং তিনি নিত্য নিষ্ক্রিয় থাকিয়াও সর্ব্বদা পঞ্চকৃত্যকারী এবং পঞ্চকৃত্য করা সত্ত্বেও তিনি নিত্য নিঃস্পন্দ স্বরূপস্থিত। জীব যখন নিজের শিবরূপ প্রাপ্ত হয় তখন সেও তাহাই। জীবকে জীবরূপে নিজ হইতে বাহির করা—ইহা যেমন তাঁহার স্বভাব, তেমনি জীবকে নিজস্বরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিলাইয়া লওয়া—ইহাও তাঁহারই স্বভাব। এই স্বভাবকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিত্যলীলা নিরন্তর কালের বাহিরে প্রবর্ত্তিত হইতেছে। আবার কালের ভিতরেও কর্ম্মসূত্রের মধ্য দিয়া ইহারই ছায়াভিনয় চলিতেছে। বলা বাহুল্য, এই সকল লীলাভিনয় সত্ত্বেও তিনি যেমন লীলাতীত তেমনি লীলাতীত।

"কে জানে তিনি কি বিপদ দিয়া কি বিপদ কাটাইয়া দেন। কোন কোন সময় তিনি বিপদ দিয়াই বিপদ হরণ করেন। এইজন্য তাঁহার নাম বিপদ-ভঞ্জন।"

"মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আনন্দম্

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

আমায় যদি ছুঁয়ে না যাও
ধুয়ে না নাও চোখের জলে,
অশুচি মোর কাটবে কিসে—
তোমায় ছোঁব কিসের বলে ?

অন্ধ নয়ন বুজে-ই আছে—
জানবো না হায়, এলে-ও কাছে ;
ভরসা আছে অশ্রু পাথার
উতল হয়ে উঠবে টলে।

বর্ষণের-ই বিরাম নাহি
রসাপ্লুত বসুন্ধরা,
অন্তরে মোর মরুভূমি
শিকড়গুলি শুষ্ক, মরা।

জাগিয়ে চেতন মোর শাখাতে
ঠাঁই দিও ঐ আঙ্গিনাতে
বেদনা মোর তারার মতন
জ্বালিও তব গগন তলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতৃসঙ্গে সত্যনিল

এক

অষ্টভুজা পর্ব্বতে দ্বিভুজা পার্ব্বতী

মা বিন্ধ্যাচলে আছেন এই সংবাদটি পেলেই মনটা যেন নেচে ওঠে। মায়ের সঙ্গে যে-সন্তান একান্তে কখনো বিন্ধ্যাচল-বাস করেছে, সে জানে কেন এমন করে মনটা নাচে। মা যে নাচায়! অষ্টভুজা পর্ব্বতে মায়ের লীলা অপরূপ নৃত্যচ্ছন্দে অপূর্ব্বভাবে ফুটে ওঠে। সে-লীলার লহর যেন দুদিকের বাঁধ ছাপিয়ে ভারতের বুকে অনেক দূর ছড়িয়ে পড়ে। তার স্মৃতির রেশটুকুও প্রত্যক্ষদর্শীর জীবন-যাত্রায় অমূল্য পাথেয়।

১৯৫৯ সালের আগষ্ট মাসের শেষ দিক। মহামৌন হৃষীকেশে শান্ত গম্ভীর সংযম সপ্তাহ, হিমালয়-কোলে দেরাদুনে শ্রীশ্রীমায়ের আনন্দোচ্ছল জন্মোৎসব এবং পুণ্য-স্মৃতি-বিজড়িত বৃন্দাবনে নানাবিধ ব্রত ও উৎসব সম্পন্ন ক'রে, মা এসেছেন বিন্ধ্যাচলে। সঙ্গে অল্প কয়েক জন মাতৃ-সন্তান।

৩০শে আগষ্ট সকাল বেলা সারা অঙ্গে দীর্ঘ পথের ক্লান্তি জড়িয়ে অষ্টভুজা পর্ব্বতে উপস্থিত হলাম। বেলা তখনো ৯টা বাজেনি। শোনা গেল মা শয়ন-মন্দিরে; মায়ের দর্শন মিলতে প্রায় দশটা বাজবে। কিন্তু দেখা গেল মা বেরিয়ে এলেন দশ মিনিটের মধ্যেই। এ যে বিন্ধ্যাচল! এখানে মাতৃ-দর্শনের জন্য তো বেশীক্ষণ প্রতীক্ষা করতে হয় না। অষ্টভুজা পর্ব্বতে দ্বিভুজা পার্ব্বতী যেন সন্তানের আগমন প্রতীক্ষাতে-ই রয়েছেন—সন্তানকে কোলে নেবার জন্য, দর্শনে পরিতৃপ্ত করার জন্য, স্পর্শে ধন্য করার জন্য।

বিন্ধ্যাচলে মা যখন টানেন, তখন প্রাণ-মন ভরিয়ে দেন কানায় কানায়। "যাবো" বললেই যে যাওয়া ঘটে, তা নয়। মা টানলে তবে-ই যাওয়া ঘটে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে অনেকবার দেখেছি নিজের চেষ্টায় শত আয়োজন ক'রে-ও মায়ের কাছে যাওয়ার সংকল্প ব্যর্থ হয়ে গেছে ; কিন্তু মায়ের খেয়াল হ'লে, মাতৃসঙ্গের সুযোগ এসেছে যেন ঝড়ের পিঠে। সে-ঝড়ের মুখে বৈষয়িক ও পারিবারিক সকল বাধা ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে উড়ে যায়।

দুই

বিন্ধ্যাচলের শয়ন-মন্দির

মাত্র দশ মিনিট একান্তে মনে মনে মাকে ডেকেছি, এমন সময়ে শুনতে পেলাম মায়ের মধুর কণ্ঠস্বর। আমাকে উদ্দেশ ক'রে মা বলছেন :—"বিন্ধ্যাচলে কী চমৎকার মিষ্টি হাওয়া! আর কী সুন্দর গঙ্গার দৃশ্য!" আমি বললাম, "হাঁ, মা! বিন্ধ্যাচলের বাতাস আর গঙ্গা অতি চমৎকার ; কিন্তু আর একটি অপূর্ব্ব বস্তু এখানে আছে।" মা জিজ্ঞাসা করলেন "সেটি কী?" উত্তরে শুধু বললাম :—"বিন্ধ্যাচলে মায়ের একটি মাত্র শয়ন-মন্দির!" মা হাসলেন ; মা বুঝলেন এই উক্তির মধ্যে কতোখানি ব্যথা আছে,—কাশীর আশ্রমের স্মৃতির ব্যথা। কাশীতে মা কোন্ শয়ন-মন্দিরে কোন্ দিন কতোক্ষণ বিরাজ করবেন এই খবরটি সঠিক জানা কঠিন ; কোনও উপায়ে এই মূল্যবান সংবাদটি সংগ্রহ করলে-ও শয়নমন্দিরটির কাছাকাছি যেতে ভরসা হয় না ; কার-ও কৃপায় সেখানে উপস্থিত হতে পারলে-ও সর্ব্বদা মনে আশঙ্কা থাকে, হয়তো কেউ বা বলে বসবে আশ্রমের কোনও না কোনও একটা আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে।

বিন্ধ্যাচলে একটিমাত্র শয়নমন্দির থাকাতে সত্যিই বড়ো ভাল লাগে। কাশীর আশ্রমে অগণিত শয়নমন্দির থাকার যে কী মর্ম্মান্তিক পরিণাম তা ছেলেরা জানে কন্যাপীঠের কল্যাণে ; মেয়েরা জানে হরিবাবার ঘরের কল্যাণে। বিন্ধ্যাচলে এতো ভেদাভেদ নেই। এখানে মায়ের শয়নমন্দিরে ছেলেমেয়ে সকলের সমান অধিকার। দরজা জানালা বন্ধ থাকলে-ও মনের মধ্যে সান্ত্বনা পাওয়া যায়—মা রয়েছেন একটা জানা জায়গাতে ; এবং সেই জায়গাটির কাছাকাছি নীরবে বসবার সুযোগ সকলেই পেতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন

মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বত (ভাইজী)

অষ্টভুজা পর্ব্বতটি যেন ধ্যানমগ্ন মৌনের প্রতিমূর্ত্তি। মায়ের মুখে শুনেছি, ভাইজীর ইচ্ছা ছিল রাইপুর আশ্রমের অনতিদূরে একটি নির্জ্জন পাহাড়ে মৌনমন্দির স্থাপিত করা ; সেই মৌনমন্দিরে সাধক বহির্জগৎ থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় হিমালয়ের গহনবুকে ধ্যানমগ্ন থাকবে, যতোদিন পর্য্যন্ত না সে নিজের আসল পরিচয় জানতে পারে। বিন্ধ্যাচলে এসে মনে হয় যেন মহাত্মা মৌনানন্দ পর্ব্বতের পরিকল্পিত সেই মৌনমন্দিরটির প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে অষ্টভুজা শিখরে। মৌন আকাশ তার আচ্ছাদন ; মৌন প্রকৃতি নিশিদিন সেই মন্দিরে অখণ্ড জপে মগ্না ; আর, অদূরে পুণ্যপ্রবাহিনী গঙ্গা আপন অবারিত উচ্ছ্বাসে ছুটে চলেছেন অনন্ত সাগরপানে।

শয়ন মন্দিরের উত্তরদিকের বারান্দায় মাতৃসঙ্গ চলেছে। ভাইজীর সূক্ষ্ম সান্নিধ্যের প্রেরণায় আমার মনটি ভ'রে ছিল। একান্তে মাকে পেয়ে একটি প্রশ্ন নিবেদন করলাম। "আচ্ছা, মা! বইতে পড়েছি ভাইজী নাকি দেহান্তের কিছু কাল পূর্ব্বেই বলেছিলেন যে তিনি তখন যা'-কিছু দেখছিলেন, সব-ই মা-ময়, মা ছাড়া আর কিছুই নেই জগতে। এই উপলব্ধি কি ভাইজীর জীবনে প্রথম এসেছিল অন্তিম কালে, না সারা জীবন-ই এই রকম উপলব্ধি ছিল-ই, শুধু তা ব্যক্ত হ'য়ে পড়ল অন্তিম কালে ?"

উত্তরে মা যা' বললেন, তা থেকে বোঝা গেল ভাইজীর ঐ রকম উপলব্ধি সারাজীবন-ই ছিল একথা মনে করলে ঠিক হবে না ; তবে প্রথম থেকেই তাঁর শুদ্ধ সংস্কার ছিল এবং সাধনার বলে তিনি একটির পর একটি অবস্থা উত্তীর্ণ হয়ে অবশেষে এমন এক স্থিতিতে পৌঁছেছিলেন যেখানে সব-কিছু এক ; সেই এক ছাড়া আর কিছু নেই। মায়ের কথায় বুঝলাম সেই এক-কে ভাইজী পেয়েছিলেন মাতৃরূপে।

মায়ের উত্তরটি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু সেই যে ভাইজী-প্রসঙ্গ আরম্ভ হ'ল, তারপর যতোদিন মা বিন্ধ্যাচলে ছিলেন, স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে মায়ের খেয়ালের দুয়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল খুলে। যখন-তখন মা নিজে থেকে ভাইজীর জীবন-কথা বলতেন; ভাইজীর সর্ব্বস্বত্যাগময় উচ্চ আদর্শটিকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরতেন। মায়ের সেই মাধুর্য্যময়ী বাণী, সেই স্নিগ্ধ দিগন্তচারী দৃষ্টি আর স্মিতহাস্যের উচ্ছলতা তো আর মানুষের কোনো ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সাধ্যমতো তার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা শ্রীশ্রীমায়ের ভক্তসন্তানের উদ্দেশে পরিবেশন করবার সুযোগ মা দিয়েছেন। লেখাটি যেন যথাযথ হয়,—মায়ের কাছে এই-ই প্রার্থনা।

চার

ভাইজীর একান্তে মাতৃসঙ্গ

মায়ের মুখের কথায় স্পষ্ট বুঝলাম—সময় হলে একান্তে মাতৃসঙ্গের সুযোগ আসে-ই। ভাইজীর জীবনে সে সুযোগ এসেছিল অযাচিত ভাবে, অপ্রত্যাশিত ভাবে।

ঢাকা আশ্রমে কোনও সময়ে মায়ের অখণ্ড ধ্যানের খেয়াল হয়েছিল। মা বললেন, প্রায় দিন পনেরো মা দিনরাত বসে থাকতেন পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে;—না শোওয়া, না দাঁড়ানো, না চলাফেরা। মা আরও বললেন, "কোনও সময়ে হয়তো বা দিদি এই শরীরটাকে বাথরুমে নিয়ে যেতো; সেখানে বসে-ও সেই ধ্যানের খেয়াল।"

মায়ের এই পক্ষ-ব্যাপী ধ্যানের খেয়াল যখন উদ্‌যাপন হ'ল, তখন ভোলানাথের সামনে উপস্থিত নতুন এক সমস্যা। মায়ের চলবার শক্তি লুপ্ত-প্রায়। কী উপায়? ভোলানাথ মাকে অল্প অল্প ক'রে রমণার মাঠে হাঁটাবার অভ্যাস করাতে আরম্ভ করলেন। কয়েকদিন পরে ভোলানাথ ভাইজীর উপর ভার দিলেন, প্রতিদিন মাকে রমণার মাঠে হাঁটাতে হবে।

ভাগ্যবান ভাইজী! তাঁর জীবনের আরাধ্যা দেবী জগদ্ধাত্রী। সেই দেবীকে তিনি পেয়েছিলেন শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর দেহ-দেউলে। মায়ের সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণ—ভোলানাথের দেওয়া এই সুবর্ণ-সুযোগ ভাইজীর জীবনে একটি পরম মাহেন্দ্রক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে পড়লো। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নিরন্তর, নিরবকাশ ধারায় চলতে লাগল ভাইজীর অন্তরঙ্গ মাতৃসঙ্গ। পূণ্যভূমি রমণার মাঠ তার সাক্ষী।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তের পূর্ব্বেই ভাইজী ঢাকার আশ্রমে উপস্থিত হতেন। নীরবে শান্ত চিত্তে তিনি অপেক্ষা করতেন মায়ের শয়ন মন্দিরের দ্বারপ্রান্তে। মায়ের ইচ্ছায় মা যখন বাইরে আসতেন, ভাইজী তখন অনুগত ভৃত্যের মতন মায়ের সঙ্গে সঙ্গে রমণার মাঠে পদচারণা করতেন। সেই সময়ে তিনি নিজের আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ অন্তরঙ্গ অনুভূতি মাকে নিবেদন করতেন এবং অগ্রগতির পথে মায়ের কৃপায় নতুন আলোর সন্ধান পেতেন। সার্থক ভাইজীর মাতৃসঙ্গের ঐকান্তিকতা।

ক্রমশঃ

"ভাসিয়া যাওয়া সহজ। নিজকে ধরিয়া রাখা কঠিন। যে পারে সে-ই দশজনের লাইন ধরিয়া গড়াগড়ি না দিয়া মাথা উচু করিয়া চলিতে পারে।"

"মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী নারায়ণানন্দ তীর্থ

(৭)

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু দর্শন

গত ১৩৫৩ সনে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের শুভ-জন্মোৎসব দু'জায়গায় অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে বৈশাখ নবদ্বীপের শ্রীশ্রীগোবিন্দ-মন্দিরে আরম্ভ হ'য়ে শেষ হয় গিয়ে ঢাকায় মায়ের রমণা আশ্রমে তিথিপূজো হ'য়ে। এবার মার তিথি-পূজার সময় একটু নূতনত্ব নজরে পড়লো। অন্যান্য বার মাকে তাঁর বিশিষ্ট বিশিষ্ট তিন চার জন ভক্ত গিয়ে রাত তিনটের পর পূজাস্থানে নিয়ে আসেন। মা সেখানে এসেই তাঁর নির্দ্দিষ্ট বিছানাটির ওপর, কি জানি কি ভাবের ঘোরে শুয়ে পড়েন; আর ঐ শায়িত অবস্থাতেই মার বিশেষ পূজা হয়। পূজা সমাপ্ত হবার অনেক পরে, সকলের প্রণামাদি করা শেষ হ'য়ে গেলে, তবে মাকে ওখান থেকে আবার তুলে অন্যত্র নিয়ে আসা হয়। তারপরও মা একান্তে অনেকক্ষণ ঐ ভাবে পড়ে থাকেন। এবার কিন্তু আর তেমনতরটি হ'লো না। এবার মা রাত তিনটের পর যখন রমণা আশ্রমের পঞ্চবটী তলায় বসে তাঁর পুরাতন ও বিশিষ্ট ভক্ত বীরেনদাদা (শ্রীবীরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, এ) ও অমূল্যদাদা (শ্রীঅমূল্য-কুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল) দের সঙ্গে তত্ত্ব আলোচনা করছিলেন সেই সময় ঐ বসা অবস্থাতেই মার বিশেষ তিথিপূজা হ'লো। এবার মায়ের এই জন্মোৎসবে এলাহাবাদ থেকে শ্রীশ্রীসত্যগোপাল—গীতাশ্রমের আচার্য্য শ্রীগোপাল ঠাকুর মহাশয়ও সপরিবারে এসেছিলেন। তিনিও এই আধ্যাত্মিক বার্ত্তালাপে যোগ দিয়েছিলেন। গোপাল ঠাকুর মহাশয়, ও বীরেনদাদা পাঠ্যাবস্থায় কোন সময় কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে (Presidency College) এক সঙ্গে দর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রে এম, এ, পড়তেন। সেইজন্যে তাঁদের দু'জনের মার সঙ্গে তত্ত্ব-বিচারটা জমে ছিল ভাল।

কথা ছিল এই উৎসবের পরই মা কলকাতায় রওয়ানা হ'য়ে আসবেন। হঠাৎ শুনতে পাওয়া গেল বহরমপুরের মার ভক্ত শ্রীরামরঞ্জন বাবু মাকে পুরী যাবার জন্যে বিশেষ ক'রে ধরেছেন। তাঁর ঐকান্তিক অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করতে পেরে এবং ভক্ত-বাসনা পূর্ণ করবার জন্যেই নাকি ভক্ত-বৎসলা মা রামরঞ্জন বাবুর প্রার্থনা অঙ্গীকার করেছেন। মার সঙ্গে পুরীতে কে কে যাবেন তারও নাকি লিষ্ট (List) প্রস্তুত হ'তে আরম্ভ হ'য়ে গেছে। পরীক্ষার পর ফল প্রকাশের পূর্ব্বে যেমন পরীক্ষার্থীদের উৎকণ্ঠায় কালাতিপাত করতে হয়; আমরাও সেই ভাবে সকলে উৎগ্রীব হ'য়ে রইলাম মার সাথে কে কে পুরী যাবেন তাঁদের নাম শোনবার আশায়। শোনা যায় কখন কখনও নাকি বেড়ালের ভাগ্যেও ছিঁকে ছেঁড়ে। কানে এলো ঐ নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাকি আমারও নাম একটু স্থান পেয়েছে। আমি কখন স্বপ্নেও আশা করিনি যে আমিও শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে যেতে পারবো। এই সংবাদে বাস্তবিকই মনে যে কি পরিমাণ আনন্দ হ'লো তা আর কি ক'রে বলবো। যথাসময়ে ঢাকাবাসী ভক্তগণকে কাঁদিয়ে মা চল্‌লেন কলকাতায়।

কলকাতা থেকে রাত প্রায় আটটায় পুরী এক্সপ্রেসে (Puri Express) রওনা হলাম। পরদিন বেলা অনুমান ন'টা কি দশটায় আমরা এসে পৌছলাম শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরীতে। এই মহাপুণ্যক্ষেত্রকে শ্রীক্ষেত্র, শ্রীবিমলা ক্ষেত্র, নীলাচল বা পুরুষোত্তমক্ষেত্রও বলে। কোন সময় নাকি এই পবিত্র তীর্থস্থানটি তন্ত্র-সাধকদের পক্ষে অতিশয় প্রশস্ত সাধনক্ষেত্র ছিল। গোবর্দ্ধন মঠের মঠাম্নায়ে আছে যে এই ক্ষেত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শ্রীবিমলা এবং ভৈরব স্বয়ং শ্রীজগন্নাথদেব। এখনও এখানে প্রবাদ আছে যে শ্রীশ্রীবিমলাদেবীর ভোগ নিবেদন না হওয়া পর্য্যন্ত নাকি "মহাপ্রসাদ" হয় না। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মণিকোঠায় ভোগ নিবেদন হ'লে উহা কেবল "প্রসাদ"ই হয়। "মহাপ্রসাদ" না হওয়া পর্য্যন্ত উহা স্পর্শাদি-দোষ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রহিত হয় না। শ্রীবিমলাক্ষেত্রে "মহাপ্রসাদেরই" মাহাত্ম্য অত্যধিক। কিংবদন্তী আছে যে এখনও নাকি গুপ্তভাবে শ্রীশ্রীবিমলাদেবীর সম্মুখে বিশেষ বিশেষ পর্ব্বদিনে বলিদান হ'য়ে থাকে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পুরী আগমনের পর থেকেই এই স্থানটি বৈষ্ণব ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েছে। মহাপ্রভুর শেষ ১৮ বছরের লীলার সঙ্গে এই পুণ্যক্ষেত্র বিশেষ ভাবে জড়িত। পুরীতে "গম্ভীরা" প্রভৃতি স্থান এখনও তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। শ্রীশ্রীশঙ্করাবতার শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্যের চারটি প্রধান মঠের মধ্যে "গোবর্দ্ধনমঠ" এখানেই প্রতিষ্ঠিত।

আমার জীবনে এই আমি প্রথম পুরীতে এলাম। পুরী ষ্টেশনে গাড়ী এসে পৌঁছবার পূর্ব্বেই দূর হ'তে দেখতে পেলাম শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরের গগনস্পর্শী চূড়া। সেখান থেকেই দেবতার উদ্দেশ্যে হাতজোড় ক'রে প্রণাম করলাম।

যথাসময়ে শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে তাঁর আশ্রমে এসে উপনীত হলাম। সমুদ্রের বেলাভূমি পার হলেই মার সুন্দর আশ্রমখানি। তারই পূর্ব্বপাশে স্বর্গদ্বারের প্রসিদ্ধ মহাশ্মশান। আশ্রমের সম্মুখেই দিগন্তব্যাপি বিশাল সমুদ্র। এই জলধির নীল জল দেখেই নাকি আমাদের ভাবের ঠাকুর শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-বিরহের ভাবোন্মাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন ঐ সাগর জলে। তাঁর পবিত্র দিব্য চিন্ময়-দেহের সংস্পর্শের কিছু না কিছু প্রভাব তো এখনও আছে ঐ সমুদ্রের জলে। তাই কেবলই মনে হচ্ছিল কতক্ষণে জিনিষপত্র সব আশ্রমে রেখে ঐ পূত নীল জলে গিয়ে ঝাঁপ দেবো। একটু পরেই দেখতে পেলাম মা একখানি বড় তোয়ালে গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছেন সমুদ্রের জলে স্নান করতে। আমরাও সব তাঁর পেছন পেছন চললাম। মেয়েরা সব মাকে মাঝে রেখে তাঁর চারদিকে গোল হ'য়ে ঘিরে দাঁড়িয়ে পরম আনন্দে স্নান করছেন। আমরাও সব পুরুষের দল একটু তফাতে গিয়ে নেয়ে পরম তৃপ্তিলাভ করলাম। মা আমাদের কাছে এসে তাঁর করকমলের দ্বারা ছিঁটিয়ে দিতে লাগলেন অম্বুধির পবিত্র জল আমাদের সকলের গায়ে। এই ভাবে মা আমাদের বাসনা পূর্ণ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমুদ্র থেকে স্নান ক'রে আশ্রমে ফিরবার পথে দেখতে পেলাম মায়ের আশ্রমের ঠিক অব্যবহিত পশ্চিম পার্শ্বেই একখানা খড়ের ঘর। উহার নাম রাখা হয়েছে "সাগরপর্ণী" অর্থাৎ সাগর পারের পর্ণকুটীর। আর ঐ "সাগরপর্ণীর" সম্মুখের বারান্দায় একা নিজের ভাবে বসে আছেন আমার বহু দিনের পুরাতন বন্ধু শ্রীদীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, বেদান্ততীর্থ। তিনি বড়ই সজ্জন ও সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি। সারা জীবনটা তিনি ত্যাগের ভাব নিয়ে আধ্যাত্মিক চর্চ্চায়ই কাটালেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের (পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের) পরম ভক্ত এবং আমাদের শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গেও তার বহুদিনের পরিচয়, মাকেও তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও ভক্তি করেন, পক্ষান্তরে মাও তাঁকে খুবই স্নেহ করেন। অনেক দিনের পর অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁকে দেখে খুবই আনন্দ হ'লো। তিনিও আমাকে পেয়ে খুবই আনন্দ প্রকাশ করলেন। এই দীনেশবাবুই হ'লেন আবার আমাদের খুকুনী দিদির অর্থাৎ শ্রীগুরুপ্রিয়া দেবীর উপনয়নের আচার্য্য-গুরু।

মায়ের ছোট্ট আশ্রম খানিতে স্থানাভাব, তাই আমি "সাগরপর্ণীর" বারান্দায় বসেই সন্ধ্যা ও তর্পণাদি সেরে নিলাম। বলা বাহুল্য, যখনকার এই ঘটনা তখনও আমি সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিনি। তর্পণের সময় যখন তিল ও সাগর জল হাতে নিয়ে মন্ত্র পড়ছি তখন কেবলই আমার মনে হচ্ছিল এই সমুদ্রের লবণাক্ত জলে পিতৃ-পুরুষগণ তৃপ্ত হবেন কি ক'রে? আমি যে আচমন করবার জন্যে সামান্য একটু সমুদ্রের জল মুখে দিয়েছি তাতেই আমার কণ্ঠ পর্য্যন্ত একেবারে লবণাক্ত হ'য়ে গেছে। শেষে মনে মনে একটা বিচার ক'রে সাব্যস্ত বা মীমাংসা করলাম, যাঁদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করা তাঁরা তো কেবল তিল জলই গ্রহণ করেন না বরং ঐ সব বস্তুর সঙ্গে যে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভাব মিশ্রিত থাকে উহার দ্বারাই তাঁরা তৃপ্ত হ'য়ে থাকেন।

যাহা হউক, কোন প্রকারে নিত্যকর্ম্ম সমাধা ক'রে আশ্রমে আসতেই শুনলাম মা বলছেন, "চল, জগদ্বন্ধু দর্শন করতে সব মন্দিরে চল।" মায়ের সঙ্গে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনের প্রস্তাব কানে যেতেই সঙ্গীয় ছেলে, বুড়ো, স্ত্রী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ সবার মধ্যে একটা সাজ সাজ রব যেন পড়ে গেল এবং সকলেই আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে উঠলো। আমিও সবাইর সহিত মায়ের পিছু পিছু পরমানন্দে জগদ্বন্ধু দর্শনে চল্‌লাম।

পথে যেতে যেতে বহুদিন আগেকার আমার পিসীমার মুখে শোনা একটি কথা আমার স্মৃতিপথে হঠাৎ ভেসে উঠলো। তিনি বলতেন শ্রীক্ষেত্রে জগদ্বন্ধু দর্শন করতে যেতে হয় খুব শুদ্ধ ও পবিত্র ভাব নিয়ে। তা না হ'লে, যে যে ভাব নিয়ে জগন্নাথ-দর্শনে যায়, সে দেবতাকে তার নিজের ভাবানুযায়ী মূর্ত্তিতেই দর্শন করে। আমার পিসীমা বহুদিন পূর্ব্বে জগন্নাথ দর্শনে গিয়েছিলেন। তখনও পুরী পর্য্যন্ত রেল হয়নি। তাঁরা সব দল বেঁধে কটক থেকে অতি কষ্টে পায়ে হেঁটে গিয়ে তবে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের দর্শন ক'রেছিলেন পুরীতে। তখন আমার পিসীমা শুনেছিলেন একবার কে জগন্নাথ দর্শন করতে গিয়ে অকস্মাৎ তার মনে পড়ে গেল তার বাড়ীর আঙ্গিনার এক পাশে বাঁশের মাচার ওপর কুমড়ো গাছে গোটা কয়েক খুব বড় বড় কুমড়ো ঝুল্‌ছে। মনে মনে এই চিন্তা করতে করতেই সে জগন্নাথদেবের মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করেছিলো। তার ফলে হ'লো কিনা সেই ব্যক্তি মণিকোঠায় ঢুকে রত্নবেদীর ওপর শ্রীভগবানের দারুব্রহ্মমূর্ত্তি না দেখে, সে দেখতে পেলো বাঁশের মাচার ওপর বড় একটা কুমড়ো গাছে সব বড় বড় কুমড়ো ঝুল্‌ছে। তাইতো কথা আছে না "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী," অর্থাৎ যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। এই ঘটনাটি যে সত্য তা আমি জোর ক'রে বল্‌ছি না, তবে এই কাহিনীটি যে সেই সময় অন্ততঃ আমার অবচেতন মনের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি তা আমি অস্বীকার করতে পারবো না। আমার মন তো আর তেমন শুদ্ধ পবিত্র নয়, তাই দুর্ব্বলতা এসে আক্রমণ করলো আমার মনটার ওপর। সিঁড়ি বেয়ে মন্দিরে ওঠবার সময় আমার বুকটা কেমন যেন করে উঠলো। দৌর্ব্বল্য সুযোগ পেয়ে আরো যেন চেপে ধরলো। তাই নিরুপায় হ'য়ে অমনি মাকে জানিয়ে রাখলাম (অবশ্য মনে মনেই, প্রকাশ্যে নয়) মাগো, তুমি দয়া ক'রে আশীর্ব্বাদ কর যেন শ্রীভগবানের দর্শন পাই—মন্দিরের মণিকোঠায় গিয়ে যেন যা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তা না দেখি। সাথে সাথে ঠাকুরকেও অতি কাতর ও বিনীত ভাবে জানাতে ভুললাম না। তাঁর চরণেও প্রার্থনা জানালাম, হে প্রভো, তোমার প্রকৃত রূপই যেন দর্শন পাই, এই কৃপাটুকু ঠাকুর তুমি আজ করো। যতই মন্দিরের কাছে আমি অগ্রসর হচ্ছি ততোই ভয়ে ভয়ে মার কাছে আমার প্রাণের আকুতি ঘন ঘন জানাতে লাগলাম। এই মানসিক চঞ্চলতার মধ্যে কখন যে কি করে এবং কোন দিক দিয়ে মার পিছু পিছু মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করেছি তা আমি বুঝতেই পারলাম না।

মন্দিরের ভিতর গিয়ে দেখি সম্মুখে খুব সুন্দর শ্বেত পাথরের নির্ম্মিত একটি বেদী। উহার দু'ধারে দুটি অতিশয় মনোরম কারুকার্য্য বিশিষ্ট স্তম্ভ। বেদীটি উঁচুতে হবে অনুমান প্রায় দু'হাত। উহার পেছনের দিকটা নক্সা করা চাঁদির পাত লাগান। শ্রীশ্রীমা ঐ বেদীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর বাঁ দিকে আমি এবং ডান দিকে ও পশ্চাতে সঙ্গীয় আর আর সকলে। ঘরের মধ্যে খুব বেশী লোক জনের ভিড় ছিল না ব'লেই মনে হয়। দুপুর বেলা ব'লেই বোধ হয় ভিড় কম ছিলো। মা আমাদের দিকে লক্ষ্য ক'রে তাঁর ডান হাতখানি শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে প্রসারিত ক'রে বল্লেন, "জগদ্বন্ধু দর্শন কর।" মায়ের মুখের এই কয়টি শব্দ আমার কানে এখনও যেন বাজ্‌ছে। আমি দেখলাম ঐ শ্বেত পাথরের বেদীর ওপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম এবং দেবী শ্রীশ্রীসুভদ্রা। তাঁদের পরিধানে শ্বেত, পীত, লোহিত ও সবুজ রংয়ের মিশ্রিত রেশমী (সাটিনের) কুঞ্চিত ঘাগরা, গায়ে হলুদ রংয়ের সিল্কের জামা। ঘাগরায় ও জামায় জরীর পাড় লাগান। তিনজনেরই মাথায় অতি মূল্যবান্ রত্নখচিত সোনার সুন্দর মুকুট। গলায় কয়েক লহর জড়োয়া কণ্ঠহার এবং কর্ণে মকরাকৃতি কুণ্ডল। বহুমূল্য রত্নসম্ভার দিয়েই তাঁরা সুসজ্জিত। ঘরখানি মধ্যাহ্নের সূর্য্যের আলোতে আলোকিত হ'লে যেমন উজ্জ্বল হয় তেমনি উজ্জ্বল। বেদীর নীচে ঠাকুরের বাম দিকে একখানা উঁচু কাষ্ঠাসনের (টুলের) ওপর একজন পাণ্ডা বসেছিলেন। তাঁরও চেহারিটি সুন্দর। বয়স অনুমান পঞ্চাশ, শ্মশ্রুবিহীন, খালি গা, গলায় তুলসীর মালা, কপালে শ্বেত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দনের তিলক, বাম কাঁধের ওপর ঝোলান পরিষ্কার ধপ্‌ধপে এক গোছা যজ্ঞোপবীত এবং মাথার মাঝখানে কাঁচাপাকা মিশ্রিত চুলের গোলাকার মস্ত একটি শিখা। আর বাকী মাথাটি একেবারে মুণ্ডিত। বেদীর ওপর ঠাকুর আমাদের এত নিকটে ছিলেন যে ইচ্ছা করলেই আমরা হাত বাড়িয়ে ধরতে বা ছুঁতে পারতাম। আমাদের সঙ্গের কেহই দেবতাদের স্পর্শ করছেন না দেখে আমিও আর হাত প্রসারিত ক'রে তাঁদের স্পর্শ করলাম না। মার্ব্বেল পাথরের বেদীর ওপর মস্তক রেখে প্রণাম করে মনে মনে বল্‌লাম, ঠাকুর, তুমি যে আজ এই দীন-হীন কাঙালের প্রতি কৃপা ক'রে দর্শন দিলে তার জন্যে তোমাকে আমার অন্তরের অসংখ্য প্রণাম নিবেদন করছি। ঠাকুরের সম্মুখেই আমরা শ্রীশ্রীমাকেও প্রণাম করলাম। মায়ের আশীর্ব্বাদে ও অসীম করুণায় যে আজ শ্রীশ্রীভগবানের দারুব্রহ্মমূর্ত্তি দর্শন পেলাম তার জন্যে তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রইলাম।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীবলরাম ও শ্রীশ্রীসুভদ্রা দেবীর অতি অপূর্ব্ব সুন্দর মূর্ত্তি। পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসজ্জা ও রত্নমণ্ডিত মুকুট এবং গহনাদি দেখে আমি তো একেবারে মুগ্ধ হ'য়ে গেলাম। জীবনে এর পূর্ব্বে কখনও তো এমনতরটি আর দেখিনি। নিজের মনে মনে বলতে লাগলাম, জগন্নাথ প্রকৃত জগতের নাথই বটেন। তা না হ'লে এত রত্ন অলঙ্কার কখনও কোন দেবতার শরীরে দেখেছি ব'লে তো মনে পড়ে না? তবে লোকের মুখে শুনেছি উদয়পুরের নাথদ্বারায় শ্রীনাথজীরও নাকি ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্য অত্যধিক। তবে তাঁর দর্শন করবার সৌভাগ্য এখনও হয়নি। ইনিও যে ঐশ্বর্য্যের ঠাকুর তাতে আর কোন প্রকার সন্দেহ নেই। বারাণসীর সুবর্ণ-নির্ম্মিত শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা মাও খুব ঐশ্বর্য্যশালিনী।

শ্রীশ্রীমার সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু দর্শন করে আমরা আশ্রমে ফিরে এলাম। মন্দিরে থাকতে থাকতেই শুনলাম ঠাকুরের ভোগের বিলম্ব আছে। মন্দিরের সব স্থান একের পর এক ক'রে মা ঘুরে ঘুরে আমাদের দেখালেন যথা, বিমলা দেবীর মন্দির, যেখানে একাদশীকে বেঁধে রাখা হয়েছে, অমৃত কুণ্ড, পাকশালা, ভাঁড়ার ঘর, কুটনো কোটার স্থান ইত্যাদি ইত্যাদি। মন্দির থেকে মহাপ্রসাদ এলে মায়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগের পর আমরাও সকলে পরম আনন্দে সেই প্রসাদ পেয়ে ধন্য হলাম। তার পরের দিনই দুপুর বেলা পূর্ব্বদিনের পর্য্যুষিত (পান্তা) মহাপ্রসাদ গ্রহণ ক'রে আমরা মায়ের সাথে নীলাচল থেকে রওয়ানা হ'লাম। এই যাত্রায় এই একবার ছাড়া আর কিন্তু দ্বিতীয় বার আমার আর জগদ্বন্ধু দর্শন হ'লো না।

এই ঘটনার প্রায় বছর পাঁচ পর এক দিন মদীয় সন্ন্যাস আশ্রমের শ্রীশ্রীগুরুদেবের সহিত কাশীতে তাঁর মঠে ব'সে কথায় কথায় পুরীর শ্রীশ্রীজগন্নাথ-দেবের অতি অনুপম সুন্দর মূর্ত্তি ও তাঁর মণিরত্নাদি ঐশ্বর্য্যের কথা বলাতে তিনি আমার মুখের পানে অবাক্ হ'য়ে চেয়ে বল্‌লেন, "আপনি কোথাকার জগন্নাথের কথা বলছেন? আমি তো সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্ব্বে বহুদিন ক্রমান্বয়ে পুরীতে ও ভুবনেশ্বরে ছিলাম। কৈ আমি তো জগদীশের অত গহনাগাটি, পোষাক পরিচ্ছদ ও ঐশ্বর্য্যাদি কখনও দেখিনি? তা ছাড়া ঠাকুরের মণিকোঠা তো অতি অন্ধকার। রত্নবেদী এত উঁচু যে দেবতাদের নীচ হ'তে হাতে নাগাল পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। ঠাকুরদের পরিধানের বস্ত্রাদিও তো অতি সাধারণ।" (মদীয় গুরুজী তাঁর শিষ্য সন্ন্যাসীদের এবং অপর সকলকেও "আপনি" বলেই সম্বোধন ক'রে থাকেন।) আমি এ বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে অনেক কথাবার্ত্তা বল্‌লাম। আমি পুরীতে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুকে যেমনতরটি দেখেছি তা কোন রকমেই আমি তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারলাম না। আর তিনি যে রকমটি বল্‌লেন তেমনতরটি কিন্তু আমিও সেখানে দেখিনি। কাজেই আমরা গুরু শিষ্য এ বিষয়ে একমত হ'তে পারলাম না। তিনি বছরের পর বছর দীর্ঘকাল যাবৎ শ্রীশ্রীজগন্নাথকে যেমন দর্শন করেছেন তেমনিই বলেছেন। তাঁর দেখার মধ্যে ও বলার মধ্যে কোনই গরমিল ছিলো না। তিনি যেমনতরটি বর্ণন করলেন আমি কিন্তু মায়ের সঙ্গে গিয়ে জগদ্বন্ধুকে তেমনতরটি দর্শন করিনি। আমাদের দু'জনের দেখার মধ্যে এত তারতম্য যে কি ক'রে হ'তে পারে তা আমি কেবলই ভাবতে লাগলাম। কিন্তু ইহার কোনই সমাধান বা মীমাংসা আমি খুঁজে পেলাম না। তখন আমার মনে হ'তে লাগলো সে দিন মার সাথে পুরীতে আমি যেমন জগন্নাথ দর্শন করেছিলাম তেমন কি আমাদের সঙ্গীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই দর্শন করেছিলেন, না কেবল আমিই করেছিলাম? তা হ'লে অন্যান্য সকলে কি আমার দেখার মতো দেখেন নাই? তাঁহারা কি তবে ভিন্ন রকম দেখেছেন? আমিও কি তাদের মতন দেখিনি? এই সব নানা প্রকার প্রশ্ন তখন আমার মনে উদয় হ'তে লাগলো। মন্দিরে ঠাকুর দর্শনের সময় আমার মনে এ জাতীয় প্রশ্ন ওঠার কোনই হেতু ছিলো না। আমার ধারণা ছিল আমি যেমন ঠাকুর দর্শন করেছি আর আর সকলেও তেমনিই দর্শন করেছেন। ইহাই তাঁহার প্রকৃত বা যথার্থ রূপ। সে সময় যদি আমার মনের মধ্যে কোন প্রকার এ জাতীয় সংশয় উঠতো তা হ'লে তখুনি সাথের লোকজনদের জিজ্ঞেস ক'রে এর একটা মীমাংসা ক'রে ফেলতাম। ইহার মধ্যে যে কি রহস্য লুক্কায়িত আছে, তাহা কেবল মাই জানেন আর জানেন শ্রীশ্রীঠাকুর জগন্নাথদেব।

নীলাচলে অতি অল্প সময়ের জন্যে গিয়েই বেশ লক্ষ্য করলাম আত্মজ্ঞান-সমাহিতা শ্রীশ্রীমা যেন কেমন হ'য়ে গেলেন। জলধির উত্তাল তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে মারও যেন চোখ, মুখ ও প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অধিকতর ভাবে আনন্দে নৃত্য করতে আরম্ভ করলো। আমাদের এই প্রাকৃত সাধারণ চোখেও তা যেন ধরা পড়ে গেলো। মার যেন আনন্দ আর ধরে না। সেই আনন্দের খানিকটা উপ্‌ছে পড়ে যেন জগতকে একেবারে আনন্দে প্লাবিত ক'রে দিলো। আর সেই আনন্দের ছিটেফোটা যেন সংক্রামিত হ'য়ে পড়লো মার সঙ্গীয় লোকজনে রমধ্যে। এই মহাপুণ্যক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে এসে মায়ের এমন ভাবটি হ'লো কেন? তবে কি শ্রীশ্রীমায়ের সাথে শ্রীশ্রীবিমলা দেবীর বা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের কোন বিশেষ সম্বন্ধ জড়িত আছে? ইহা যে কেবল আমিই লক্ষ্য করেছি তাই নয়। নলিনীদাদা (ডাঃ নলিনীকান্ত ব্রহ্ম মহাশয়)-ও তাঁর "মাতৃসঙ্গে পুরীধামে" নামক প্রবন্ধে এই রকমই অনেকটা লিখেছেন। "পূর্ব্বে তারাপীঠে এবং কক্সেস্ বাজারে মাকে পাইলে যেমন আনন্দ হইত এখন পুরীতে মাকে পাইলে যেন সেই রকম অথবা ততোধিক আনন্দ হয়। মার সহিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের যে বিশেষ সম্বন্ধ আছে তাহা যেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেই সম্বন্ধ যে কি তাহা বুঝিতে না পারিলেও একটা সম্বন্ধ যে আছে তাহাতে সন্দেহ থাকে না।" এবার শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে নীলাচলে শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধু দর্শন আমার জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা এবং এই ঘটনাটি আমার হৃদয়ে ক'রে দিয়ে গেছে এমন একটি রেখা-পাত যা কি কালের দ্বারা কখনও ম্লান হবার নয়।

—ক্রমশঃ

"গুরু ভগবান্, তিনি স্থান দিয়াছেন। তাঁহার উপর নির্ভর রাখা। তাঁহার কৃপা আশীর্ব্বাদ সর্ব্বদা বর্ষণ হচ্ছে। তাঁহার দিকে উন্মুখ হইয়া থাকিতে হয়। যত জপ ধ্যান ও তাঁহার স্মরণ ইত্যাদিতে মনকে রাখা যায় ততই মন শান্ত হওয়ার দিকে।

"মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষণিক্

শ্রীশৈলেশ ব্রহ্মচারী।

কেবল একটী ক্ষণ!
তাহারেই ঘিরে স্তুতি ও প্রণতি, অর্চ্চনা, বন্দন।
লেগেছিল যার ক্ষণিক পরশ, সেই কতদিন আগে,
স্মরণে পুলক লাগে,—
সেদিন সাজেনি এত সম্ভার,
দোলেনি প্রীতির এত ফুলহার,
বৈতালিকের কণ্ঠ বাজেনি এত বিচিত্র সুরে।
ওঠে নাই তারে ঘিরে,
চল-চঞ্চল এত কোলাহল; এত শত মহাজন
জানে নাই আগমন।

নিশা প্রায় অবসান।
ফুটি ফুটি উষা, তরল-তিমিরে জীবনের জয় গান;
সুপ্ত তখনো কুসুম-কলিকা রব-হারা উপবনে,
ফিরেছিল অকারণে
শিহরিত বায়ু মৃদু উল্লাসে,
শ্লথ-কিশলয় তাহারি পরশে
স্বপ্নে শিহরে। ঊর্দ্ধে ঋষির তপলোক ছিল জেগে!
ধরণীর শিরোভাগে
তাহারই পরশ, আশীষ, করুণা, নেমেছিল অকৃপণ!
জেগেছিল শুভক্ষণ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচিত্র এ ভুবনে,
সৃষ্টির মাঝে স্বয়ম্ভূবের মহীয়ান জাগরণে,
অন্তর পথ ঋজু বিশ্বাসে স্বচ্ছ, সমুজ্জল ;
রাখে নাই কোন ছল।
তবু-ও অবাক্ আঁধার রাত্রি,
টানে অগোচরে তীর্থ যাত্রী,
অচেনা পথের অজানা আলোক ইঙ্গিতে দেয় জ্বালি ;
দেয় মন-প্রাণ ঢালি।
তবু কোথা যেন বিপুল বিভেদ, চির বিরহের ধর্ম্মে
পথিক কানের মর্ম্মে।

করেছে ত অর্পণ
অস্তিত্বের অমোঘ এ বাণী, এত বড় আয়োজন।
যে দিয়েছে তারে নিবিড় সুখের স্পর্শ নিরন্তর,
সেই চির সুন্দর
কঠিন বিশ্বে রচিতে কাব্য,
জাগায়ে তুলিতে সব সম্ভাব্য,
বিরাট দুখের পটভূমিকায় দিতে আনন্দ টীকা,
জ্বালাতে আলোর শিখা,
ভবিষ্যতে গৃহ-প্রাঙ্গনে শান্তির আমন্ত্রণ
আনিয়াছে এ লগন।

আজ কেবা নাহি চিনে ?
তার ছন্দের তরঙ্গদোলা লাগে নাই কার প্রাণে ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশাখের এই তেজ ভাণ্ডার কাহারে কী দিল ভরে,
দীপ্তি উৎস-ধারে ;
তাহার ছন্দে রক্ত দোলায়,
উদ্দাম গীত কোথা নিয়ে যায়।
উন্মাদ করে চুম্বন তার, দেহে লাগে হিল্লোল !
সব হারা কল্লোল
আকাশে বাতাসে তোলে বিস্ময় শাসন সম্মোহনে,—
কেবা তারে নাহি চিনে ?

আজি তার উল্লাস
বদ্ধ নিবিড় স্তব্ধ রাত্রে এনে দিল উচ্ছ্বাস !
যোগ দিল ঐ নির্ঝরিণীর উচ্ছল কলরবে,
নন্দিত পল্লবে
তার চরণের চির-চঞ্চল
বাজে মঞ্জীর, দোলে অঞ্চল,
চ্যুত-মুকুলের নব পরিমল ঝরে ঝরে পড়ে খসে ;
মহান লগ্ন আসে !
কাল বৈশাখী নিঃশ্বাসে তার দুঃসহ নৈরাশ
ধূসরিত নীলাকাশ !

তাই তারে নমোনমঃ,
তাই তারে ঘিরে স্তুতি ও প্রণতি বন্দনা অর্চ্চন !
তাই তার অভিষেক চির শান্তি উৎস ধারে
অমৃত পারাবারে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই রূপ তার ত্রিভুবন প্রিয়
স্পর্শ তাহার নির্ব্বচনীয়,
শত শতাব্দী লুণ্ঠিত শির প্রণতির গৌরবে
তাই তার উৎসবে
লক্ষ কণ্ঠে বাজে আবাহন বিজয়-শংখ সম,—
হে লগন নমোনমঃ।

"সংসার যাত্রায় কেহ কখনও সুখী হয় না। পরমার্থ যাত্রাই পরম সুখের রাস্তা। সেই নিজের পথে নিজে চলবার চেষ্টা করা যেখানে সুখদুঃখের কোন প্রশ্নই নাই—অভিমানশূন্য পরমানন্দের দিক্।

"মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী-প্রসঙ্গ

চতুর্থ খণ্ড

(পূর্ব্বানুবৃত্ত)

শ্রীঅমূল্যকুমার দত্তগুপ্ত, এম-এ, বি-এল

কৃপা এবং পুরুষকার

এই সকল কথার পর জিতেন (মুখার্জ্জি) বাবু কৃপা এবং পুরুষকারের প্রশ্ন তুলিলেন। তিনি জানিতে চাহিলেন, লোকে পুরুষকারের বলে সাধন পথে কিছুদুর অগ্রসর হইলেও শেষটায় কৃপার উপর নির্ভর করে কিনা।

মা। কৃপা এবং পুরুষকার এই সব কথা যে হয় ইহা কেবল এক জিনিষকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দেখা। কথা বলিতে গেলেই এক একটা দিক লইয়া কথা বলিতে হয়। একদিক হইতে দেখিলে সমস্তই তাঁহার কৃপা বলিয়া মনে হয়। আমরা যে ভগবানকে পাইতে চেষ্টা করিতেছি ইহাও তাঁহারই কৃপা। তাঁহার কৃপা ভিন্ন তাঁহাকে চাহিবার উপায় নাই। পুরুষকারের অভাবে আমরা যে তাঁহাকে পাইতেছি না ইহাও তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছেন। আবার অন্য দিক হইতে দেখিলে কৃপা বলিয়া কোন কথাই নাই। সমস্তই পুরুষকার হইতে হয়। জগতে যদি মাত্র একটি সত্তাই থাকে তবে কে কাহাকে কৃপা করিবে? এই ভাবে কৃপা ও পুরুষকার লইয়া ঝগড়া চিরকালই থাকিয়া যাইবে। কেহ কৃপাকে বড় বলিবে, কেহ পুরুষকারকে বড় বলিবে। যতদিন সমদৃষ্টি বা সমবুদ্ধি না হইবে ততদিন এই বিবাদের অবসান নাই। পূর্ণজ্ঞান হইলেই এই দ্বন্দ্বের শেষ হয়। তবে একটা কথা এই যে, কর্ম্ম করিলে কর্ম্মফল থাকিবেই। আবার কর্ম্মেরও শেষ নাই। সেই হিসাবে সাধনা অনন্ত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান বা অখণ্ডজ্ঞান কর্ম্মদ্বারা পাইবার নয়। উহা স্বয়ংপ্রকাশ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার সম্বন্ধে বিচার

ইহার পর লোকেরা শ্রীশ্রীমায়ের নিকট কি জাতীয় গোপনীয় কথা বলে সেই সব আলোচনা হইতে লাগিল। মা যেখানেই থাকুন না কেন অনেক সময় দেখা যায় যে, কেহ কেহ তাঁহাদের গোপনীয় কথা বলিতে মাকে একান্তে লইয়া যান। অনেক সময় এই গোপনীয় কথার প্রাবল্য সাধারণের মধ্যে বিরক্তি উৎপাদন করে। লোকে মনে করে, এ সব গোপনীয় কথা আর কিছুই নয়, শুধু মাকে লইয়া কিছুক্ষণ একান্তে থাকা। মা বলিলেন, "লোকে আমার নিকট প্রাইভেট (private) কথা বলিতে গিয়া অনেক সময় এ জাতীয় কথাও বলিয়া থাকে—"তুমি অমুককে মাছ খাইতে বলিয়াছ, আমাকে নিরামিষ খাইতে বলিলে কেন?" উত্তরে আমি বলি, "আমিত কাহাকেও কিছু খাইতে বলি নাই। তুমিই আমাকে বলিয়াছিলে যে, তুমি নিরামিষ খাও তাই আমি বলিয়াছিলাম, উহাই খাইও। আর যাহার কথা বলিতেছ সে ত খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে কোন কথাই তোলে নাই, কাজেই আমিও তাহাকে কিছু বলি নাই।

"বাস্তবিক পক্ষে আমি কদাচিৎ নিজ হইতে কাহাকেও কিছু খাইতে বলি। তবে অবশ্য আহার সম্বন্ধে বিচার করা ভাল। কারণ যাহা খাওয়া যায় তাহার গুণ শরীরে প্রবেশ করে। যেমন মাংসাদি খাইলে পাশববৃত্তি বৃদ্ধি পায়। সাত্ত্বিক আহার করিলে সত্ত্বগুণ পুষ্ট হয়। খাদ্যাখাদ্যের বিচারও খুব সূক্ষ্ম। দুধ খাইলে অবশ্য সত্ত্বগুণ বাড়ে; কিন্তু সাধনের এমন অবস্থাও আছে যখন দুধও আধ্যাত্মিক উন্নতির অন্তরায় বলিয়া মনে হয়। যে জিনিষে সত্ত্বগুণ আছে বলা হয় তাহার মধ্যেও রজঃ ও তমোগুণ থাকিতে পারে। সত্ত্ব, রজঃ, তমোগুণ হিসাবে জিনিষের ভাগও অনন্ত।"

সন্ধ্যার পর শ্রীযুতা সেবা, লক্ষ্মী এবং পাণ্ডেজী প্রভৃতি আশ্রমে আসিলেন। তাঁহারা ৮।৮॥ পর্য্যন্ত থাকিয়া চলিয়া গেলেন।

দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বালোচনার ফলাফল

১৪ই জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৪৮ সন (ইং ২৮।৫।৪১) দ্বিপ্রহরে ভোজনের পর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা যখন মার কাছে বসিলাম তখন নানা কথা হইতে লাগিল। প্রায় ১১॥ টার সময় মা বিশ্রাম করিবার জন্য উঠিলেন। উহা দেখিয়া জিতেন (মুখার্জ্জি) বাবু বলিলেন, "মা, তুমি আমাদের সহিত আলাপের সময় ক্রমেই কমাইয়া দিতেছ। মৌন থাকা, পাঠ শ্রবণ করা ইত্যাদি নিয়ম করিয়া একদিকে যেমন তোমার সহিত আমাদের কথা বলিবার সুযোগ কমাইয়া দিতেছ, অন্যদিকে আবার ঐ সব কারণে তোমার একান্তে থাকার সময়ও তেমনি বাড়িয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে বেলা ১২টার সময় তুমি বিশ্রাম করিতে যাইতে, আজ ১১॥ টার সময়ই বিশ্রাম করিতে যাইতেছ।" জিতেনবাবুর কথা শুনিয়া মা বিশ্রাম করিতে না গিয়া তাঁহার ঘরের দরজার সম্মুখেই বসিয়া পড়িলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "এখন কথাবার্ত্তা যেন কম হইয়া যাইতেছে। দেহটাকে কে যেন একান্তে টানিয়া নেয়। তোমরা অবশ্য দেখিতেছ যে আমি একান্তে যাইতেছি, কিন্তু ওখানেও একান্ত নয়। এখানেও যেমন লোক ওখানেও সেইরূপ। হয়ত এমনও খেয়াল হইতে পারে যে একেবারেই একান্তে থাকিব। এখন অবশ্য সেরূপ কোন খেয়াল হইতেছে না। তবে কথা বলা অনেকটা কমিয়াছে।

"তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ যে, আজকাল কথা বলিতে কোন একটা দিক লইয়াও কথা বলা হয় না। যখন কোন একটা দিক লইয়া কথা বলা হয় তখন কেহ যদি উহার মধ্যে তাহাদের মতের অনুকূলে কোন কথা পায় তবে তাহাতে বেশ আনন্দ লাভ করে। পূর্ব্বে এইরূপ কথা বেশী হইত। এখন কোন বিষয় আলোচনা করিতে একটু একটু করিয়া সকল দিকই ছুঁইয়া যাই। এই সব কথা তোমরা ভাল করিয়া বোঝ না। সেইজন্য তোমাদের ইহা ভালও লাগে না। তোমরা সকল কথাই বুদ্ধির ভিতর দিয়া বুঝিতে চাও, কিন্তু অনেক সময় যাহা বলা হয় তাহা বুদ্ধি দিয়া ধারণা করা শক্ত। যেমন বলা হয় যে, অখণ্ড জ্ঞানে কোন বিষয় আছে বা নাই বলা যায় না। সবই আছে আবার কিছুই নাই, অথবা 'আছে' এবং 'নাই' এর কোন প্রশ্নই নাই। এই সব বিষয় ধারণা করা শক্ত। কারণ ইহা বুদ্ধির বিষয় নয়। এই সব কথা হইতে যদিও তোমরা সত্য বিষয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণা করিতে পার না, কিন্তু উহার আভাস কিছু কিছু পাইয়া যাও। তাহাতেও কাজ হয়। এই সব বিষয়ের পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারাও সংস্কার কিছু কিছু কাটিয়া যায় এবং সত্য প্রকাশের সহায়তা করে। সেইজন্য আমি বলি, নাম, জপ সদালোচনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ সমস্তই আধ্যাত্মিক পথের সহায়ক।

বাবা ভোলানাথের রোগ এবং দেহত্যাগ

"তোমরা অনেক সময় বল না যে, মা জানে, কিন্তু বলে না। বাস্তবিক অনেক সময় সকল কথা বলা হয় না। কারণ ঐ সব কথা বলিলে উহার ফলাফল যাহা হইবে তাহাও দেখিতে পাই, এবং উহা হইতে খেয়াল হয় যে, এখন কথাটা বলা হইবে না। অনেক সময় অনেক লোকের মধ্যেই কোন কথা বলা হয়, কিন্তু কে কে ঐ কথা শুনিবে এবং উহার অর্থ বুঝিবে তাহাও আমি জানি। এত লোকের মধ্যে হয়ত দুই একজন উহা শুনিল, অন্যে কিছুই শুনিল না বা বুঝিতে পারিল না।

"অনেক সময় আভাসে কিছু বলিয়া ফেলি, কিন্তু অনেকেই উহা ধরিতে পারে না। যেমন ভোলানাথের অসুখের সময় শিবশঙ্কর বাবা বলিয়াছিল, "মা, তুমিত জানিতে যে, বাবা ভোলানাথ বাঁচিবেন না, তবে মৃত্যুর তিন চারিদিন পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার চোখে বার বার মাখন দিতে বলিয়াছিলে কেন? উহা হইতে আমি মনে করিয়াছিলাম যে, বাবা ভোলানাথ বুঝি বাঁচিবেন।" বাস্তবিক ভোলানাথ যে বাঁচিবে না তাহা আমি জানিতাম, কিন্তু আমি আরও জানিতাম যে, সে শেষ সময় আমাকে দেখিতে চাহিবে। বসন্ত হইয়া তাহার চোখে দগ্‌দগে ঘা হইয়াছিল। আবার চটা পড়িয়া উহার উপরটা শুকাইয়া যাইতেছিল। এই অবস্থায় যদি উহাকে মাখন দিয়া ভিজাইয়া রাখা না হইত তবে শেষ সময়ে সে আমাকে দেখিতে পারিত না। চাহিতে গেলেই চোখ ফাটিয়া রক্ত পড়িত। মৃত্যুর দিন বার বার সে বলিতে লাগিল, "তুমি কোথায়? তোমাকে স্পর্শ করিতে ইচ্ছা করে।" আমি কাছে গিয়া আমার হাত বাড়াইয়া দিলাম। সে উহা স্পর্শ করিল। কিন্তু হাতে বল নাই বলিয়া হাত বেশীক্ষণ তুলিয়া রাখিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিতেছিল না। বার বার হাত পড়িয়া যাইতেছিল। শেষে আমিই আমার দুই হাত দিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিলাম। ভোলানাথ তখন বলিতে লাগিল, "তোমাকে দেখিতে পাই না, তোমাকে দেখিতে ইচ্ছা করে।" আমি তখন তাহাকে চাহিতে বলিলাম এবং সে চাহিয়া আমাকে দেখিতে পাইল। আমি তাহার সমস্ত শরীরে হাত বুলাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কেমন লাগে ?" ভোলানাথ বলিল, "আনন্দ।" তখন তাহাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার সন্ন্যাসমন্ত্র মনে আছে ?" সে বলিল, "আছে", এবং উহা উচ্চারণ করিয়া আমাকে শুনাইতে লাগিল। এদিকে এমন সব ব্যবস্থা করা হইয়াছিল যে, ঐ মন্ত্র যেন অন্যের কানে না যায়। তোমাদের (সুশীলা) মাসীমা ঐখানে বসিয়াছিল। তাহাকে গ্লুকোজ তৈয়ার করিয়া আনিতে বলিলাম। সে একটু দূরে গিয়া গ্লুকোজ তৈয়ার করিতে বসিয়া গেল। কাজেই সন্ন্যাসমন্ত্র আর শুনিতে পাইল না। তাহা ছাড়া ভোলানাথের মৃত্যুর পর মালা ইত্যাদি যাহা দরকার তাহাও তৈয়ার হইয়াই ছিল। শেষ সময় ভোলানাথ বলিল যে, তাহার শীত বোধ হইতেছে। তখন তাহার জন্য যে একখানা গৈরিক কাপড় রাখা হইয়াছিল উহা দিয়া তাহাকে ঢাকিয়া দেওয়া হইল। তারপর সকলকে কীর্ত্তন করিতে বলিলাম। তখনও কেহ বুঝিতে পারিল না যে, ভোলানাথের শেষ সময় উপস্থিত। কারণ কীর্ত্তন প্রায়ই হইত এবং ভোলানাথ উহা শুনিতে ভালবাসিত।

"ভোলানাথের সমস্ত ব্যবস্থা এই দেহই করিয়াছিল। ব্যবস্থা করিয়া যখন ডাক্তারকে উহার কথা বলা হইত তখন ডাক্তার বলিত যে, ঠিক ঠিক ব্যবস্থাই হইয়াছে। রোগীর সেবা করিতে গিয়া রোগী বাঁচিবে কি মরিবে উহা বিচার করিতে নাই। রোগীকে একটু শান্তি দেওয়াই হইল সেবার উদ্দেশ্য। ভোলানাথকে তেলে ভিজাইয়া রাখা প্রভৃতি সমস্ত ব্যবস্থা আমি করিয়াছিলাম। আমি-ই ত ভোলানাথ। কাজেই আমি জানিতাম যে তাহার যন্ত্রণা কি এবং কি করিলে সে শান্তি পাইবে। অনেকেই রোগীর সেবা করিতে যায়, কিন্তু তাহাদের এইরূপ যোগ থাকে না বলিয়া তাহারা সেবা করিয়া বিশেষ শান্তি দিতে পারে না। এ দেহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন বৌ সাজিয়া ছিল এবং মৌন ছিল তখনও এইরূপ হইয়াছে। আমাদের বাসার নিকটেই একটি ছেলে ছিল। তাহারা নীচ জাতের এবং খুব গরীব। প্রায়ই আমি তাহাদের বাড়ী যাইতাম এবং সে আমাকে বৌদি বলিয়া ডাকিত। মাঝে মাঝে ঐ ছেলেটির জ্বর হইত এবং তখন সে মাথার যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িত। যাহারা তাহার সেবা করিত তাহারা অবশ্য মাথায় জলপট্টি দিত, কিন্তু এ দেহ যাইয়া যখন জলপট্টি দিত তখনই সে শান্তি পাইত, এবং চক্ষু বুজিয়া থাকিলেও শুশ্রূষার রকম দেখিয়া সে বলিয়া উঠিত, "বৌদি বুঝি আসিয়াছে।"

"ভোলানাথের বাহ্যিক ব্যবহার খারাপ থাকিলেও এ দেহের প্রতি মনে মনে তাহার খুব শ্রদ্ধা ছিল। সে আমাকে চোখের আড়াল করিতে চাহিত না; তাহার কারণ এই যে, সে মনে করিত আমি একা থাকিলে হয়ত দেহত্যাগ করিয়া ফেলিতেও পারি। কিন্তু তাহা সে কিছুতেই হইতে দিবে না। তাহার ব্যবহার দেখিয়া লোকে তাহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া মনে করিত, কিন্তু তাহারা প্রকৃত কারণ জানিত না। ভোলানাথের আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, সে আমার সম্মুখে মরিবে, এবং মুখেও বলিত, "আমি যাহা খুসী তাহা করিব, যাহা ইচ্ছা তাহাই খাইব, উহাতে আমার কিছুই হইবে না। তোমার সম্মুখে মরিলেই আমার সদগতি হইবে।" এ দেহের উপর দিয়া যে সকল যোগক্রিয়া হইয়া গিয়াছে তাহা সে সমস্তই জানিত। ঐগুলি তাহার সম্মুখেই হইয়াছিল। কাজেই সে মুখে যাহাই বলুক না কেন অন্তরে অন্তরে সে এ দেহকে খুব শ্রদ্ধা করিত।

"এ দেহের নিকট হইতে যে দীক্ষা লাভ করিয়াছে তাহা প্রকাশ করিতে সে লজ্জা বোধ করিত না। বলিত, "ইহা প্রকাশ করা লজ্জার কথা কি? বরং লোকে জানুক যে স্ত্রীও গুরু হইতে পারে।" পরে তাহার ধারণা হইয়া গিয়াছিল যে, সে-ই আমাকে দীক্ষা দিয়াছে। আগে আমাকে হরিনাম করিতে দেখিয়া সে বলিত, "আমরা শাক্ত, তুমি হরিনাম কর কেন?" উত্তরে আমি যখন বলিলাম, "তবে কি নাম করিব? 'জয় শিব শঙ্কর' বলিব?" ভোলানাথ বলিল, "হাঁ"। কিন্তু কি নাম করিতে হইবে তাহাও যে আমার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে লক্ষ্য করিল না। তাহা ছাড়া লোককে উপদেশ দিতে গিয়া এ দেহ অনেক সময় পিতা গুরু, মাতা গুরু, পতি গুরু ইত্যাদি কথা বলিত। এই সব শুনিয়া তাহার সত্যসত্যই ধারণা হইয়া গেল যে, সে এ দেহের গুরু এবং এ দেহকে সে দীক্ষা দিয়াছে। পরে নর্ম্মদায় একদিন খুকুনী আমাদের মধ্যে কে কাহাকে দীক্ষা দিয়াছে এই প্রশ্ন তুলিলে ভোলানাথ বলিতে লাগিল যে, সে-ই এ দেহকে দীক্ষা দিয়াছে। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি যদি এ দেহকে দীক্ষা দিয়া দিয়া থাক তবে বল ত এ দেহের দীক্ষা মন্ত্রটা কি?" ভোলানাথ উত্তর করিল, "শিবায় নমঃ।" আমি তখন তাহাকে বলিলাম যে, ঐ মন্ত্র এ দেহ আজ পর্য্যন্তও জপ করে নাই। তারপর সত্য সত্যই যাহা হইয়াছিল তাহা তাহাকে আমি ধীরে ধীরে বলিলাম। বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বল ত এখন কে আমাকে দীক্ষা দিয়াছে?" তখন সে স্বীকার করিতে বাধ্য হইল যে, এতদিন তাহার ভুল ধারণাই ছিল। মাঝে মাঝে এ দেহ হইতে এমন ভাবে প্রশ্ন বাহির হয় যে, তাহার উত্তর দিতে কেহ মিথ্যা কথা বলিতে পারে না। ভোলানাথও পারিল না। তাহা ছাড়া ভোলানাথের একটা ভয় ছিল যে, সে যদি আমার প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দেয় তবে আমি হয়ত দেহত্যাগ করিয়া ফেলিতেও পারি।"

এই কথা বলিতে বলিতে বেলা প্রায় ১২॥ টা বাজিয়া গেল। মাকে বিশ্রাম দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল।

বেলা প্রায় ৫টার সময় মা হলঘরে আসিয়া বসিলেন। এই সময় নেপাল দাদা হিন্দী রামায়ণ পাঠ আরম্ভ করিলেন। একা নেপাল দাদাই তিন বেলা এক ঘণ্টা করিয়া পাঠ করিয়া আসিতেছেন। সকাল বেলা 'সাধন সমর', বিকালে হিন্দী রামায়ণ এবং রাত্রিতে কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত পাঠ হইয়া থাকে। আজ গ্রাম হইতে অনেক স্ত্রীলোক মা'র সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন। ইহা দেখিয়া আমি হলঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। আধ ঘণ্টা পরে গিয়া দেখি যে স্ত্রীলোকগণ চলিয়া গিয়াছেন। আমরা মা'র কাছে বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পর মা আবার বাবা ভোলানাথের কথা উঠাইলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মা বলিতে লাগিলেন, "ভোলানাথ যখন হরিদ্বার হইতে ফিরিয়া কিষণপুরে আসিল তখনই দেখিতে পাইলাম যে, সে রোগের পূর্ণমূর্ত্তি লইয়া আসিয়াছে। মুখ, নাক, চোখ অসম্ভবরূপে ফুলিয়া গিয়াছে। তাহার জন্য আশ্রমের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের কোঠায় বিছানা পাতিয়া দেওয়া হইল, এবং সে যেদিকে মাথা রাখিয়া শুইবে তাহাও বলিয়া দিলাম। পরে গিয়া দেখি, ভোলানাথ উহা বদলাইয়া দিয়াছে, এবং নিজে ইচ্ছা করিয়া অন্যদিকে শুইয়া আছে।

"তাহার রোগও ছিল বিষম। খুব খারাপ জাতীয় বসন্ত, যা'কে বলে চর্ম্মদল। (অখণ্ডানন্দজীকে লক্ষ্য করিয়া) বাবাজীরা প্রথমে এই রোগকে সামান্য রোগ বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু রাত্রিতে আমি টর্চ্চ দিয়া তাহাদিগকে ভোলানাথের গায়ে কতকগুলি গুটি দেখাইয়া বলি যে, ঐগুলি খুব খারাপ। বসন্তে ভোলানাথের সমস্ত শরীর ফুলিয়া এক বিকট মূর্ত্তি হইয়াছিল। এই বসন্তের ভয়ে আশ্রমের সম্মুখের বড় রাস্তা দিয়া কেহ বড় যাতায়াত করিত না। শিবশঙ্কর বাবা দেরাদুনে আসিয়া পৌছিবার পূর্ব্বেই ভোলানাথকে অলিভ অয়েলে (olive oil) ভিজাইয়া রাখা হইয়াছিল। শিবশঙ্কর বাবা আসিয়াও তাহাকে কবিরাজী তেলে শোয়াইয়া রাখিল, অর্থাৎ অয়েল ক্লথে তেল ঢালিয়া তাহার উপর ভোলানাথকে শোয়ান হইল।

"ভোলানাথের মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বেই এ দেহের মা, খুকুনী প্রভৃতিকে আশ্রম হইতে অন্যত্র পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল ; কারণ এখানে যখন আশ্রম করা হইয়াছে তখন ইহার পবিত্রতা রক্ষা করা দরকার। উহারা থাকিলে ভোলানাথের মৃত্যুর পর কান্নাকাটি করিয়া আশ্রমের পবিত্রতা নষ্ট করিত। ইহারা অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে ভোলানাথের মৃত্যুর পর আর কোন সাড়াশব্দ নাই, সবই চুপচাপ। মৃতদেহ লইয়া যাহারা বসিয়াছিল তাহাদের মধ্যেও সেজন্য কোন অশুচি ভাব আসে নাই। জ্যোতিষের মৃত্যুর পরও এইরূপ হইয়াছিল। তাহা ছাড়া যাহারা ভোলানাথের সেবা করিয়াছিল তাহাদের মনেও কোন ভয় হয় নাই। সকলকেই আমি খুব সাবধান মত চলিতে বলিয়াছিলাম। ভোলানাথকে স্পর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইলে হাতের আঙ্গুলে নেকড়া জড়াইয়া লইতে বলিয়াছিলাম। উহারা তাহাই করিত। কেবল শিবশঙ্কর বাবা সে সব কিছু করিত না। কাহারও মনে শঙ্কা, ঘৃণা ইত্যাদির ভাব ছিল না। তাহারা মনে করিত যে, তাহারা যেন সাধারণ জ্বরের রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে।

"ভোলানাথের মৃত্যুর পর তাহার জল-সমাধির যোগাড় ধীরে ধীরে হইতে লাগিল। ইহাতেও কাহারও মনে দুঃখ নাই। এ যেন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়া। মজাও এমন, ভোলানাথের দেহত্যাগের পর যাহা যাহা দরকার হইতে পারে তাহাও দিনের বেলায়ই আপনা আপনি যোগাড় হইয়াছিল। অথচ কেহই তাহার মৃত্যুর আশঙ্কা করে নাই। বিকাল বেলা কেহ কেহ যখন আমাকে ভোলানাথের অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিল তখন আমি বলিয়াছিলাম যে, অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু আমার কথা শুনিয়া ইহারা অনেকেই মনে করিল যে আমি স্বামীর বিপদে খুব ঘাবড়াইয়া গিয়াছি, এবং মমতাবুদ্ধি হইতেই সামান্যকে বড় করিয়া দেখিতেছি। অবস্থা যে খুব খারাপ এ কথা ডাক্তার বলে নাই, এমন কি ডাক্তার নিজেও বোঝে নাই। কারণ মৃত্যুর পরদিন সে ভোলানাথকে আসিয়া দেখিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। আশ্রমের সকলেই ভোলানাথকে অন্যান্য দিনের অপেক্ষা একটু ভাল দেখিতেছিল। এতদিন সে কথা বলিতে পারে নাই, কিন্তু ঐদিন সে কথা বলিয়াছিল। পূর্ব্বদিন সে ডাল ভাত খাইতে চাহিয়াছিল। আমি শিবশঙ্কর বাবাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এরূপ অবস্থায় ভাত দেওয়া যায় কিনা। বাবা বলিয়াছিল যে, যদি ভোলানাথ খাইতে পারে তবে তাহার আপত্তি নাই। বাস্তবিকই যে লোক গলা এবং সমস্ত শরীরের ঘায়ের জন্য কথা বলিতে পারে না, কিছুই গিলিতে পারে না, সে কেমন করিয়া ডাল ভাত খাইবে? যাহা হউক, যাহাতে ভোলানাথের এই বাসনা পূর্ণ হয় সে ব্যবস্থা এ দেহ করিয়াছিল। আমাদের সারারাত্রিই জাগিয়া কাটাইতে হইত। রাত্রি থাকিতেই আমি দুইটি 'আংটা' জ্বালাইতে বলিয়া দিলাম। উহার উপর দুই পাত্রে জল চাপাইয়া ডাল ও চা'ল ভিন্ন ভিন্ন নেকড়ায় বাঁধিয়া সিদ্ধ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলাম। যখন ডাল ও চা'ল খুব সিদ্ধ হইয়া গেল তখন ঐ জলের মধ্যেই ডাল ও চা'ল কিছু কিছু গুলিয়া জুষের মত করিতে বলিলাম। পরে একটা গ্লাসে ঐ জুষ হইতে কিছু কিছু লইয়া মিশাইয়া দিতে বলিলাম যেন বার্লির মত উহা ভোলানাথকে খাওয়ান যায়। সমস্তই এ দেহ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া প্রস্তুত করাইল। পরে উহা ভোলানাথের কাছে পাঠাইয়া দিয়া স্নানের ঘরে হাত মুখ ধুইতে গেলাম।

"ভোলানাথের কাছে যখন উহা লইয়া যাওয়া হইল ভোলানাথ উহা কিছুতেই খাইতে চাহিল না। সে বলিল, আমি প্রসাদ করিয়া না দিলে সে উহা মুখে দিবে না। এই সময় তাহার পূর্ব্বের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। পূর্ব্বেও দেখা গিয়াছে যে, যখন ভোলানাথ ও এ দেহ খাইতে বসিত তখন সে আগে এ দেহের মুখে ভাত ইত্যাদি না দিয়া নিজে খাইত না। অর্থাৎ এ দেহ প্রসাদ করিয়া দিলে পর সে খাইত। মাঝে লোকের গঞ্জনায় এই ভাবটা চাপা পড়িয়া যায়। লোকে তাহাকে বলিত, "তুই এ সব কি করিস? এ কি তোর স্ত্রী নয়?" এই সব কথায় ভোলানাথ এ দেহের সহিত অন্যরূপ ব্যবহার করিত। কিন্তু তাহার ঐ সব ব্যবহার ছিল অতি কাঁচা, এবং অনেকটা অনিচ্ছা সত্ত্বে। লোক লজ্জার ভয়ে সে ঐরূপ করিত। তাই উহা শেষ পর্য্যন্ত টিকিল না। শাস্ত্রে যে অভ্যাসের উপর জোর দেওয়া হয় তাহাও এইজন্য। অভ্যাস করিতে করিতে যদি কিছু স্বভাবে চলিয়া যায় সে ত ভিন্ন কথা। কিন্তু তাহা না হইলেও অভ্যাসের ফলে সদ্‌ভাবগুলি অনেক সময় অন্যান্য ভাবগুলিকে চাপা দিয়া শেষ সময় জাগিয়া উঠে।

"দেহ ছাড়িবার দুই তিনদিন পূর্ব্ব হইতেই ভোলানাথ এ দেহকে 'মা', 'মা' বলিয়া ডাকিত। চোখে দেখিতে পারিত না বলিয়া, স্পর্শ করিয়া দেখিত যে আমি তাহার কাছে আছি কিনা। পরে এ দেহকে দেখিবার জন্য সে ব্যাকুল হইল। সে ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হইয়াছিল তাহা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহা হউক, প্রসাদ না করিয়া দিলে যখন ভোলানাথ ঐ জুষ কিছুতেই খাইবে না বলিতেছিল তখন আমি উহাদিগকে ঐ জুষের একটুখানি আমার মুখে ঢালিয়া দিতে বলিলাম। উহারাও তাহাই করিল। কিন্তু তবুও ভোলানাথ উহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খাইবে না। এ দেহ যদি তাহাকে খাওয়াইয়া দেয় তবেই সে খাইবে এইরূপ বলিল। তখন চামচ দিয়া একটু একটু করিয়া উহার সমস্তটাই তাহাকে খাওয়াইয়া দেওয়া হইল।

"ভোলানাথের দেহ ছাড়িবার দুই একদিন পূর্ব্বে দেখা গেল তাহার মাথার ব্রহ্মতালুটা শিশুদের মত নরম হইয়া নীচু হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কিন্তু রোগের জন্য নয়। দেহ ছাড়িবার পর আশ্রমের প্রায় সকলেই ভোলানাথকে হরিদ্বারে লইয়া গিয়া জল সমাধি দিয়া আসিল।

"পরদিন আশ্রমের ঘরগুলি ঔষধ দিয়া ধোয়াইয়া দিতে সরকার হইতে লোক আসিল। তাহারা ধুইতে গিয়া সমস্ত ঘর উলট পালট করিয়া লইল। আমি রান্না ঘরের বারান্দায় গিয়া বসিলাম। এদিকে ডাক্তারবাবুর স্ত্রী, ভানুবাবুর স্ত্রী প্রভৃতি আমার সহিত দেখা করিতে আসিল। আমার সহিত কি ভাবে কথা বলিবে এই সব চিন্তা করিতে করিতে তাহারা অতি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদিগকে ঐ ভাবে আসিতে দেখিয়া এ দেহ হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। ঐ ভাবে হাসিতে দেখিয়া তাহারা একটু অবাক্ হইয়া গেল, এবং পূর্ব্বের চেয়ে একটু তাড়াতাড়ি এ দেহের দিকে আসিতে লাগিল। পরে ভোলানাথের মৃত্যুর সমস্ত অবস্থা আমি এমন ভাবে বলিতে লাগিলাম যে উহা শুনিয়া তাহারাও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, এবং ফিরিবার পথে তাহাদের সমস্ত সঙ্কোচ কাটিয়া গেল। তাহারা হাসিমুখেই বাড়ী চলিয়া গেল।"

বাবা ভোলানাথের কথা বলিয়া মা নির্ম্মলবাবুর মৃত্যু বিবরণ দিলেন। ইহা পূর্ব্বেই একবার বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া আর পুনরুক্তি করা হইল না।* তবে এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীমা একটি নূতন কথা বলিলেন। মা বলিলেন যে নির্ম্মলবাবুর মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার সহিত শ্রীশ্রীমায়ের সাক্ষাৎ হয়। তিনি এক জ্যোতির্ম্ময় লোক হইতে নামিয়া আসিয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিয়া যান। তাঁহার

* শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী প্রসঙ্গ প্রথম খণ্ড পৃঃ ৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গে আরও দুই একজন মহাপুরুষ ছিলেন। নির্ম্মলবাবু নাকি ঐ জ্যোতির্ম্ময় লোকের অধিপতির সহিত সারূপ্য লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছেন।

এই সব আলোচনা হইতে হইতে সন্ধ্যা হইয়া গেল। শ্রীশ্রীমা হল ঘর হইতে বাহির হইলেন। আমরাও আশ্রমের পাদদেশে নহরে গিয়া হাতমুখ ধুইয়া আসিয়া আহ্নিক করিতে বসিয়া গেলাম। সন্ধ্যার পর পাণ্ডেজী কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক লইয়া শ্রীশ্রীমায়ের সহিত দেখা করিতে আসিলেন। রাত্রি প্রায় ১০টার সময় তাঁহারা ফিরিয়া গেলেন।

—ক্রমশঃ

"সর্ব্বাবস্থায়ই শান্তি ও শান্ত থাকাই কর্ত্তব্য। কাহারও মুখে কোনও কোনও কথা শুনিয়া কাহারও উপর খারাপ ধারণা করা অনীতির আশ্রয় নেওয়া হয়। বিদ্বেষ ভাব, অভিসম্পাত, খারাপ ভাষা, ভাব ইত্যাদি মনে মনেও যদি কেহ রাখে তাহা হইলে নিজেরই উপর পড়ে ও পড়িবে। এই ভাবে নিজের ক্ষতি নিজে কাহারও করিতে নাই।"

"মা"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The ONE who is the Eternal, the Ātman,
He Himself is the traveller on the path of Immortality,
He is all in all, He alone is.

MĀTRI VĀNI

"*Mahashunya*—the Great Void—is alone His Form. But it has to be distinguished from the ordinary void that belongs to the world; where this functions the Great Void cannot be comprehended. * What is and what is not? Yet everything is and is also not—and neither is it not, nor is it. Albeit—to find all by losing all, this is what is wanted."

* * *

"You and I are two persons and yet you and I are one; and the gap between the two of us, this also is myself: there can be no question at all of duality. Attachment and hate arise out of the sense of duality."

* * *

---

* *Mahashunya*—Great Void means Absolute Consciousness characterized by the absence of all creation. *Shunya* or (ordinary) void is the interval or gap between every two persons, things, feelings, thoughts, ideas, etc., which of necessity exists in the world of duality.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"Whether this body talks to you or laughs or lies down to sleep, or whether it sinks to the ground and rolls about, as sometimes happened during *kirtan*—no matter how many different states and conditions this body may appear to be in, it nevertheless remains always in the one state. Indeed everything occurs out of the one condition."

* * *

"Again when *puja*, etc. was spontaneously performed by this body, * then the particular characteristics of the deity worsipped, the *āsanas* (postures) and *mudras*, † the display of power and so on, specific to that deity, everything manifested through this body in exactly the prescribed manner. But all this, far from being the product of imagination, was as real as you are here right now before me. Every detail of the paraphernalia necessary for the ceremony not only appeared of itself, in fact it issued from this body ! Even the forms (*murti*) of gods and goddesses were taken out of this body, made to sit down and then were worshipped. Again when the *puja* had been completed they re-entered this body exactly from where and in the same way in which they had emerged. It has to be borne in mind that everything is possible."

* * *

* Mataji here refers to the time when She played the role of a *sādhika* (in Her twenties.)

† Positions and movements, mostly of the hands and fingers that are a part of ritual.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"You know in what manner service was done by this body : I myself was the patient, I was his suffering, and the nursing was also done by me. This is why whatever was required anywhere, at any time, came about in precisely the way needed. You also should exert yourselves and try at least to engage in service with heart and soul, considering whomsoever you serve as your own self : by so doing, no matter what be the nature of your service, it will in time become instinct with life."

* * *

"It is characteristic of this body that from whatever point of view anyone may speak at any particular time, it will respond from precisely that point of view or angle. This body is not always consistent in what it says in the way you would be. Everyone's varying thoughts and feelings are indeed ever clearly visible before my eyes."

* * *

"If happens off and on that the forms (*murti*) of diseases† approach this body. They may even enter it and have free play for a certain period of time. It is the nature of this body neither to invite anyone nor to send anyone away. Just as you exist, so do illnesses. This body does not turn

† Mataji says that every disease has a distinct form (*murti*) that can be perceived on a subtle plane.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

you away, as you well know ; why then should it mete out a different treatment to them ?"

* * *

"For this body only the ONE exists, there is not even the possibility of a second. Who then can give trouble to whom ? Only if there be 'another' can he cause trouble."

"Light is gained by His Grace alone. He is the One to be held in remembrance at all times. There is nothing else that you need feel concerned about, father : contemplate only Him and Him alone."

"Ma"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Conversations with Sri Sri Ma Anandamayi

RECORDED BY PROFESSOR B. GANGULY

(Translated by Atmananda)

(2)

Question : What is the significance of the saying in the Bible : "Knock and the door shall be opened to you ?" Does it refer to the opening of the door of the ego ?

Mataji : What is your opinion ? One has of course to break up one's own ego.

Question : When the walls that make up the ego have been demolished, what happens ?

Mataji : On what foundation do those walls rest ?

The Questioner : On the cover that is spread over the Light of the Self.

Mataji : Now you have yourself given the answer !

Question : What actually is the ego ?

Mataji : You imagine that you are the doer of your actions—this indicates the existence of the ego in you. '*Duniya*' (world) means '*du-niya*' (based on duality). Here the cause of the conflict lies in the idea that the ego is the doer of actions. Duality breeds conflict, problems, the separate 'I' and its activities. In the imperfect 'I' the ego is present, while the realization 'I am the Self (*Atma*)' is of the perfected

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'I'. The result of egotism is blindness. In the attitude of mind : 'I am the Lord's eternal servant,' there also seems to be duality, but the worldly 'I' has not survived. Not until the I is perfect, in other words not unless '*Aham Brahmasmi*' (I am the Brahman) has been realized will the ego be destroyed from its roots.

Question : Which of the two is better : to break the door and enter, or having broken up the ego, to remain lying at the door ?

Mataji : In the first instance the ego has still confidence in its own power and capacity, while the second is a case of self-surrender—and therefore He is sure to open the door and let you see the Light Eternal. The door is meant to be broken ; this may be achieved either by self-effort or by the special *sādhana** that the *Guru* prescribes. All *tapasya*† has for its sole purpose the piercing of the veil of ignorance. But God is not revealed by the seeker's own effort, He is ever Self-luminous and does not depend on any action. However, by one's own doing has the veil been fashioned and by one's own doing will it be destroyed ; and then the One who is eternally pure, fully enlightened and free will shine forth. Only what is removable will be removed ; how is it possible to remove what cannot be removed by any means ? When your life is centred in activity, either in the world or in the domain of thought, you experience relative happiness, for the sphere of the mind is in fact the kingdom

---

**Sādhana*—Spiritual practice performed for the purpose of preparing oneself for Self-realization.

† *Tapasya*—Hardships undergone with the definite object of attaining to the Spiritual.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of delusion. There, true happiness, which does not depend on anything, cannot be found. To be delivered from this want one has to take recourse to *sādhana*, and then the Beloved (*Ishta*) becomes revealed by virtue of the *Guru's* power. Where nothing undesired (*an-īsht*) can be, in other words no want or sorrow, that is indeed one's *Ishta*. Try to burn what can be burnt by Knowledge and to melt what can be melted by faith and devotion ; then the Beloved will stand revealed. The path of discrimination leads to the realization of the essence of Knowledge and the path of devotion to the revelation of the essence of Love. Verily, both are one : by *bhakti* one will arrive at a state where the Beloved is seen everywhere and in everything ; and by discrimination at the realization of the One-Brahman-without-a-second. Both are in fact one and the same ; no matter what be a person's method of approach, ultimately he will reach the One Destination. In nature there is gradual development, while the One State in which there are neither grades nor stages lies beyond nature. Here Pure Consciousness is realized, where even though the whole is taken from the whole, yet the whole remains unimpaired ; where even though the void is taken from the void, yet the void remains unaltered. He alone exists in the guise of nature as well as of supernature. By persevering in spiritual practice the 'I' (*Aham*) will be transformed into "I am THAT" (*Soham*) ; or in the case of those who advance along the line of devotion the wayward servant will be transformed into the Eternal Servant of the Lord.

In the realm of the fleeting there can be no peace, notwithstanding the great variety of objects of enjoyment,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

for none of them endure. The sense of want will never vanish unless the Eternal One has been realized. Actions that are the expressions of the ego will only lead to more perplexity ; but by engaging in *sādhana* the Self will be found. Do not be a traveller on the path of death ; become a pilgrim on the path of Self-realization. A life burdened by desires for sense objects is the path of death. So long as craving and passion persist, one is obliged to take a 'return-ticket' as it were, in other words one will be reborn in order to experience pleasure and pain again and again.

Question : Convicts in jail know for how long they have been sentenced. Why do the prisoners of the earth not know for how long they will be confined ?

Mataji : Why, indeed, it is made known to them. Supermen, saints and sages by proclaiming Truth are at all times making it clear that this world is a prison-house. Try to return from your captivity.

Question : Who is a mother (mātiı) ?*

Mataji : A mother ? This is the mother – earth. (Pointing to the earth).

Question : May householders take initiation by *mantra* from a *sannyāsi* ?

Mataji : From whomsoever a person is fated to receive something, from him will it be received.

**Mā* is the Bengali word for mother. The suffix 'ti' *is* commonly affixed to singular nouns, thus '*Māti*'. But Mātī with long 'ī' (ee) means earth.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : Is it right and proper to sever one's connection with one's family *guru* ?

Mataji : Ultimately all Gurus are one ; He who can reveal the eternal *Guru* who dwells in the disciple, He alone is a true *Guru*. If a *Guru* is given up, it must be understood that He has never really been accepted.

Question : What is the meaning of the word '*ānandamayi*' ?

Mataji : From times immemorial *ānandamayi* has been the epithet of *Bhāgavati* (God conceived as mother). *Anandamayi* is in fact contained in all things. Thus it is said that 'wherever a man is, there is *Shiva* and wherever a woman—*Gauri*'.

Question : Why is *ānanda* (bliss, happiness) so attractive to all human beings ?

Mataji : All manifestations are the manifestations of *ānanda*.

Question : What is sorrow ?

Mataji : Sorrow (*dukha*) is inherent in duality.*

In the realm of the mind, in the material world, which is the world of duality, there must of necessity be sorrow. Everything without exception is a form of God. In the disguises of sorrow, shadow, error and illusion manifests also but the ONE. Nevertheless, the special abode of sorrow and sin is where the thought of God is not. There is a story, in

* *Du* means two, and *dukha*—sorrow.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

which it is related that after God had created the universe and assigned their rightful places to all creatures, sin approached Him and asked: "Where is my place ?" The Creator replied : "Where God's name is not, there you may reside ; your dwelling-place is with the man who does not pronounce the name of the ONE, who does not cherish the remembrance of Him."

In your sorrows and troubles your prayers and petitions to Him. To Him you should confide all your difficulties, for He is the Fountain of Goodness.

"Ma"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

WHAT MOTHER IS NOT

VIJAIANANDA

What Mother is in reality is a perplexing question that has been voiced frequently and to which to this day nobody has been able to find a satisfactory reply; for the simple reason, it seems to me, that no adequate answer to this enigma exists. The full solution of the mystery can come only after complete spiritual Realization.

In this article, however, I intend to deal with a problem which is not quite so far beyond my limited possibilities. Among certain people false ideas are prevalent concerning Mother and Her teaching. These ideas are held by persons who have either met Mother only casually or else have merely heard or read about Her. Such wrong notions are to a certain extent excusable, for it is very difficult to find out along what line Mother actually teaches. A *vedantist* for example, when talking to Mother for the first time, will feel convinced that She is a pure *advaita vedantin*; a *śakta* may very likely say that She is an incarnation of the Divine Mother, advocating the cult of *śakti*; while a *vaiṣṇava* will see in Her a great *bhakta*, and so on. It is only after having known Her fairly closely and for a long time that one becomes aware of Her innumerable facets and of Her extraordinary universality. But let us examine one by one the incorrect or partly incorrect views about Mother that I have come across.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Is Mother a Tantrika Guru ?

(I shall refer to the world 'tantrik' not in its etymological and true meaning, but in the way it is commonly understood especially by Western people, namely as the path of *sadhana* that makes use of sexuality in its practices.)

When I first came to India I was told by a young Westerner that he had been warned against Mother, as She was supposed to be a "*yogini* dealing with *'s'aktis'*." This opinion can of course be held only by one who has never seen Mother and probably not even talked to any of Her devotees ; who is completely ignorant of the fact that strict *brahmacharya* (chastity) is one of the main requisites for admission into Mother's Ashrams, that people leading married life cannot join the Ashram at all and that moreover not only physical abstinence is necessary, but absolute purity of thought and emotion is aimed at.

Says Mother :

"It is the pure undefiled flower that finds a place at the feet of the Lord and nowhere else. Take great care to spend your life in spotless purity, worthy to be dedicated in worship to the Lord."

('Matri Vani' No. 85.)

As to Mother's own person it is needless to say that the name given to Her by Her parents, namely *Nirmala* (immaculate) is more than justified : Such absolute, flawless purity cannot be found in any earthly or even heavenly being.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Is Mother a Magician or Hypnotizer ?

It has come to my ears that there are those who believe that Mother attracts people through magic or hypnotism, with no other motive than to play with them. Someone from Europe who came to see me, related to me, he had been given to understand that there was a French doctor (the writer of this article) staying in Sri Anandamayi Ma's Ashram, whom She was keeping under the spell of Her hypnotic power. Someone had even been advised to try and rescue me.

To such deluded people we can only say that Mother is indeed a great divine magician, attracting to Herself innumerable men and women, who are under the spell of the terrible and powerful magician called *maya* and hypnotized by the countless ties of mundane life. By the charm of Her divine love Mother hypnotizes them away from worldliness and with Her infinite patience gradually leads them *"From the unreal to the Real, from ignorance to the Light of Wisdom, from death to Immortality."*

Is Mother a S'akta ?*

I have read an article about Mother in which the writer referred to Her as 'a child of the Divine Mother'. The author had obviously the best intentions and felt deep reverence for Mother, but he evidently failed to recognize Her true greatness. Mother does not worship any aspect of God, being Herself the

*S'akta—Worshipper of God conceived as Mother.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

embodiment of THAT, from which all gods and goddesses emanate. It is of course true that Mother often speaks of Herself as a little child and calls all married people Her fathers and mothers. But so far as I can understand, She is the kind of child to whom Sri Aurobindo refers when he writes that the Lord is an eternal child, playing an eternal play in an eternal garden.*

Is Mother S'akti Herself ?

In *S'akti* worship devotion is directed towards the Divine in Its dynamic aspect, putting less stress on the static, transcendental consciousness (*S'iva*). The personifications of *S'akti* as *Durga*, *Kāli*, *S'rī* correspond to different methods of awakening *kundalini*, the creative power slumbering in man. These deities possess a relative reality. They represent certain aspects of the Divine condensed into name and form. Mother says it is like water in ice. But what manifests through Mother's physical frame is THAT in which all deities have their source. To say that Mother is an embodiment of *Durga*, *Kāli* or any other deity, may be true, but it is only fragmentary truth.

Says Mother :

"The visions of gods and goddesses occur in accordance with one's inherited dispositions (*saṁskāras*) I am what I ever

*The book by Sri Aurobindo is not with me and the quotation is therefore not verbal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

was and shall be. I am whatever you conceive, think or say,"

(Mother As Revealed to Me, p, 6-7.)

and : ".....Thou art the embodiment of all gods and much more. Thou hast come out of me and I am the epitome of the created world....."

(Id. p. 51-52).

Is Mother Recommending the Cult of S'akti ?

The first nucleus of devotees that gathered around Mother were Bengalis of the upper classes who in their great majority are *S'aktas*. At present also there are quite a number of *S'aktas* among Mother's *bhaktas*. It is easy to understand why the worshippers of the Divine Mother are attracted to Mataji.

Her followers often greet one another by exclaiming : "*Jai Mā*" and are fond of uttering the word 'Mā' in connexion with *prāṇava*.

These are *mantras* used by *S'aktas*. When *kirtan* is sung in the *aśrams* the word 'Mā' can be frequently heard and also hymns to the Divine Mother. This is why people who are not well acquainted with Mother and Her ways may get the impression that Her teaching is based on the cult of *S'akti*. But those who have had the chance of becoming more intimately acquainted with Mother and Her surroundings know that among Her followers are not only a great many

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Vaiṣṇavas, but also '*Vedantists*, Sikhs, Jains, Christians, Jews and Mohammedans, The *kirtans* held in the ashrams are of *Rāma*, *Kriṣ ṇa*, *S'iva* as well as of *Devi* or simply of '*Bhagavān*' and some are purely *advaitic*, consisting of *mantras* from the *Upaniṣads*. The recitation of portions from the *Bhagavad Gītā*, the *Durga Sapta S'ati*, the *Upaniṣads* and the *Bhāgavata Purāṇa* forms part of the daily routine of the *aśrams*.

Is Mother a Great Bhakta ?

I have seen it in writing by authoritative hand that Sri Sri Anandamayi Ma is a great *bhakta*. Before coming to India I myself was under the impression that Mother was advocating *bhakti marga* (the path of devotion) and probably many people abroad as well as in India still hold this view. My wrong idea about Mother was based on the following facts :

1. *The bhāvas.*

I had heard and read that in Her early days a great variety of extraordinary raptures and divine ecstasies had been observed in Mother, especially when She listened to devotional music. But nowadays things have evidently changed. For the last nine years I have been with Mother, yet have never once witnessed any state of this kind. Those who live near Mother cannot help marvelling at Her wonderful poise and balance, which is quite unshakable. Behind the superficial emotions that are but a momentary identification with the people who happen to approach Her, She is ever in a

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

state of undisturbed, profound joy and peace, far beyond emotion. Sometimes while singing *kirtan*, Her features seem to express deep religious feeling; but no sooner has She stopped singing, in the twinkle of an eye, She resumes Her calm and serene countenance. Evidently She has merely played with the religious emotion, perhaps to give an example to devotional people.

As regards the *bhāvas* of Her early life, I suppose they occurred in response to the expectations and desires of the devotees of those days and were nothing more than a play on the surface. Mother can often be heard to say that She has ever been the same since Her infancy, notwithstanding all the apparent outer changes. As the pure crystal takes on the colour and reflects the object placed before it without actually undergoing any change itself, so Mother appears to be different according to Her surroundings.

2. *The Kirtans.*

Mother greatly encourages the singing of devotional music. *Kirtan* before sunrise and after sunset forms part of the daily programme of the *as'rams*. Wherever Mother happens to be *kirtan* is performed as a rule. She Herself sings off and on, even during public gatherings.

But at the same time Mother also encourages other spiritual exercises, such as *japa, dhyāna* (meditation), *vicāra* (self-inquiry) etc. in the case of those who are able and willing to engage in those practices. For many people

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

kirtan is a simple and effective method of luring the mind from worldliness to divine things through the medium of music.

3. *The devotees.*

Quite a lot of the people close to Mother are of the devotional type. *Bhakti marga*, being the easiest path, is followed by the majority of aspirants. But among Mother's devotees all other types of *sādhakas* are also to be found, namely those whose approach is by *karma*, *yoga* or *jñāna marga*, etc.

Is Mother a Vedantist or is She extoling any other school of thought ?

Without a doubt Mother teaches the highest truth as found in the *Upaniṣads.*

"This body* presents the matter from the standpoint of the *Risis* and *Muṇis*, from the line of approach that they choose." (Ananda Varta, Vol. V/3, p. 205).

But Mother does not belong to any sect, creed or school of thought. The 'Real' which She embodies and teaches is THAT from which all things emerge and in which they are rooted ; but 'THAT' itself is beyond caste and creed, beyond religion and philosophy. It cannot be described in words, nor measured by the mind in terms of name and form. However, for the *sādhaka*, the individual on the path, a line of approach through the channel of the mind is necessary.

* Mataji's way of referring to Herself.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Says Mother:

"In fact seekers after Truth are made each in a particular way, different from others as well as from one another, but in any case they have to pass through the gate of Truth."

(Ananda Varta, Vol. V/3, p. 204.)

and "When discussing creeds and paths one has to remember that it is only while on the way that one speaks of various paths....."

"But where there is no question of any doctrine nor of controversy, there is He at the root—He who is present in all these innumerable guises."

(Ananda Varta, Vol. V/3, p. 205,)

Mother's Universality

The seers, saints and *yogis* who attained to Self-realization have almost all followed a definite line of approach. After becoming spiritual preceptors they lead their disciples along the path they have themselves trodden, although it is true that some of them are able to guide aspirants by a few other lines of *sādhana* as well. But most of them prescribe a definite method by which Truth will be apprehended, as for example Self-inquiry, or *japa*, or self- surrender and so on. The consequence of adhering to one particular line of approach in preference to all the others is that only aspirants of a special type are able to get the benefit of such a *Guru's* guidance.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

But the divine Power that manifests through Sri Sri Ma Anandamayi is characterized by an extraordinary integrality and versatility as regards the knowledge of spiritual practices. It seems quite unfathomable that a being should exist to whom no path of *sādhana* is unknown.

In Her early life, during a period of about six years, Mother played the role of a *sādhika*. It was nothing more than a play, for Mother had never been in ignorance or bondage.

Says Mother :

"Let me tell you that what I am I have been from my infancy. But when the different stages of *sādhana* were being manifested through this body there was something like a superimposition of *ajñāna*.* But what sort of *ajñāna* was that ? It was really *jñāna*† masquerading as *ajñāna*."

(Mother as Seen by Her Devotees, p. 143).

As a rule it takes a whole life or sometimes several lives to master one line of *sādhana*. But Mother in the short span of six years traversed untold spiritual paths with all their stages and states up to perfection. Every avenue leading to Truth has been explored and mastered by Her. Some of those *sādhanas* are extremely difficult and perilous. Only exceptionally gifted and bold aspirants are able to use them. The few who

* Ignorance of the true nature of the Self.
† Knowledge of the Self.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

succeed reach only after long and strenuous efforts and after a great many ups and downs, whereas Mother accomplished all those practices without the least strain or exertion, just as a matter of play and in an incredibly short spell of time.

The following utterances of Mother about this topic are quoted from Sri Amulya K. Datta's diary, translated by himself from the Bengali original.

"I may tell you that this body has not followed only one particular line of *sādhan*, but has covered all the known lines. It has passed through all the different varieties of practices referred to by the sages of ancient times. This body has successfully gone through *nāma sādhana*, *hatha yoga* with its various *āsanas* and through diverse other *yogas*, one after another. In order to attain to a particular stage along one of those lines of *sādhana* an ordinary individual may have to be born again and again ; but in the case of this body it was a matter of a few seconds....."

"Moreover the different forms of *sādhana* that this body has been seen to practise, were not meant for this body, they were meant for you all....."

"When you relate your spiritual experiences to me, I often say that this body has had those experiences and this is why it knows what they are. Not only that : if anyone discloses to this body a special line of *sādhana*, it can describe in minute details the various stages of that very line."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

We may conclude that Mother is able to guide every type of *sādhaka*, no matter what his avenue of approach or his level of attainment.

This is why in Mother's *as'rams* there is an astonishing diversity of seekers after Truth. Those who follow *jñāna marga* live side by side with those who practise *bhakti* or *karma* or *hatha yoga*, etc. The *sādhaka* is required to mould himself according to the pattern given by the *Guru*. Mother guides him along the line he is already following and indicates the one that is best suited to his temperament and conditioning. She bestows on him knowledge and power, a knowledge and a power that are not imposed from outside, but come by bringing to the surface the *sattvic* mind, the higher self, which will in due course lead to the revelation of the Real Self, the ONE.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MOTHER

D. PADMANABHAN, I.C.S. (RETD.), BAR-AT-LAW.

In the vast stream of events which constitutes Indian history one feature recurring constantly is the appearance of Saints. For some reason not clear we every few years come upon certain persons who are distinguished not by their wealth or power in the worldly sense, but by a remarkable quality which may be called their 'other worldliness'. These men and in some cases women are marked out from their fellow-human beings by a rare simplicity, extreme purity and striking evidence of their contact with the Reality that lies behind the universe. There is something in the atmosphere of Indian Society which helps to throw up Saints. The Hindu is quite easily assured that this is a natural phenomenon. For does not the *Gita* itself say that in times of stress and of the dominance of the wicked, God incarnates Himself to punish Evil and save the Good ?

But the fact itself remains. A long succession of Sages have moulded Hindu Society and by the examples of their lives furnished an inspiration to their fellow-men. The heroes of India's past are not conquerers or political rebels, but scholars and Sages who have worked for the material and spiritual betterment of humanity. Empire builders have humbled themselves before Saints, and kings in the heyday of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

their power have renounced pomp and wealth and embraced poverty in quest of God. Throughout the Hindu period of our history and down the Muslim era and even in modern times there have been Mystics and Saints—both men and women of God. While dynasties tumbled, political groupings changed and the king of today became the beggar of tomorrow, the spiritual stream flowed on. Sometimes the Mystic was a philosopher, such as Shankara and Kabir. Sometimes he was a poet who enriched the foundations of his language like Tulasi Das, or the Alwar Saints of South India. Sometimes rarely, the Mystic was a man of action like Samartha Rāmadās, but mostly he or she was a recluse who drew away from the world not seeking disciples, but the latter nevertheless came. Again, rarely, the Mystic became a missionary fired by a passion for leading mankind to salvation. The earliest in Indian history was the Buddha and one of the latest Swami Vivekananda.

The question now arises where does Mother fit into this hierarchy ? There is nothing ostentatious about Mother. She dresses very simply. Her extreme humility which prompts Her to address every man as father and every woman as mother must strike everyone who has had the privilege of meeting Her. Her conversation is always direct and extremely courteous. Her language is simple, whether She uses Hindi or Bengali. But in the simplest of Her statements there is an indication of the hidden power which points to inner experience. The writer remembers once he referred to the Buddha in the Mother's presence and while mentioning *Samādhi*, Mother said: "There is another kind of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

nothingness." Perhaps the thought is obscure because of our inadequacy i.e. because we have not established rapport with Reality we cannot follow what Mother says.

It will be clear to all who have been privileged to meet Mother that She pays little attention to externals or to form ; She goes to the root of things and though some of the people round Her observe ritual and conform to tradition, She seems to attach no importance to the soulless observance of ceremonies, while She emphasises devotion and faith. If religion is the constant remembrance of God then Mother can be called deeply religious. No one who has heard Her leading *bhajan* with "Hey-Bhagavan" can forget it. There is a deep earnestness and suggestion of surrender to God which recalls the "*Prapatti*" of *Sri Ramanuja*. It would be interesting from the point of view of a layman to compare Mother with another Saint of Modern India, Sri Ramana Maharishi. I have had the privilege of meeting both ; in contrast to Mother Ramana Maharishi did not usually join in *bhajan*. The writer had an impression of an immutable and towering spiritual genius far removed trom the ordinary run of humanity in the case of Sri Ramana Maharishi. On the other hand Mother radiates an atmosphere of overwhelming kindliness and sweetness. A friend of mine, a noted barrister, told me that in Mother's presence all mental turmoil was stilled and that She had the rare faculty of making you feel close to the heart of things and a deep peace filled the mind when one was with Her. This has been the experience of many who sought Her company. I have heard Her described as the "Joy-Permeated Mother." This is an inadequate description of Her genius. She seems to me full of joy as well

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

as peace. I have attempted in the above paragraphs to give my impression of Mother's personality. It is very, very difficult for a person who is very much of this world to attempt an understanding of a spiritual genius like Mother and still more difficult to convey to others an experience which necessarily is subjective; but no person who has had the privilege of meeting Mother, but is the better for it.

"If you want to become a householder and take up family life you will have to pass through all kinds of experiences. Let your mind be centred in God, then only is there a prospect of complete peace."

"Ma"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mother Anandamayee : A Votary of Divine Love

DR. CHOU HSIANG KUANG, PH. D. (DELHI)

Asstt. Professor of Chinese, Allahabad University.

The present age, in which scientific invention is becoming a menace to culture and civilization, needs the healing influence of a religion of unalloyed love and devotion (*Prema Bhakti*), as exemplified by Shri Radha, the Dominated Divinity, in her unparalleled life of self-surrender and service at the feet of Shri Krishna, the Supreme Dominant Divinity. Mother Anandamayee seems to me to be a living Radha, and a living Mira as well.

I have had the good fortune of knowing Her and Her beneficient influence for many years. I met Her first at the Raipur Ashram, Dehra Dun while I was on an educational tour through India. I vividly remember this first darshan of Mother which has remained as a very clear and definite impression in my mind. It was about 1 p. m. on a day in January 1946 when the Manager of Roadways of Dehra Dun who happened to be a devotee of the Mother, very kindly arranged for me to go to the Raipur Ashram in his car. On arriving at the Ashram gate, I found thousands of men and women gathered round Mother. The hall was packed and I was unable to enter and therefore stood outside for about twenty minutes or so. It seemed to me that all men and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

women present were asking Mother to give them something of Her grace or blessing without making any effort themselves. It is true when we begin to seek Truth, we need a Guru to guide us safely across all sorts of obstacles and difficulties that have to be faced on the spiritual path. The Guru's grace is certainly needed by the aspirant. But this does not mean that disciples should sit idly by their Guru's side and expect Him to push them into *Samādhi* by some miracle. It is obvious that we have ourselves to walk every step of the spiritual path. God resides within every being, the *Purusha* in His perfection ever exists. If we practise meditation we shall see God. As Mother says, "Meditation is the real form of worship and formal ceremonies are but passing phases." (see Sat-Bani)

When at 1-30 p. m. Mother came out of the hall and stepped into a car, I gave up all hope of meeting Her, for I had come without any introduction, alone with my burning heart in search of Truth. At that very moment Mother called me by raising Her hand and invited me to get into the car and sit by Her side. We drove straight to the railway station. Mother was kind enough to consent to my travelling to Hardwar with Her in the same compartment, along with Mr. J. C. Mukerji, an Advocate of the High Court, Allahabad. We three were sitting together undisturbed all the way to Hardwar. I utilized every minute of the journey to benefit by putting question after question on Indian philosophy, religion and systems of *Yoga*. Mr. Mukerji acted as an interpreter. Mother's replies to every one of my questions gave me great satisfaction. Mother has had as

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

good as no school education, but Her knowledge is so profound and wide. Of course a person who gives spiritual instruction should not have mere book knowledge but must have first hand spiritual experience. Don't we read in Shri Ramakrishna's sayings that a teacher who undertakes to expound religion from book learning is like a man who undertakes to describe Banaras after having seen merely a map of the sacred city. Mother also gave me some advice concerning meditation.

When we got down at Hardwar railway station, an old Muslim gentleman came and bowed and prostrated himself before Mother. Mr. Mukerji remarked : "Chou, just see how this old Muslim gentleman who is a professor of philosophy of the Allahabad University puts his head on the ground before Her. How great Mother is." Mother allowed me to accompany Her to the Dharmasala for some time and then I had to take leave from Her, as my train for Lahore was due at 6 p. m. or so. Before I parted from Her, Mother told me again that if I had any spiritual experience, I should write to Her. I spontaneously responded by saying, "Will you accept me as your disciple ?" She just kept quiet with a smile on Her lips. The sun was setting on the western Himalayas when I returned to the station and Mother strolled to the Ganges to bathe in the holy river.

As the train was carrying me further and further away I felt that She is a Mother, full of love and tenderness. Yes, Mother is the embodiment of *Bhakti*—is intense love for God. When a person attains to it, he or she loves all, hates none; he or she becomes fulfilled for ever. This love has no motive

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and seeks no reward ; because so long as worldly desires endure that great all-embracing Love does not come.

When my appointments at the University of Delhi and the Indian Administrative Service Training School expired, I came to Allahabad in 1954 to act as Asstt. Professor of Chinese at the University. Though I went to see Mother at Gopal Ashram and George Town, Allahabad, I got no chance to talk to Her, as day and night She was surrounded by too many people. I therefore went to the Vindhyachal Ashram when Mother was residing there at the end of October, 1958. I discussed with Mother some problem of *Raja Yoga* in Her own room on the top floor of the Ashram and Swami Chinmayānanda acted as interpreter. Before I left Mother's presence She put a flower garland round my neck. I felt so keenly that if I did not achieve anything along the spiritual path it would be ungrateful to Her and I should feel ashamed of myself. This feeling always remains with me and never goes away.

Recently the *Ardha Kumbh Mela* was held at Allahabad from the 15th of January to the 25th of February, 1960. I met Mother on the 2nd of February at Her camp in the Mela area. About 30,000 Sadhus were assembled at the Mela and more than a million people came from every part of India. They bathed in the Ganges in order to wash their sins away, and at the same time also hoped for some sort of spiritual progress. However I have not a very high opinion of this kind of religious gathering, for God has to be found within ourselves and not without. There is a story in the Chinese Dhyāna Buddhist texts, which illustrates the idea that we should search God within and not outside of ourselves.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Dhyāna Master Huai-hai was asked by Ta-an :
"How to know the Buddha ?"
Huai-hai answered : "It is as if you were riding on
an ox and searching the ox."
Ta-an again asked : "What is it like to know the Buddha ?
Huai-hai said : "It is just as if you were coming
home on the ox's back."

In Yoga-Vasishtha the same idea is expressed thus : "Those who forsake God who is within the cave of the heart, and search for another God outside,—they are really searching for conch-shells after abandoning the *Kaustubha*, a precious gem, which is in their hands."

Before Mother shifted from the Kumbh Mela to 31, George Town on the 2nd of February, She told me at my request to meet Her there at noon on that very day. I had lunch at Dr. Bithika Mukerji's house and Mother replied to my questions in a gathering for about twenty minutes while Shri Atmananda (an Austrian devotee) acted as an interpreter. Later on I had another opportunity for a conversation with Mother in her own room and Dr. Panna Lal, I. C. S., very kindly took on himself the task of interpreting. By listening to Mother's words I have come to understand the process of *yoga* more clearly, although I have not yet been able to achieve any spiritual insight.

Today the power-intoxicated, war-thirsty spirit of the devil is roaring aloud, shouting its battle-cry, menacing not only to destroy the civilization of the world but also to lay axe to the root of the entire human race. We do want a teacher who can give us Faith, who can show us the straight way to the new Heaven and the new Earth of our fervent

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

hopes. Mother Anandamayee is the Mother of Supernature and the Pilgrim of Eternity, the great Power and Personality that the Time and Spirit has evolved out of the labour of the ages.

I deeply rejoice on the occasion of Mother Anandamayee's entering Her 65th year in May, 1960. Let us jointly celebrate and prostrate with veneration at the feet of this great saint :—

Mother,
This day too will pass,
And only rumour remain.
I came to the market of the world,
I sat by its bathing-ghat,
I sat down to sell my wares.
Mother,
The sun is seated on high,
And the Ferryman has come :
The load of many doth fill the Boat :
Alas, none thinketh of this unhappy one :
I am left behind,
For they ask for a coin from this poor man :
Where shall I get it ?
Mother,
O, Mother,
Give me, too, a place in the Boat,
Thy glory shall I sing,
And with Thy Name
And Thy Song on my lips
I shall plunge into the sea of life.

—Ramprasad Sen.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

IN QUEST OF GOD AND SAD-GURU

SRI P. M. VERMA, M. A., B. Sc., LL. B.

My quest for God started pretty early. About forty years ago, when I had barely entered my teens, I was an inmate of a Boarding House attached to an Arya Samaj institution at Dehra Dun, known as the D.A.V. High School. Every morning and evening there was a compulsory attendance at a congregational *Sandhya* and *Homa* performed with all the elaborate Vedic rites accompanied by the chanting of the sonorous Vedic hymns of which the sound is still ringing in my memory. I derived further inspiration from the works and speeches of Swami Vivekananda and Swami Rāma Tīrtha. There were three of us, fellow students, to whom the call of the Himalayas that were towering high in all their majesty on the horizon, made a special appeal as the traditional *Tapo-Bhūmi*. We fancied that if we could make an intrepid search for Mahatmas doing their *tapasya* in the Himalayas, we might be lucky enough to come across a *Sad-Guru* who would show us the way to God-realization. With that simple faith and with *Rāma Nāma* on our lips, one fine after-noon we started on our adventure in the spirit of the proverbial seeker-after-Truth. After crossing the Rispana bed and leaving aside the way going towards Raipur, we climbed a hillock or two at random with a view to getting lost in the jungle as we had absolutely no plans and no parti-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

cular destination in mind. On descending into a vale on the other side we sat down to rest for a while. and not knowing where to go further we followed a track down a hillock. We had hardly gone a short way when to our great surprise we found ourselves in the midst of a pretty village, which was no other than Raipur, a place since sanctified by the lotus-feet of a real *Sad-Guru*, Sri Sri Anandmayee Mā, and where Her *bhaktas* have raised an *ashram* in Her name. Crossing over to the other end of the Village we found a lovely murmuring water channel with a fine bridge across it. As we sat down to rest on the bridge, we beheld a beautiful panorama of snow-clad Himalayan ranges rising above the horizon in front of us across a stretch of green fields. We took stock of the situation and concluded that while we were at that moment as far away from our destination as the snow-capped peaks before our eyes, Destiny had thrown us on a direct road leading back to our Hostel where there was just enough time to get back unnoticed before sunset. Thus baulked in our aspiration, we decided to put off our quest for a more auspicious day, which never came.

Am I credulous ?

My interest in things spiritual has often made my colleagues at the bar think that I must be a rather credulous person. Little do they know that I was not only born and bred in the Puritanic atmosphere of *Arya Samaj*, which makes a fetish of Rationalism and Utilitarianism, but had also training as a scientist—having taken a degree in Science—not to speak of my higher studies in the still more materialistic sciences of Economics and Sociology including the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

philosophy of dialectical Materialism. With this back-ground it was simply absurd for anyone to suggest that I was capable of erring on the side of credulity and superstition. Indeed, my early training in the school of *Arya Samaj* had created in my mind a veritable revolt, almost bordering on disgust against the much-abused institution of *Gurudom* to be found in all religions.

Nevertheless, it was, I suppose, because of my keeping an open mind and a ready will to learn of things and values that may be called spiritual that I attracted to myself a rich variety of experiences gained through mystics and mysticism as well as through a study of literature on mystical experiences. That was why, I presume and I should really thank my stars for it, that far from becoming, as is very often the case toward the evening of one's life, a cold and calculating materialist, or a disgruntled and embittered agnostic, or a hardened egotistic misanthrope, or even a money-grabbing lawyer, I still possess, if I may say so without taking any credit for it, a somewhat warm heart under a somewhat rough exterior, which is at least not altogether devoid of, if not full of the milk of human kindness, and a mind as young and receptive as a child's. The fact is that my experience of life has now made me believe almost literally that blessed are those that have a simple Faith, or as Sant Tulsidas has sung: "Pure and simple hearts are the eternal abodes of the Lord." As in the divine scheme of things no true aspiration ever remains unfulfilled, and the divine law, which always works to perfection, is that 'When the pupil is ready, the Master appears', it was—so I believe now on looking back on

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the past—necessary for me to pass through the experience of a life-time before the Master or *Sad-Guru* could be recognised by me. Indeed, as it is not given to man to see God with human eyes, he can at first only begin to feel the presence of the hidden hand of Providence, and it may take a life-time of experience before one can acquire a firm conviction of the presence of God and discover the Unity that underlies diversity.

Need of a Sad-Guru.

Can one realize God without the help of a *Sad-Guru ?* The highest spiritual message is that God comes to every one of us in the most attractive form that may make an appeal to our minds for our uplift and evolution. That form, of course, differs for every individual accordin to the stage of his development and his personal needs; but whatever be the form we may call Him or Her a *Sad-Guru* for the individual concerned. The truth was once so beautifully put in Her inimitable words by Sri Sri Anandmayee Ma, that it left an unforgettable impression of Her divinity on my mind. She observed in answer to some question put to Her while She was camping a few years ago at the *Maghmela* grounds: "A Mother goes to her child many a time during the day to call the child back home while it is out at play, but the child heeds her not. She calls and beckons, and chides in vain, but the child does not even look in her direction. Then out of her compassion and mother's love She gently pulls up the child by its ears. For a moment the child becomes disconsolate, but soon forgets all about its

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

play as the Mother gathers it in her arms, and takes it back home."

To a question put to Sri Rāma Krishna Paramahamsa: "Why is there so much suffering in the world ?" the Master replied as follows :—

* 'This world is the *līla* of God. It is like a game. In this game there are joy and sorrow, virtue and vice, knowledge and ignorance, good and evil. The game cannot continue if sin and suffering are altogether eliminated from Creation.

'In the game of hide and seek one must touch the 'granny' in order to be free. But the 'granny' is never pleased if she is touched at the very outset. *It is God's wish that the play should continue for some time.* Then—

"Out of a hundred thousand kites, at least but one or two break free ;

And thou dost laugh and clap thy hands, O Mother, watching them ;

'In other words, after the practice of hard spiritual discipline one or two have the vision of God through His grace, and are liberated. Then the Divine Mother claps Her hands in joy and exclaims, 'Bravo : There they go :'

On somebody putting in. "But God's play is our death", the Master continued :

'Please tell me who you are. God alone has become all this—*Māyā*, the Universe, living things, and the twenty-

* Quoted from *Gospel of Sri Ramakrishna* by Akhilananda, P. 362.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

four cosmic principles. "As the snake I bite, and as the charmer I cure." It is God Himself who has become both *Vidya* and *Avidya*. He remains deluded by the *Māyā* of *Avidya*, ignorance. Again, with the help of the *Guru*, He is cured by the *Māyā* of *Vidya*, Knowledge.'

On another occasion Sri Rāma Krishna Paramahamsa is reported to have observed : (ibid, P. 82-83.)

'Let me tell you one thing. God can be seen. The Vedas say that God is beyond mind and speech. The meaning of this is that God is unknown to the mind attached to worldly objects. V. used to say, "God is known by the mind and intellect that are pure." Therefore it is necessary to seek the company of holy men, practise prayer, and listen to the instruction of the *Guru*. These purify the mind. Then one sees God. Dirt can be removed from water by a purifying agent. Then one sees one's reflection in it. One cannot see one's face in a mirror if the mirror is covered with dirt.

'After the purification of the heart one obtains divine love. *Then one sees God through His grace.* One can teach others if one receives that command from God after seeing Him. Before that one should not 'lecture'.....

'A man becomes liberated even in his life-time when he knows that God is the Doer of all things. Once *K.* came here with S. M. I said to him : "Not even a leaf moves except by the will of God." Where isman 's free will ? All are under the will of God. *N.* was a man of great knowledge,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

yet even he was about to drown himself in the Ganges. He stayed here for eleven months. At one time he suffered from stomach trouble. The excruciating pain made him lose control and he wanted to drown himself in the river. There was a long shoal near the bathing ghat. However far he went into the river, he couldn't find water above his knees. Then he understood everything (i. e.,) realised that man is not free even to kill himself and came back. At one time I was very ill and was about to cut my throat with a knife. Therefore I say : "O Mother, I am the machine and Thou art the Operator ; I am the chariot and Thou art the driver, I move as Thou movest me ; I do as Thou makest me do."……

(*ibid*, P. 95) '*Māyā* is nothing but the egotism of the embodied soul. This egotism has covered everything like a veil. All troubles come to an end when the ego dies. If by the grace of God a man but once realizes that he is not the doer, then he at once becomes a *jivan-mukta*. Though living in the body, he is liberated. He has nothing else to fear. This *Māyā*, that is to say, the ego, is like a cloud. The sun cannot be seen on account of a thin patch of cloud ; when that disappears one sees the sun. If by the grace of the Guru one's ego vanishes, then one sees God.'

(To be continued).

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

NEW DIARY LEAVES

ATMANANDA

(1)

Varanasi, 10th October 1957.

An Irish journalist and a South Indian research student of the Benares Hindu University came for Mataji's *darshan*. The following conversation ensued :

Question : Am I right to believe that you are God ?

Mataji : There is nothing save Him alone, everyone and everything are but forms of God. In your person also He has come here now to give *darshan*.

Question : Then why are you in this world ?

Mataji : In this world ? I am not anywhere. I am myself reposing within myself.

Question : What is your work ?

Mataji : I have no work. For whom can I work since there is only ONE ?

Question : Why am I in the world ?

Mataji : He plays in infinite ways. It is His pleasure to play as He does.

Question : But I, why am I in the world ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji : That is what I have been telling you. All is He, He plays in countless forms and ways. However, in order to find out for yourself why you are in the world, to find out who you are in reality, there are the various sādhanas. You study and you pass your exams, you earn money and enjoy the use of it. But all this is within the realm of death in which you continue life after life, repeating the same kind of thing again and again. Then there is another path as well, the path of Immortality, which leads to the knowledge of what you really are.

Question : Can anyone help me in this or must each one find out for himself ?

Mataji : The professor can teach you only if you have the capacity to learn. Of course he can give you help but you must be able to respond, you must have it in you to grasp what he teaches.

Question : Which is the best path to Self-knowledge ?

Mataji : All paths are good. It depends on a man's *samskāras*, his conditioning, the tendencies he has brought over from previous births. Just as one can travel to the same place by plane, railway, car or cycle, so also different lines of approach suit different types of people. But the best path is the one which the *Guru* points out.

Question : When there is only one, why are there so many different religions in the world ?

Mataji : Because He is infinite, there is an infinite variety of conceptions of Him and an endless variety of paths

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

to Him. He is everything, every kind of belief and also the disbelief of the atheist. Your belief in non-belief is also a belief. When you speak of disbelief it implies that you admit belief. He is in all forms and yet He is formless.

Question : From what you said I gather that you consider the formless nearer to Truth than God with form ?

Mataji : Is ice anything but water ? Form is just as much He as the Formless. To say that there is only one Self (*ātmā*) and all forms illusion would imply that the formless was nearer to Truth than God-with-form. But this body declares : every form and the formless are He and He alone.

Question : What have you to say about those who insist that only one religion is the righ one ?

Mataji : All religions are paths to Him.

Question : I am a Christian.....

Mataji : So am I a Christian, a Muslim, anything you like.

Question : Would it be right for me to become a Hindu or is my approach by the Christian way ?

Mataji : If you are fated to become a Hindu it will happen in any case. Just as you cannot ask : "What will happen in case of a car accident ? When the accident occurs you will see.

Question : If I feel the urge to become a Hindu, should I give way to it or is it right to suppress it, since it is said that everyone has been born where it is best for him ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji: If you really felt the urge to become a Hindu you would not ask this question, but just go ahead with it.

Yet there is also another side to this problem. It is true that you are Christian, but something of a Hindu is in you as well, otherwise you could not even know anything about Hinduism. Everything is contained in everything. Just as a tree yields seed and from a single seed hundreds of trees may develop, so the seed is contained in the tree and the whole of the tree potentially in the tiny seed.

Question: How can I find happiness ?

Mataji: First tell me whether you are willing to do as this body bids you to do.

The Questioner: Yes, I am.

Mataji: Are you really ? Very well. Now suppose I ask you to remain here, will you be able to do it ?

The Qnestioner: No, I will not. (Laughter.)

Mataji: You see, happiness that depends on anything outside of you, be it your wife, children, money, fame, friends or anything else, cannot last. But to find happiness in Him who is everywhere, who is all-pervading, your own Self, this is real happiness.

Qnestion: So you say happiness lies in finding my Self ?

Mataji: Yes. Finding your Self, discovering who you really are, means to find God, for there is nothing outside of Him.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Question : You say all are God. But are not some people more God than others ?

Mataji : For him who asks such a question, this is so. But in actual fact God is fully and equally present everywhere.

Question : Is there no substance to me as an individual ? Is there nothing in me that is not God ?

Mataji : No. Even in 'not being God' there is only God alone. Everything is He.

Question : Is there no justification at all for professional or any other mundane work ?

Mataji : Occupation with worldly things acts like slow poison. Gradually, without one's noticing it, it leads to death. Should I advise my friends and my fathers and mothers* to take this road ? I cannot do so. What this body says is : choose the Path of Immortality, take any path that according to your temperament, will lead you to the Realization of your Self.

Nevertheless even while working in the world, you can do one thing : Whatever you do throughout the day, endeavour to do it in a spirit of service. Serve God in everyone, regard everyone and everything as manifestations of Him and serve Him by whatever work you undertake. If you live with this attitude of mind, the path to Reality will open out before you.

---

* Mataji addresses all unmarried people as Her friends and married people as Her fathers and mothers.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From the Life of Sri Sri Ma Anandamayee

DR. BITHIKA MUKERJI, M.A., D. PHIL.

(11)

*Kalipuja at Shahbagh.**

Mataji, was sitting in front of the image with a fixed gaze in *bhāva*. The events that followed can be best described in Didi's words : "Bholanath very gently requested Mataji to perform the *pūjā*. She suddenly began to go through the actions of the ritual, but with Her left hand. Then, as suddenly as She had begun, She stopped, and turning to Bholanath, said : 'I shall sit here, you do the *pūjā* !' Interpreting this to mean that Mataji was declining to perform the ceremony Herself and asking him to do so instead, he was on the point of declaring that he had already made it clear all along that he would not consent to this ; however, his words remained unspoken, because he and everyone else were struck speechless with awe and amazement at what they witnessed. Mataji with the speed of lightning traversed the crowded room—the people in the immediate vicinity felt a warmth as that of fire—and going right up to the image sat down, touching it with Her body. In a moment Her sari slipped from Her shoulders, the golden hue of Her skin turned dark as night and Her tongue was hanging out.

* See Ananda Varta, Vol. VII/3, p. 144.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"My father with a frightened voice, perhaps giving expression to the feelings of all present, called out: 'Mother, Mother', unable to say anything more. The next instant Mataji had fallen forward on the ground, saying: 'All of you shut your eyes !' After a few moments She again spoke: 'Mahadeiya has not closed her eyes'. Mahadeiya was the gardener's wife, standing at a distance under a tree. On being told she also shut her eyes. All this happened in much less time than it takes to write about it.

"After some time Bholanath asked everyone to open their eyes. Mataji was now sitting up, Her gracious countenance, if possible, more radiant and beautiful even than usual, Her whole body covered with flowers; Bholanath was performing *pûjā* in an exalted mood. After the *pûjā*, a *yajña** was celebrated."

Didi writes that she made up her mind from henceforth to look upon Mataji as she had seen Her that day and not to indulge in familiarities with Her anymore. But alas, Mataji Herself again behaved so naturally and normally that it seemed quite impossible to remain at a respectable distance from Her. Perhaps this was Her will, because human beings are so frail in mind and body that they are unable to remain in a state of exaltation for more than a few minutes.

---

* *Yajña* is a rite of oblations offered into a sacrificial fire, which represents the mouth of the deity. A *Yajña* has for purpose either the propitiation of any particular deity or of the *Paramātmā* Himself.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

When the *pūja* was over, everyone took *prasād* and departed one by one with full and overflowing hearts. Only a few remained behind, namely Didi, her two brothers and her father, the Civil Surgeon of Dacca, who subsequently became *Swami Akhandānandaji*. They were all sitting near Mataji, when She suddenly told Didi to go and fetch some of the fiery embers from the *yajña*. Didi collected a few live coals in a vessel, which she brought to Mataji, who took it in Her hands and shaking it, remarked : "Wait and see, I shall convert the fire of this *yajña* into the fire of a *mahayajña*." *

She then added : "Very well, who is ready to sit in *Kāli's* room and guard the fire ?"

Now, except for the annual *Kāli Pūjā* at *Divali* householders are not keen on the worship of *Kāli*, because She is the all-destroyer, who, if benevolent to the devotee, will annihilate all his worldly ties ! Moreover to watch over the fire meant constant vigilance to see that it did not go out, which was not possible for men with professional work and families. Mataji's suggestion, in other words, meant that the person who was willing to guard the sacred fire would have to take to the path of renunciation. No wonder therefore that none ventured to say anything at first. Then Didi's elder brother, Biren babu said : "No, Mother, I cannot. I have to look after my family." Didi's father had dozed off for a few minutes. A little earlier people had been discussing how

* At that time nobody understood the meaning of this statement. But when more than 25 years later a *mahāyajna* was celebrated at the Varanasi Ashram, the statement was recalled and its significance understood.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

much courage it required to worship *Kāli* at dead of night and other matters of this kind. Now, on waking up, Didi's father thought that Mataji was asking if anyone was brave enough to sit alone in *Kāli's* room. (Any way this was Didi's impression. She may not be right in presuming that her father had not realized the full implications of Mataji's request, for he proved himself entirely worthy of the role of a pioneer, who blazed a trail to be followed by many later on.)

Anyway he said : "I can ; what is there to be afraid of ?"
Mataji replied : "All right, ask your sons if they agree ?"

Both sons consented with the words : "If father wishes to take care of the fire, we have no objection."

Mataji promptly handed over the vessel to him, saying : "Go now, immediately !"

Dr. Shashanka Mukherji rose obediently and then and there established himself in *Kāli's* room with the fire, Mataji asked the others to return to their homes. Later She Herself took a blanket, and spreading it on the floor in *Kāli's*, room, arranged for him to take rest from time to time.

Dr. S. Mukherji guarded the fire in this manner for nearly five months. Being the Civil Surgeon of Dacca, it was his duty to attend the Medical School once every afternoon. On returning from there he used to go home for a few minutes ; for the rest of the day and night he kept vigil in *Kāli's* room. In this way started the tradition of preserving the fire of the *Yajña* performed during the *Kāli* Pūjā described above.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The day after the Pūjā people gathered again to take out the image in procession according to custom and to immerse it in the neighbouring pond. But something unexpected occurred. Niranjanbabu's wife said : "Mataji, the image is so beautiful. I do not like the idea of its being immersed." Mataji at once acquiesced : "Since you are feeling so sad at its departure, let the image be preserved. We did not invite Her. The Goddess came of Her own accord, let Her therefore remain with us as long as She pleases."

This is how the daily worship of *Kāli* was inaugurated at the Ashram. Mataji gave instructions that a garland of red hibiscus flowers should once daily be put round the deity's neck. This duty was entrusted to a newcomer at the Ashram, namely, Brahmachari Kamalakanta. Many interesting incidents took place in connexion with this image of *Kāli*. Whenever Kamalakanta forgot to garland the deity, Mataji would know about it, even if She was away from Dacca. This was every time confirmed by letters. Then also the image had to be moved quite a number of times. A few days after the daily *pūjā* had been started, Mataji had *Kāli* taken to a smaller, inner room. That very night a fierce storm broke loose the door of the original room and the door crashed down on the exact spot from which the image had been removed. About a year later the Shahbagh Gardens were taken over by the Court of Wards with the result that Bholanath and many others lost their jobs. The Muslim owners of the Gardens were busy with their own families and financial problems. It was deemed proper to shift the image from Shahbagh. A house in town was therefore taken on hire and all the people

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

as well as the image took up residence in the new quarters. Many were apprehensive lest the one year old earthen image should fall to pieces if moved, but nothing happened to it. Mataji was out of station at the time. About another year later the image was again transferred to a different rented house in Dacca, known as '*Uttama Kutir*.' Mataji remained there for only six or seven months; then all of a sudden She left for *Siddheswari* and *Kāli* was taken along. In 1929 Mataji returned to the new Ashram at *Ramna*. In the grounds there was an ancient Śiva temple with a broken *linga*. At Mataji's suggestion the temple was renovated and the *Kāli* image installed in place of the damaged *linga*. Some time after, Mataji visited Cox Bazar, a seaside town. One day Didi found Her twisting one arm with the other and on seeing Didi, She said: "Shall I break it ?" There was a smile on Her lips, but Her eyes were wet with tears. Didi got frightened, knowing that Mataji was capable of doing just anything; quietly holding Mataji's hands in her own, she gently rubbed the twisted arm. The next morning also she found that Mataji's eyes would fill up, although Her expression did not change. After a few days a letter arrived from Dacca with the news that on that particular night a thief had broken into the temple, stolen the golden ornaments of the Goddess and broken one of Her arms in the process.

In 1931, during Mataji's birthday celebrations a new temple was constructed around the ancient one. The room with the image of *Kāli* naturally fell far below the level of the new floor. A roof was erected over the image and the golden Image of *Annapûrna** installed in the new temple.

**Annapurna* is now in the Varanasi Ashram.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Kāli remained in the cavelike room, which had a door and steps leading down to it. It was arranged that once a year the door should be opened and *pûjā* performsd. On that day everyone, irrespective of caste and creed be permitted to enter the temple. Then in the evening the temple would be cleaned and after the *pûjā* locked again for another year. A photograph of the image was placed in front of the door. The daily *pûjā* and the daily garland of red hibiscus flowers were to be offered to this photograph of the image. Mataji entrusted this task to Sri Jogesh Brahmachari.

In this manner *Kāli* has hidden Herself in a cave at the Ramna Ashram and perhaps will reveal Herself once again when the right time comes.

(To be contiuued.)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

MATRI LILA

(JANUARY 15TH—APRIL 15TH 1960.)

From January 13th—February 3rd Mataji stayed alternately in George Town, Allahabad and in Her Camp at the *Kumbh Mela*. This time it so happened that Mataji bathed at the Triveni on all 3 auspicious bathing days, namely on January 14th and 28th and on February 1st, while on former occasions Mataji as a rule only used to sprinkle Ganges water on Her head. We recall the *Ardha Kumbh Mela* twelve years ago, when Dr. Panna Lall I.C.S. (Retd.) was in-charge of all arrangements, including the construction of Mataji's Camp. Mataji then went to bathe in the Ganges to-gether with Sri 108 Mohnānandaji of Baidyanath Dham with the late Gopal Thakur of Allahabad. She now related that on that occasion the sacred rivers that form the Triveni, namely *Ganga, Jamuna and Sarasvati* appeared to Her in the shape of three young girls who came to Her arm in arm and requested Her to bathe.

Many devotees, Indian as well as European, American and even Chinese, availed themselves of this opportunity to spend a few days or hours with Mataji at the *Kumbh*, enjoying the *Satsang* as well as the sense of freedom and holiday from all worldly affairs that is characteristic for life in such a Camp.

On February 3rd Mataji motored to Varanasi where She remained till the 10th. On the 9th four young

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Brahmana boys received their sacred threads in Mataji's presence. On the 10th She proceeded to Vindhyachal. Just below *Astabhuja Hill,* on the way to the Ashram, Sri Tushar Kanti Ghosh, the Chief Editor of the Amrita Bazar Patrika has built himself a house about a year ago. He was celebrating a *Vishnu Yajña* in his compound ; Mataji halted and blessed the function by Her presence. She also attended the final ceremony (*pūrnāhūti*) on February 12.

In Vindhyachal Mataji as usual enjoyed a comparatively quiet time, although as always many visitors came from various places, some to stay for a few days, others in cars for a few hours only.

On February 23rd Mataji returned to Varanasi, where the Sivaratri festival was celebrated on the 25th. Ever since the Ashram has been deprived of its hall and open terrace there is great dearth of space on such occasions. Yet every inch of the available space was used most ingeniously. People were seated in groups round *Siva linga*, doing *pūjā* all night in the temples; on the verandas and in the courtyard over which a roof of cloth had been spread. Everything was arranged so beautifully, it was truly inspiring to watch the *pūjā* ; the atmosphere during that night is always one of profound peace and solemnity.

Devotees had come from Calcutta, Delhi, Lucknow, Allahabad, etc. etc. to join in the celebration, the fast and the vigil. Mataji was up almost throughout the whole night, moving from group to group, without showing any signs of fatigue. A number of Europeans and Americans were present

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

during the celebration, among them was Swami Kriyananda, a disciple of Swami Yogananda, who had also spent some time at Mataji's Camp in the Kumbh and again at Vindhyachal.

On February 27th Mataji boarded the train to Etawah. At Etawah, where She alighted on the 28th early morning, a special *pūjā* had been arranged for Her in the house of a devotee, Sri Bajpayee. It was practically on the scale of the Birthday celebrations.

Mataji was to leave Etawah for Bundh (near Aligarh) on February 29th at 3 p. m. Originally it had been planned that She should spend the *Holi* festival at Vrindaban, but at the request of Sri Haribabaji She had agreed to go to Bundh instead. However Her state of health suddenly became such that Her trip to Bundh had to be cancelled at the last moment. At the time that She was to leave for Aligarh, She moved to the Etawah Ashram and the next morning travelled to Delhi, where She remained in the Chandraloka Ashram for a week, resting in Her newly built room on the upper floor. Visitors were allowed *darshan* only twice daily at fixed hours.

On March 7th She came downstairs early morning and expressed Her wish to start immediately for Hardwar. Two hours later She was driving by car to Kankhal, where She and Her party put up at '*Santiniketan*', the house of a devotee. On March 10th She moved to the Sapta Rishi Ashram, which is nearly half way between Hardwar and Rishikesh. It will be recalled that the 6th *Samyam Vrata* was held in the Sapta Rishi Ashram in November 1956. On that occasion we

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

gave a detailed description of this spot of solitude and great natural beauty near the banks of the Ganges.* The Ashram has since been enlarged by a number of small houses and a Sanskrit School for boys, but we regret to say that Sri 108 Ganesh Dutta Goswamiji, who was the heart and soul of the place, has since left this world. Rai Bahadur Narayan Das, who had specially come from Delhi, acted as the host and made everyone feel at home and at ease. Sri J. K. Birla had sent his Ayurvedic physician to attend to Mataji. Actually Mataji's health improved considerably in that quiet and congenial place. A number of visitor came for Mataji's darshan, among them Sri Ayengar the Speaker of the Indian Parliament with his family. Sri 108 Haribabaji also arrived by car from Delhi and stayed for two days. He was eager that Mataji should visit Hoshiarpur some time in April, but Mataji does not seem vigorous enough to comply with his wish.

Mataji's ill-health is not due to *Karma* as in the case of ordinary human beings and therefore has quite a different significance. It is well known among Mataji's devotees that She does not take any medicine, be it allopathic homeopathic or ayurvedic. On certain occasions She gave way to doctors imploring Her to try some medicine, Her condition was thereby definitely aggravated. Besides it is difficult or rather impossible to diagnose Her illness, as the symptoms change so rapidly and without apparent reason. Doctors therefore feel puzzled and at a loss. At times it seemed obvious that

* See Ananda Varta, Vol. IV/4, p. 347.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mataji took on Herself the sufferings of others. Unless Mataji discloses the reasons, we are not in a position to know why Her body exhibits signs of ill-health. However, whenever they occur, those who are close to Her arrange for perpetual *japa* or meditation, in which everyone takes part in turns, as it has been observed that the atmosphere produced by the constant remembrance of God is more congenial to Mataji's health than anything we know of. Her devotees whether far or near in space, therefore make an effort to increase their hours of *sadhana* and the intensity of their aspiration, in order to contribute their mite to the well-being and vitality of Mataji's body—which at the same time benefits everyone of them.

As to Mataji Herself, She has declared again and again that She is always well and full of bliss, welcoming every condition as a manifestation of the One who alone exists.

On March 22nd Mataji moved to *Ananda Kashi* 15 miles beyond Rishikesh where the H. H. Rajmata of Tehri-Garhwal has a couple of houses and a Shiva temple in the most enchanting surroundings. There is also a cottage which is reserved for Mataji only and which She usually occupies once a year for a few days or weeks. We have more than once in the pages of this magazine written about this unique, solitary place on the banks of the Ganges, where Mataji is able to relax more than anywhere else, since it is inaccessible to crowds.

It had been planned to celebrate Didima's *Sannyasa*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Utsava on April 13th in Delhi this time but at the last moment Mataji decided to remain at *Ananda Kashi* till the middle of April. Since neither Didima nor Didi were willing to leave Mataji, the *Utsava* is being held at Ananda Kashi itself. Soon after Mataji is expected to move to Kishenpur near Dehradun and on May 2nd She is due in Bombay where Her birthday is to be celebrated upto May 14th.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

FORM IV

Published under Rule 8 of the Registration of Newspapers (Central) Rules, 1956.

ANANDA VARTA

1.	Place of Publication.	Shree Shree Anandamayee Sangha Bhadaini, Varanasi, U. P.
2.	Periodicity of its Publication.	Quarterly
3.	Printer's Name.	K. Bose
	Nationality.	Indian
	Address	Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, U. P.
4.	Publisher's Name.	K. Bose
	Nationality.	Indian
	Address.	Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, U. P.
5.	Editor's Name.	K. Bose
	Nationality.	Indian
	Address.	Shree Shree Anandamayee Sangha, Bhadaini, Varanasi, U. P.
6.	Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners of shareholders holding more then one per cent of the total capital.	Shree Shree Anandamayee Sangha (Regtd.).

I, K. Bose, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Dated 1. 3. 60.

For Shree Shree Anandamayee Sangha
(Sd.) K. Bose.
Signature of Publisher

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কীর্ত্তন রস-স্বরূপ

বিশেষ পরিবর্দ্ধিত নূতন সংস্করণ

মূল্য—ছয় টাকা।

বিশেষ ইতিহাস সহ শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীমুখের সঙ্গীত, শ্রীশ্রীমায়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত সঙ্গীত, "দিদিমা" ও "ভাইজী" রচিত সঙ্গীত, আশ্রমে গীত নিত্য ভজন ও স্তব, বিশিষ্ট স্তব-স্তোত্রাবলী, লুপ্তপ্রায় কবিগান সকল, দেব দেবীর অষ্টোত্তর শতনাম ও বিভিন্ন প্রকারের ও বিভিন্ন রুচির সঙ্গীত, কীর্ত্তন ও ভজন লইয়া এই পুস্তকটির রচনা। ভক্তদের নিকট ইহা এক অমূল্য সম্পদ।

প্রচ্ছদপট বাঁধাই ও চিত্রাদির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া পুস্তকটিকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার প্রচেষ্টা করা হইয়াছে। বাংলার সুধীসমাজে এই গ্রন্থটি অতি অল্প সময়েই বিশেষ সমাদৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Registered with the Registrar of Newspapers for India under No. RN 4727/57

LIST OF PUBLICATIONS BY SHREE SHREE ANANDAMAYEE SANGHA

Bengali

Mātri Darshan—by Bhaiji	2·00
Sad Vāni „ „	1·00
Mātri Vani	·75
Sri Sri Ma Anandamayee—by Gurupriya Devi	
Vol. I–IX	each 2·00
Vol. X, XI	each 2·50
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña „ „	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	6·00
Suno Bali Maer Kotha—Shailesh Brahmachari	1·25
Mātri Lila Sankirtan	0·31

Hindi

Mātri Darshan—by Bhaiji	(out of print)
Sad Vāni „ „	1·00
Sri Sri Ma Anandamayee—Gurupriya Devi	
Vol. I–III and V	each 2·00
Vol. IV	3 00
Ma Anandamayee—Dr Pannalal	(out of print)
Ma Anandamayee Upadeshamrita Sangraha	1·50
Akhanda Mahāyajña—Gurupriya Devi	2·50
Kīrtan Rasa Swarūpa	4·50
Mātri Līla Sankīrtan	0·31

English

Mother As Revealed to Me—Bhaiji	2·00
Mother As Seen by Devotees (A Symposium)	3 00
Mātri Vani (Sayings) 1·25, Special edition	2·00

Photos etc.

Album	1·50
Photos—various sizes ranging from	0·37 to 8·50
Marble Blocks	6 00
Lockets	1·25

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi